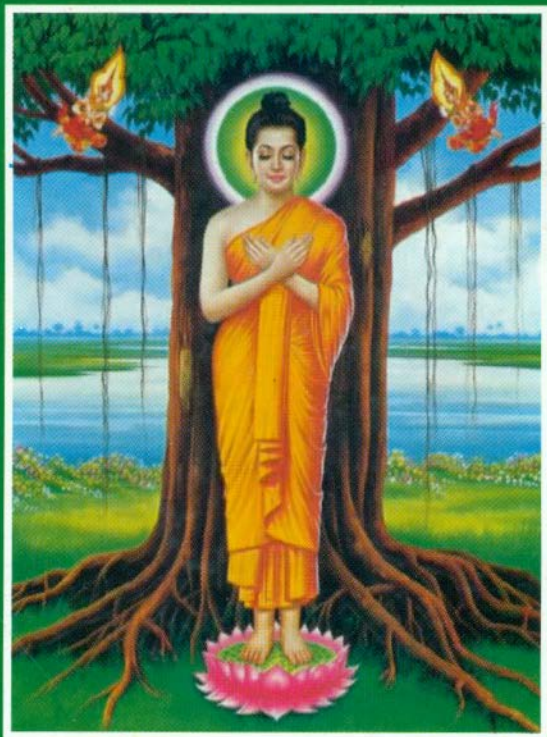


# বৌদ্ধদের প্রাথমিক শিক্ষা

[আদর্শ বৌদ্ধ সমাজ]



সংকলক : চুলকাল ভিক্ষু

# বৌদ্ধদের প্রাথমিক শিক্ষা

[আদর্শ বৌদ্ধ সমাজ]

সংকলক :

চুলকাল ভিক্ষু

সংকলক :

চুলকাল ভিক্ষু

দ. সরোয়াতলী অরণ্য কুটির, বাঘাইছড়ি

কম্পিউটার কম্পোজ :

শ্রীমৎ বিপুলানন্দ ভিক্ষু

প্রকাশকাল :

৮ জানুয়ারি ২০১৪

২৫পৌষ শুক্লাষ্টমী ১৪২০ বাংলা

পূজ্য বনভন্তের শুভ জন্মদিন উপলক্ষে

# উৎসর্গ

শৈশবকালে প্রাইমারী স্কুল থেকে ধর্মশিক্ষায়  
বসবাস করে, জীবন কৈশরে পদার্পণ করে  
মস্তক মুন্ডনসহ প্রব্রজ্যার অষ্ট উপকরণ এবং  
শেষে ভিক্ষুত্বে উপনীত হওয়ার জন্য বহু-  
বহু সাহায্য-সহযোগিতার হাত বারিয়ে  
কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন। সেই  
শ্রদ্ধেয় করণাকীর্তি স্থবির মহোদয়ের  
নিরোগ ও দীর্ঘায়ু এবং শেষে অমৃতময়  
নির্বাণ লাভের প্রত্যাশাই এই পুস্তিকাটি  
সকৃতজ্ঞ চিন্তে উৎসর্গ করছি।

প্রণত

শ্রীমৎ চুলকাল ভিক্ষু

দ. সারোয়াতলী অরণ্য কুটির, বাঘাইছড়ি



## সূচিপত্র

---

### প্রথম অধ্যায়

বন্দনা ও গাথা

ত্রিরত্ন বন্দনা ..... ১১

ত্রিরত্ন বন্দনা ..... ১১

বুদ্ধের নয়গুণ বন্দনা ..... ১৩

গাথায় বঙ্গানুবাদ ..... ১৩

ধর্মের ছয়গুণ বন্দনা ..... ১৪

গাথায় বঙ্গানুবাদ ..... ১৪

সজ্জের নয়গুণ বন্দনা ..... ১৫

গাথায় বঙ্গানুবাদ ..... ১৬

অট্ঠবীসতি বুদ্ধ বন্দনা ..... ১৭

লাভী শ্রেষ্ঠ সীবলী বন্দনা ..... ১৭

মারবিজয়ী উপগুপ্ত বন্দনা ..... ১৮

আর্যশ্রাবক বনভন্তে বন্দনা ..... ১৮

বোধিবৃক্ষ বন্দনা (বটগাছ) ..... ১৮

সপ্ত মহাস্থান বন্দনা ..... ১৯

চুলমণি চৈত্য বন্দনা ..... ১৯

ত্রিচৈত্য বন্দনা ..... ২০

গাথায় বঙ্গানুবাদ .....	২০
দন্তধাতু বন্দনা .....	২০
গাথায় বঙ্গানুবাদ .....	২০
বনবিহার বন্দনা .....	২১
বাংলায় গাথা .....	২১
ভিক্ষু বন্দনা .....	২১
<b>গাথা পর্ব :</b>	
বৈশাখী পূর্ণিমা .....	২২
করণাময় বুদ্ধের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি .....	২৫
আষাঢ়ী পূর্ণিমা .....	২৭
মধুপূর্ণিমা .....	৩০
আশ্বিনী পূর্ণিমা .....	৩২
দুর্লভ মানব জন্ম .....	৩৬
দুর্লভ মানব জীবনের সার্থকতা .....	৩৭
একাদশ আগুন (অগ্নি) .....	৩৮
অনিত্য শরীর .....	৩৯
বন্ধুত্বের পরিচয় .....	৪১
অষ্টজনে বুদ্ধকে প্রণাম .....	৪২

## দ্বিতীয় অধ্যায়

### পূজা ও দান পর্ব

বুদ্ধপূজা .....	৪৩
বুদ্ধের সপ্ত ঘটনাবলী .....	৪৪
প্রদীপ পূজা (বাতি) .....	৪৪
ফুলপূজা .....	৪৫

আহার পূজা .....	৪৫
পানীয় পূজা.....	৪৬
অষ্টপরিষ্কার দান .....	৪৬
বিহার দান.....	৪৭
কঠিন চীবর দান .....	৪৭
কল্পতরু দান.....	৪৭
আকাশ প্রদীপ দান.....	৪৭
হাজার বাতি উৎসর্গ.....	৪৮
বোধিবৃক্ষ উৎসর্গ.....	৪৮
ধ্বজা (পতাকা) উৎসর্গ.....	৪৮
স্মৃতিমন্দির উৎসর্গ .....	৪৮
বুদ্ধপূজা উৎসর্গ .....	৪৯
সীবলী পূজা উৎসর্গ.....	৫০
সর্বসাধারণের দানানুমোদন উৎসর্গ.....	৫১
১৪ প্রকার পুদ্গলিক দান .....	৫৩
সাত প্রকার সংঘদান.....	৫৪
চারি প্রকার শ্রদ্ধা .....	৫৫
শ্রদ্ধা .....	৫৫
দাতার ত্রিবিধ চেতনা.....	৫৬
পাঁচটি জিনিস দান করা নিষিদ্ধ.....	৫৬

## তৃতীয় অধ্যায়

শীল বর্ণনা	
ক্ষমা প্রার্থনা (পালি) .....	৫৮
পঞ্চনীতি .....	৬১



শীল লঙ্ঘনে ফল.....	৬৩
অষ্টশীল প্রার্থনা .....	৬৪
অষ্টশীল .....	৬৫
অষ্টশীল নিক্ষেপ .....	৬৫
দশশীল নিক্ষেপ.....	৬৫
বর্তমান চীবর প্রত্যবেক্ষণ.....	৬৬
বর্তমান পিণ্ডপাত প্রত্যবেক্ষণ .....	৬৬
বর্তমান শয়নাসন প্রত্যবেক্ষণ .....	৬৭
বর্তমান গিলান প্রত্যবেক্ষণ .....	৬৮
অতীত চীবর প্রত্যবেক্ষণ .....	৬৮
অতীত পিণ্ডপাত প্রত্যবেক্ষণ.....	৬৯
অতীত শয়নাসন প্রত্যবেক্ষণ .....	৭০
অতীত গিলান প্রত্যবেক্ষণ .....	৭১

## চতুর্থ অধ্যায়

ভাবনা বিষয় বর্ণনা	
চল্লিশ প্রকার শমথ ভাবনা .....	৭৩
জয়মঙ্গল অট্টগাথা.....	৭৪
চিন্তা দমন .....	৭৭
বৈরাগ্য কাণ্ড.....	৭৯
মরণানুস্মৃতি ভাবনা .....	৮০
মরণ স্মৃতি ভাবনা (চাণ্ডমা).....	৮৩
অনিত্য ধর্ম .....	৮৫
মৈত্রী ভাবনার একাদশ ফল.....	৮৯
মৈত্রী ভাবনা .....	৯১

চাঙমা ভাষায় মৈত্রী ভাবনা.....	৯৩
সংক্ষিপ্ত মৈত্রী ভাবনা (বাংলা) .....	৯৬
সংকল্প.....	৯৭

## পঞ্চম অধ্যায়

সূত্র প্রসঙ্গ	
পরিত্রাণ প্রার্থনা.....	৯৯
পদ্যানুবাদ .....	৯৯
দেবতা আমন্ত্রণ .....	৯৯
পদ্যানুবাদ .....	৯৯
বিশেষ দেবতা আহ্বান.....	১০০
পদ্যানুবাদ .....	১০০
দেবগণকে পুণ্যদান ও রক্ষা প্রার্থনা .....	১০০
পদ্যানুবাদ .....	১০১
বুদ্ধশাসনের উন্নতি ও রক্ষা প্রার্থনা.....	১০১
পদ্যানুবাদ .....	১০১
চাঙমা ভাষায় মহামঙ্গল সূত্র .....	১০২
করণীয় মৈত্রী সূত্র .....	১০৬
করণীয় মৈত্রী সূত্র পদ্যানুবাদ .....	১০৭
সূত্রারম্ভ .....	১০৭
বোধ্যঙ্গ পরিত্রাণ .....	১০৯
বোধ্যঙ্গ সূত্র পদ্যানুবাদ.....	১১০
সূত্রারম্ভ .....	১১১
খস্কক পরিত্রাণ.....	১১২
খস্কক পরিত্রাণ পদ্যানুবাদ.....	১১৩

মোর পরিত্রাণ .....	১১৫
মোর পরিত্রাণ পদ্যানুবাদ .....	১১৬
বর্তক পরিত্রাণ .....	১১৭
বর্তক পরিত্রাণ পদ্যানুবাদ .....	১১৮
জয় পরিত্রাণ .....	১১৯
জয় পরিত্রাণ (বাংলা) .....	১২১
সিংগালোবাদ সূত্র .....	১২৩
গৃহী প্রতিপাদ সূত্র .....	১৩৫

## ষষ্ঠ অধ্যায়

### বিবিধ প্রসঙ্গ

কর্ম পরিচয় .....	১৩৭
প্রশ্নোত্তরে বুদ্ধের জীবন .....	১৪৪
পূজ্য বনভন্তের সংক্ষিপ্ত জীবনী .....	১৫২
মহাসমুদ্রতুল্য বুদ্ধের ধর্ম .....	১৫৭
বিশাখার অষ্টবর লাভ .....	১৬০
সপ্ত অপরিহানীয় ধর্ম .....	১৬২
সপ্ত পরিহানীয় ধর্ম .....	১৬৩
৩৭ প্রকার বোধিপক্ষীয় ধর্ম .....	১৬৩
ত্রিপিটক পরিচিতি— .....	১৬৭
উপাসকের দশটি গুণ— .....	১৬৮

-----

নমো তস্‌স ভগবতো অরহতো সম্মাসম্বুদ্ধস্‌স  
(সেই ভগবান অরহত সম্যক সম্বুদ্ধকে নমস্কার)

“নমঃ বুদ্ধগণে নমঃ বুদ্ধের বোধিজ্ঞানকে  
বিমুক্ত সকলকে নমঃ, নমঃ বিমুক্তিকে।”

## বৌদ্ধদের প্রাথমিক শিক্ষা

[আদর্শ বৌদ্ধ সমাজ]

### প্রথম অধ্যায়

#### বন্দনা ও গাথা

##### ত্রিরত্ন বন্দনা

বুদ্ধং বন্দামি, ধম্মং বন্দামি,  
সংঘং বন্দামি অহং বন্দামি সৰ্ব্বদা।  
দুতিয়ম্পি.....ততিয়ম্পি।

##### ত্রিরত্ন বন্দনা

যো সন্নিসিন্নো বর বোধিমূলে,  
মারং সসেনং মহতিং বিজেত্বা,  
সম্বোধি মাগঙ্ঘি অনন্ত এগ্গণো,

লোকুত্তমো তং পণমামি বুদ্ধং ।  
 অট্টাঙ্গিকো অরিয়োপথো জনানং,  
 মোক্খপ্লবেসো উজ্জুকো'ব মগ্গো ।  
 ধম্মো অযং সত্তিকরো পণীতো,  
 নিয়্যানিকো তং পণমামি ধম্মং ।  
 সংঘো বিসুদ্ধো বর-দক্খিণেয্যো,  
 সন্তিন্দিযো সৰ্ব মালপ্পহীনো ।  
 গুণেহি নেকেহি সমিদ্ধিপ্পত্তো,  
 অনাসবো তং পণমামি সংঘং ।

বুদ্ধো চ মঙ্গলো লোকে, সমুদ্ধো চ'পি লোকগেগা;  
 বুদ্ধং সরণমাগম্মা সৰ্ব দুক্খ পমুচ্চরে ।  
 ধম্মো চ মঙ্গলো লোকে, গম্ভীরো হোতি দুদ্দসো;  
 ধম্মং সরণমাগম্মা সৰ্ব ভয় পমুচ্চরে ।  
 সংঘো চ মঙ্গলো লোকে, দক্খিণেয্যো সদা হোতি;  
 সংঘং সরণমাগম্মা সৰ্ব অন্তরায পমুচ্চরে'তি ।

বঙ্গার্থ : যিনি বোধিমূলে বসে মহাঋদ্ধিবলে সৈন্যসহ মারকে পরাজিত করে অনন্ত জ্ঞান ভাণ্ডার সম্বোধি লাভ করেছেন, সেই লোকুত্তর বুদ্ধকে প্রণাম করিতেছি। আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গই নির্বাণে প্রবেশ করার সোজা পথ, এই ধর্মই শ্রেষ্ঠ শান্তিপদ। সেই নৈর্বাণিক ধর্মকেই প্রণাম করিতেছি। যেই সংঘ বিশুদ্ধ, দানের শ্রেষ্ঠ পাত্র, স্বয়ং প্রত্যক্ষকৃত, সর্ববিধ পাপবিহীন, প্রভূত গুণ সমৃদ্ধ, সেই আসবহীন সংঘকে প্রণাম

করিতেছি।

### বুদ্ধের নয়গুণ বন্দনা

ইতি'পি সো ভগবা অরহং, সম্মাসম্মুদ্বো, বিজ্জাচরণ সম্পন্নো,  
সুগতো, লোকবিদু অনুত্তরো, পুরিসদম্মা সারথী, সত্থ দেব  
মনুস্সানং বুদ্ধো ভগবা'তি।

বুদ্ধং যাব মহাপরিনিব্বানং পরিযন্তং সরণং গচ্ছামি,  
যে চ বুদ্ধ অতীত চ, যে চ বুদ্ধা অনাগতা,  
পচ্ছুপন্না চ যে বুদ্ধা, অহং বন্দামি সৰ্ব্বদা।  
নখি মে সরণং অএংএং, বুদ্ধো মে সরণং বরং,  
এতেনা সচ্চ বজ্জেন হোতু মে জয়া মঙ্গলং।  
উত্তমঙ্গেন বন্দে'হং, পাদপংসু বরত্তমং,  
বুদ্ধো যো খলিতো দোসো, বুদ্ধো খমতু তং মমং।

### গাথায় বঙ্গানুবাদ

ইনি সেই ভগবান যিনি অরহত,  
সম্যক সম্মুদ্ব বিদ্যাচরণ সম্পন্ন সুগত।  
লোকবিদু অনুত্তর পুরুষদম্য সারথী,  
শাস্তা দেব-মানুষ্যের বুদ্ধরূপে স্থিতি।  
নহে অন্য শরণ মোর বুদ্ধ শরণ বিনে,  
অনির্বাণকাল শরণ শ্রীবুদ্ধ চরণে।  
অতীত যেই বুদ্ধগণ আরো ভবিষ্যৎ,  
বর্তমান বুদ্ধ যত বন্দি শত শত।

অন্য নাহি মম শ্রেষ্ঠ বুদ্ধ শরণ বিনে,  
জয় মঙ্গল হোক মোর এ সত্য বচনে ।  
অনবত শিরে বন্দি পদে শ্রেষ্ঠোত্তম,  
ভুলবশে যত দোষ ক্ষমুন বুদ্ধ মম ।

### ধর্মের ছয়গুণ বন্দনা

স্বাক্ষাতো ভগবতা ধম্মো সন্দিট্ঠিকো, অকালিকো,  
এহিপস্সিকো, ওপনায়িকো, পাচ্চত্তং বেদিতব্বো  
বিএৎএহী'তি ।

ধম্মং যাব মহাপরিনিব্বানং পরিয়ত্তং সরণং গচ্ছামি ।  
যে চ ধম্ম অতীত চ, যে চ ধম্মা অনাগতা,  
পাচ্চুপন্না চ যে ধম্মা, অহং বন্দামি সৰ্বদা ।  
নখি মে সরণং অএৎএৎ, ধম্মো মে সরণং বরং,  
এতেনা সচ্চ বজ্জেন হোতু মে জয়া মঙ্গলং ।  
উত্তমঙ্গেন বন্দে'হং, ধম্মঞ্চ তিবিধং বরং,  
ধম্মো যো খলিতো দোসো, ধম্মো খমতু তং মমং ।

### গাথায় বঙ্গানুবাদ

ভগবান বুদ্ধের ধর্ম অতি সুব্যখ্যাত,  
স্বয়ং পরীক্ষা করে দেখ সবে যত ।  
অকালিক এসে দেখার উপযুক্ত হয়,  
নির্বাণ উন্মুক্তকারী জানিবে নিশ্চয় ।  
প্রত্যক্ষ দর্শন করি যত বিজ্ঞগণ,

জানিতে সক্ষম হয় জানে সর্বজন ।  
 নহে অন্য শরণ মম ধর্ম শরণ বিনে,  
 অনির্বাণকাল শরণ ধর্মের শরণে ।  
 অতীত যেই ধর্ম যত আর ভবিষ্যৎ,  
 বর্তমান ধর্ম যত বন্দি শত শত ।  
 অন্য শরণ মোর ধর্ম শরণ বিনে,  
 জয় মঙ্গল হোক মোর এ সত্য বচনে ।  
 নতশিরে বন্দি আমি ত্রিবিধ ধর্মের,  
 ভুলবশে দোষ ক্ষমুন ধর্ম মোরে ।

### সঙ্ঘের নয়গুণ বন্দনা

সুপটিপন্নো ভগবতো সাবকসঙ্ঘো, উজুপটিপন্নো ভগবতো  
 সাবকসঙ্ঘো, এগ্গযপটিপন্নো ভগবতো সাবকসঙ্ঘো,  
 সমীচিপটিপন্নো ভগবতো সাবকসঙ্ঘো, যদিদং চত্তারি  
 পুরিসযুগানি অট্টপুরিস পুগ্গলা এস ভগবতো সাবকসঙ্ঘো,  
 আহুণেয্যো, পাহুণেয্যো, দক্খিণেয্যো, অঞ্জলি করণীয্যো,  
 অনুত্তরং পুএংএক্খেন্তং লোকস্স'তি ।

সঙ্ঘং যাব মহাপরিনিব্বানং পরিযন্তং সরণং গচ্ছামি ।  
 যে চ সঙ্ঘা অতীত চ, যে চ সঙ্ঘা অনাগতা,  
 পচ্ছুপন্না চ যে সঙ্ঘা, অহং বন্দামি সৰ্ব্বদা ।  
 নথি মে সরণং অএংএং, সঙ্ঘো মে সরণং বরং,  
 এতেনা সচ্চ বজ্জেন হোতু মে জযা মঙ্গলং ।  
 উত্তমঙ্গেন বন্দে'হং, সঙ্ঘাঞ্চ দ্বিবিধুত্তমং,



সঙ্ঘো যো খলিতো দোসো, সঙ্ঘো খমতু তং মমং ।

### গাথায় বঙ্গানুবাদ

সুপথে প্রতিপন্ন বুদ্ধ শিষ্য যত,  
 সোজা আর্য অষ্টমার্গে সদায় নিরত ।  
 ন্যায় পথে প্রতিপন্ন থাকে নিমগণ,  
 সমীচিন পথে তাঁরা স্থিত সর্বক্ষণ ।  
 যেমন চারি পুরুষ যুগল অষ্ট ব্যক্তিগণ,  
 মার্গস্থ ফলস্থ আর্য পুদাল গণন ।  
 আছতি দানের যোগ্য নির্বাণের তরে,  
 শ্রেষ্ঠ অতিথি তুল্য পূজ্য চরাচরে ।  
 শ্রেষ্ঠ দক্ষিণার পাত্র এই ত্রিভুবনে,  
 শ্রেষ্ঠ অঞ্জলিযোগ্য দেব-নরগণে ।  
 ত্রিজগতে পুতপুণ্যার্থী পুণ্য লাভ তরে,  
 শ্রেষ্ঠ দক্ষিণাপাত্র এ ধরণী পরে ।  
 নহে অন্য শরণ মম সঙ্ঘ শরণ বিনে,  
 অনির্বাণকাল শরণ সঙ্ঘের চরণে ।  
 অতীতে যেই সঙ্ঘগণ আরও ভবিষ্যৎ,  
 বর্তমান সঙ্ঘ যত বন্দি শত শত ।  
 অন্য শরণ নাহি মম সঙ্ঘ শরণ বিনে;  
 জয় মঙ্গল হোক মোর এই সত্য বচনে ।  
 নতশিরে বন্দি আমি দ্বিবিধ সঙ্ঘেরে,  
 ভুলবশে যত দোষ ক্ষমুন সঙ্ঘ মোরে ।

### অট্ঠবীসতি বুদ্ধ বন্দনা

তণ্হংকরো মহাবীরো মেধংকরো মহাযসো,  
 সরণংকরো লোকহিতো, দীপংকরো জুতিঙ্করো ।  
 কোণ্ডঞ্ঞেণা জনপামোক্খো, মঙ্গলো পুরিসাসভো,  
 সুমনো সুমনো ধীরো, রেবতো রতি বন্ধনো ।  
 সোভিতো গুণসম্পন্নো, অনোমদস্সী জনুত্তমো,  
 পদুমো লোকপজ্জাতো, নারদো বর সারথী ।  
 পদুমুত্তরো সত্তসারো, সুমেধো অগ্গপুগ্গলো,  
 সুজাতো সৰ্বলোকগেগা, পিয়দস্সী নরাসভো ।  
 অথদস্সী কারুণিকো, ধম্মদস্সী তমোন্দো,  
 সিদ্ধথো অসমো লোকে, তিস্সো বরদা সংবরো ।  
 ফুস্সো বরদ সম্বুদ্ধো, বিপস্সী চ অনুপমো,  
 সিখী সৰ্বহিতো সথা বেস্সভু সুখ দায়কো ।  
 ককুসন্ধো সথবাহো, কোণাগমনো রনঞ্জহো,  
 কস্সপো সিরিসম্পন্নো, গোতমো সাক্যপুঙ্গবো ।  
 অট্ঠবীসতি' মে বুদ্ধা নিব্বান মতদায়কা,  
 নমামি সিরসা নিচ্চং তে মে রক্কন্তু সৰ্বদা ।

### লাভী শ্রেষ্ঠ সীবলী বন্দনা

সীবলী যং মহাথেরো লাভীনং সেট্ঠতং গতো মহত্তং  
 পুঞ্ঞাবত্তং তং অভিবন্দামি সৰ্বদা ।  
 (দুতিয়ম্পি.....ততিয়ম্পি)

### মারবিজয়ী উপগুপ্ত বন্দনা

ইন্ধিমন্তো জোতিমন্তো মহামারং পমদনো,  
 সাসনে রক্খিতো সন্তো কল্পকালো অধিট্ঠিতো;  
 লোকলযং বজ্জিত্বা মহাসমুদ্ধে বসিতো মুণি;  
 তং উপগুপ্তং পুজিত্বা অহং বন্দামি সৰ্বদা ।  
 ইদং পুজং অনুমোদিত্বা থেরো মহাকারণিকো,  
 সৰ্ব মারং অন্তরাযং পমাদন্তো । (তিনবার)

### আর্যশ্রাবক বনভন্তে বন্দনা

অশ্লমন্তো সতিমন্তো পুরিসো দুল্লভো,  
 বুদ্ধোপুত্তো বনভন্তে অরিয় পুগ্গলো ।  
 গহণ অরঞ্ঞে বিহারিং দ্বাদস-বস্সানি,  
 ধুতঙ্গসীল-বিমলা দীঘ একচারিং ।  
 অসেস দুক্করো মুণি বুদ্ধএগণ লাভিং,  
 তং রত্ত-কমল-পদে সিরসা নমামি । (তিনবার)

### বোধিবৃক্ষ বন্দনা (বটগাছ)

যস্সমূলে নিসিন্ণোব, সৰ্ব্বারি বিজয়ং অকা,  
 পান্তো সৰ্বাঞ্ঞে তং সথা বন্দেতং বোধিপাদপং,  
 ইমেহেতে মহাবোধিং, লোকানাথেন পূজিতং,  
 অহম্পি তে নমস্সামি, বোধিরাজা নমথুতে । (তিনবার)

বঙ্গার্থ : ভগবান তথাগত যার মূলে বসে মারকে পরাজয় করে সর্বজ্ঞ বুদ্ধ জ্ঞান লাভ করেছেন, সেই বোধিবৃক্ষকে বন্দনা করছি। এই মহাবোধি লোকনাথ বুদ্ধ কর্তৃক পূজিত।

সেই বোধিরাজকে আমিও বন্দনা করছি। হে বোধিরাজ!  
আপনাকে নমস্কার করছি।

### সপ্ত মহাস্থান বন্দনা

পঠমং বোধিপল্লংকং, দুতিয়ং অনিমিসম্পি চ,  
ততিয়ং চংকমণ সেট্ঠং, চতুথং রতন ঘরং।  
পঞ্চমং অজপালঞ্চ, মুচলিন্দঞ্চ ছট্ঠমং,  
সত্তমং রাজায়তনং বন্দেতং বোধিপাদপং।(তিনবার)

বঙ্গার্থ : প্রথম বোধিপালঙ্কে, দ্বিতীয় অনিমেষ চৈত্য, তৃতীয়  
চংক্রমণে, চতুর্থ রতন ঘরে, পঞ্চম অজপাল নেত্রোধ, ষষ্ঠ  
মুচলিন্দ, সপ্তম রাজায়তন বৃক্ষমূলসহ এই সপ্ত স্থানে সপ্ত  
সপ্তাহ কাটিয়েছেন ভগবান তথাগত বুদ্ধ।

### চুলমণি চৈত্য বন্দনা

তাবতিংসে মুনিন্দস্‌স তিদাসিন্দেন পূজিত,  
চুলাতিযো জনুব্বেদে মণি থুপে পতিট্ঠিত।  
তহিং দক্ষিণ দাঠঞ্চ দক্ষিণক্খক য়েবা চ,  
পরিনিব্বুত্তন্তি সম্বুদ্ধে, বন্দে নিহিত ধাতুযো।(তিনবার)

বঙ্গার্থ : তাবতিংস স্বর্গে ত্রিযোজন উচ্চ মণিময় চৈত্য বুদ্ধের  
কেশধাতু নিধান করে দেবগণসহ রাজা ইন্দ্র তা পূজা  
করেন। সেই চৈত্যের নাম চুলমণি চৈত্য। বুদ্ধের  
পরিনির্বাণের পর তাঁর দক্ষিণ দন্ত ও দক্ষিণ অক্ষধাতু সেই  
চৈত্রে নিধান করা হয়। আমি সেই নিহিত ধাতুকে বন্দনা

করছি ।

### ত্রিচৈত্য বন্দনা

বন্দামি চেতিয়ং সৰ্বং সৰ্বট্ঠানেসু পতিট্ঠিতং,  
সরীরিক ধাতুং মহাবোধিং বুদ্ধরূপ সকলং সদা ।

### গাথায় বঙ্গানুবাদ

শারীরিক ধাতু যত আছে প্রতিষ্ঠিত,  
মহাবোধি তরুবর, বুদ্ধরূপ যত,  
সর্বস্থানে প্রতিষ্ঠিত আছে চৈত্য যত,  
অবনতশিরে আমি বন্দি শত শত ।(তিনবার)

### দন্তধাতু বন্দনা

একা দাঠা তিদসপুরে, একনাগপুরে অহু,  
এক গন্ধার বিসয়ে, একাসি পুনসিহলে ।  
চতস্সো তা মহাদাঠা, নির্বাণ রসদীপিকা,  
পূজিতা নরদেবেহি, তা'পি বন্দামি ধাতুযো ।(তিনবার)

### গাথায় বঙ্গানুবাদ

এক দন্ত ত্রিদশালয় স্বর্গে অবস্থিত,  
এক দন্ত নাগলোকে হ'তেছে পূজিত ।  
তৃতীয় গান্ধার দেশে দন্ত বিদ্যমান,  
চতুর্থ সিংহলদ্বীপে দন্ত দীপ্তিমান ।  
নির্বাণ রসে পরিপূর্ণ ধাতু চতুষ্টয়,  
দেব-নরে পূজিতেছে সর্ব বিশ্বময় ।

আমি এই মহাদন্ত চারি ধাতু করে,  
বন্দিতেছি ভক্তি ভরে পুণ্যের আধারে ।

### বনবিহার বন্দনা

যং রঞ্ঞ-অরঞ্ঞ বিহারং, রাণ্ডামাটি মনোরমে;  
পুঞ্ঞাভি সীল-বিমল সঙ্জো নিবাসং ।  
বনভন্তে বিহারন্তো, যোতপো ভূমিং,  
তং তিথ ভূমিয়ং সিরসা নমামি ।

### বাংলায় গাথা

রাজবন বিহার যেথা রাণ্ডামাটি নামে,  
গিরিশৃঙ্গে শোভে তাহা অতি মনোরমে ।  
শীল বিমণ্ডিত পুণ্যে অতি সুশোভন,  
বিশুদ্ধ বিমল সংঘ থাকে সর্বক্ষণ ।  
বনভন্তে বিহার করেন যেই তপোবনে,  
অবনত শিরে বন্দি সেই তীর্থ ভূমে ।

### ভিক্ষু বন্দনা

ওকাস বন্দামি ভন্তে (সঙ্জো)<sup>১</sup> দ্বারভযেন কতং সৰ্বং  
অপরাধং খমতু মে ভন্তে (সঙ্জো) ।  
(দুতিয়ম্পি.....ততিয়ম্পি)

<sup>১</sup> চার জনের অধিক হইলে “সঙ্জো” বলতে হবে ।

## গাথা পর্ব :

### বৈশাখী পূর্ণিমা<sup>১</sup>

বৈশাখী পূর্ণিমা তিথি অতি সুশোভন,  
 প্রাকৃতি দৃশ্য অতি নয়ন মোহন ।  
 সরোবরে সরোজিনী দেখিতে সুন্দর,  
 মধুর সুবাস বহে মনোমুগ্ধকর ।  
 মৌমাছি মধুর রবে পদ্মমধু হরে,  
 পরাগ<sup>২</sup> কম্পিত হয় হরিষ অন্তরে ।  
 বিচিত্র বরণে শোভে কুসুম কানন,  
 সুন্দর সুরভি পুষ্প নয়ন রঞ্জন ।  
 এহেন পূর্ণিমা দিনে লুম্বিনী উদ্যানে,  
 বুদ্ধাংকুর জন্ম নিল অতি শুভক্ষণে ।  
 জন্মক্ষণে বসুন্ধরা কাপিয়া উঠিল,  
 মেঘ ধরণী পুষ্প বৃষ্টি এক্ষণে হল ।  
 অপূর্ব আলোকে ধরা হল আলোকিত,  
 দেব-নর পশু-পক্ষী হল পুলোকিত ।  
 অলৌকিক চমৎকার দৃশ্য দেখা গেল,  
 জলে স্থলে পদ্মপুষ্প বিকশিত হল ।  
 বৃক্ষলতা কুঞ্জবন ফুলে ফুলময়,

<sup>১</sup> । বুদ্ধের জন্ম, বুদ্ধত্ব লাভ ও মহাপরিনির্বাণ লাভ করেন ।

<sup>২</sup> । ফুলরেণু ।

দিব্য গন্ধ প্রবাহিত হল ধরাময় ।  
 বাদ্যযন্ত্রে স্বয়ংজাত মধুর নিক্কন,  
 চমৎকৃত হল শুনি দেব-নরগণ ।  
 সাধু সাধু ধ্বনি করে স্বর্গে দেবগণ,  
 হাস্যময় হল ধরা প্রীতি সর্বজন ।  
 উত্তর দিগেতে চলে শিশু নবজাত,  
 সপ্তপদে সপ্তপদ্ব হল প্রতিভাত ।  
 সপ্তপদে সদ্য শিশু হয়ে স্থিত,  
 গভীর অপূর্ব বাক্য করে বিঘোষিত ।  
 জ্যেষ্ঠ আমি শ্রেষ্ঠ আমি ত্রিলোক মাঝারে,  
 না লভিব জন্ম আর পুনঃ এ সংসারে ।  
 অহো কি আশ্চর্য শিশু মায়ার সন্তান  
 যিনি হবেন ত্রাণকর্তা বুদ্ধ ভগবান ।  
 অন্য এক অতি শ্রেষ্ঠ দিন স্মরণীয়,  
 বৈশাখী পূর্ণিমা তিথি অতি বরণীয় ।  
 এহেন পবিত্র দিনে নৈরঞ্জনা তীরে,  
 সুজাতার পায়সন্ন খেয়ে ধীরে ধীরে ।  
 গয়াধামে শ্রেষ্ঠ বোধি পালঙ্ক মহান,  
 পৃথিবীর নাভি স্থান অতি গরিমান ।  
 অভীষ্ট স্থানেতে যিনি উপনীত হয়,  
 বসিলেন বোধিতরু মূলে তপোবন ।  
 শান্তি মনে ধ্যানমগ্ন হলেন যখন,  
 মাররাজ আরম্ভিল সমর ভীষণ ।



রাত্রির অস্তিম যামে মহা প্রজ্জাবান,  
 মার পরাজয় করি লভি বোধিজ্ঞান ।  
 জগত বরণ্যে হলো বুদ্ধ ভগবান,  
 কারুণিক শাক্যমুণি ত্রিলোক প্রধান ।  
 বহুবিধ অলৌকিক শক্তি সহকারে,  
 পঞ্চ চত্তারিংশ<sup>১</sup> বর্ষ জগত মাঝারে ।  
 সধাসম শ্রেষ্ঠধর্ম করিয়া প্রচার,  
 নর-দেব ত্রিলোকের করি উপকার ।  
 পূর্ব যবে হলো তাঁর অশীতি বৎসর,  
 কুশীনারা শালবনে গিয়া অতঃপর ।  
 শুভ্র জ্যোৎস্না আলো ধৌত গগণের তলে,  
 বৈশাখী পূর্ণিমা রাত্রে দেব-নর দলে ।  
 কাঁদাইয়া নির্বাণ লভে বুদ্ধধন,  
 জ্ঞানদীপ নির্বাপণে কাঁদিল ভুবন ।  
 স্মৃতিত্রয় বিজড়িত এই মহাদিনে,  
 বুদ্ধগুণ স্মর সবে ভক্তিয়ুক্ত মনে ।  
 নতশিরে বন্দি সবে সুগত চরণ,  
 এই পুণ্য হয় যেন দুঃখ বিমোচন ।  
 এই বন্দনা এই পূজা এই ভক্তি প্রভায়,  
 সর্ব তৃষ্ণা সর্ব দুঃখ ক্ষয় যেন পায় ।  
 সাধু! সাধু!! সাধু!!!

---

<sup>১</sup> । পঁয়তাল্লিশ (৪৫) ।

করুণাময় বুদ্ধের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি

কি নামে তোমায় ডাকিব হে প্রভু,  
পাইনা শব্দ খুঁজিয়া ।

কি দিয়ে তোমায় পূজিব হে নাথ,  
কে দিবে আমায় বলিয়া?

মানবের স্তুতি-জগতের পূজা  
চাহ না হে তুমি, চাহ না;  
মানবেরে তুমি, জগতেরে তুমি  
সেবিয়াছ দিয়া করুণা ।

তবুত পরাণ আকুল হইয়া  
চায়ও চরণ চুমিতে;  
অসীম তোমায় সসীম ভাষায়  
চায় গো ব্যক্ত করিতে;  
আকুল পরাণ ব্যাকুল হইয়া  
ধায় ও চরণ ধরিতে ।

প্রকৃতির মূক রসনা হইতে  
গুপ্ত সত্য টানিয়া,  
করিয়াছ ব্যক্ত, হইবারে মুক্ত  
কারাগার তার ভঙ্গিয়া ।

এ রহস্যময় জীবনের আমার  
ঘটিতেছে যত ঘটনা;  
তাদের মাঝারে পাই দেখিবারে

‘দর্শন’ তব রচনা ।  
 সুখের হিল্লোলে, দুঃখ-বজ্র-নাদে  
 হৃদয় কাঁপিয়া উঠিলে,  
 তোমার জীবন তোমার বচন  
 থামায় বজ্র-হিল্লোলে ।  
 কৃতজ্ঞ হৃদয়ে আপনা ভুলিয়া  
 লুটাইতে চাই চরণে  
 ধাই পূজিবারে বিহবলিত প্রাণে  
 গন্ধ-দ্বীপ-কুসুমে ।  
 চাহি ডাকিবারে; মিলেনা ত’ ভাষা,  
 মূক হয়ে থাকি বসিয়া;  
 কি নামে তোমায় ডাকিব হে প্রভু,  
 ভাষা ত’ পাইনা খুঁজিয়া ।  
 হৃদয়ের তুমি আদর্শ আমার,  
 জীবনের ধ্রুব-তারকা;  
 তব আত্মদান, অসীম করুণা  
 আমার জীবন দীপিকা ।  
 তোমার জীবন, মৈত্রী, প্রজ্ঞা, বল,  
 তোমার শান্তি পাইতে,  
 হইব সক্ষম আমিও একদা  
 চক্রে চক্রে ভ্রমিতে ।  
 তোমার এ বাণী, এ মধুর সত্য  
 রেখেছি আঁকিয়া হৃদয়ে;

নি নামে তোমায় ডাকিব হে প্রভু,  
 প্রাণের আকাজ্জা মিটায়ে  
 মরণ যখন আসিবে লইতে  
 চরম নিশ্বাস টানিয়া,  
 স্মৃতির মাঝারে রাখিয়ে তোমারে,  
 যাব অজানায় চলিয়া ।  
 কি ভয় আমার, কি দুঃখ আমার,  
 ‘বাণী’ নিয়মিত জীবনে ।  
 কি ভয় আমার, কি দুঃখ আমার,  
 এখানে, ওখানে, সেখানে?  
 তোমাময় হ’ক জীবন আমার  
 জনমে, জীবনে, মরণে ।  
 শাস্তা আমার, আদর্শ আমার,  
 লও গো প্রণতি চরণে ।

### আষাঢ়ী পূর্ণিমা<sup>১</sup>

আষাঢ়ী পূর্ণিমা তিথি অতি শুভক্ষণ,  
 চারিস্মৃতি বিজড়িত শোভন মোহন ।  
 এমন সময়ে চলে প্রকৃতির খেলা,  
 বিচিত্র বিধানে হয় চমৎকার লীলা ।  
 মেঘের গম্ভীর ধ্বনি অশনি গর্জন,

---

<sup>১</sup> । বোধিসত্ত্ব প্রতিসন্ধি গ্রহণ, গৃহত্যাগ, ধর্মচক্র প্রবর্তন এবং ভিক্ষুদের ত্রৈমাসিক বর্ষাব্রত অধিষ্ঠান ।

বিজড়িত আঁকা-বাঁকা প্রভা সুশোভন ।  
 ক্ষণে বৃষ্টি ক্ষণে রোদ ক্ষণে মেঘাবৃত,  
 জলদি শীতল বায়ু বহে অবিরত ।  
 নদী ডোবা পুষ্করিণী আর সরোরব,  
 জলপূর্ণ হয়ে আছে দেখিতে সুন্দর ।  
 সরোজ কুমুদ কত রয়েছে ফুটিয়া,  
 মধুকর মধুলোভে যেতেছে ফুটিয়া ।  
 এহেন পূর্ণিমা যোগে গভীর নিশিতে,  
 মায়াদেবী স্বপ্ন দেখে অতি হরষিতে ।  
 শ্বেত হস্তী শ্বেতপদ্ম শুণ্ডেতে ধরিয়া,  
 তিনবার প্রদক্ষিণ রাণীকে করিয়া ।  
 দক্ষিণ পার্শ্বেতে যেন প্রবেশে জঠরে,  
 সেইক্ষণে বোধিসত্ত্ব মায়ার উদরে ।  
 তুষিত স্বর্গ হতে নেমে এসে ধীরে,  
 জন্ম নিল জগতের কল্যাণের তরে ।  
 এমন অপার শুভ পূর্ণিমা নিশিতে,  
 দুঃখের নিরোধ চিন্তা করিতে করিতে ।  
 সংসার নিগড় হতে মুক্তি লাভ তরে,  
 রাজ্য ধন ত্যাগ করি আকুল অন্তরে ।  
 স্ত্রী-পুত্রের মায়াপাশ করিয়া ছেদন,  
 অর্ধরাতে করিলেন মহা অভিনিষ্ক্রমণ ।  
 সিদ্ধার্থে ত্যাগ করি দেব-ব্রহ্মাগণ,  
 মহানন্দে সাধুবাদ দেয় ঘনে ঘন ।

এরূপ অপার এক পূর্ণিমা তিথিতে,  
 ভগবান উপনীত হয়ে সারনাথে ।  
 মৃগদয়ে পঞ্চশিষ্য দীক্ষা প্রদানিয়া,  
 ধর্মচক্র প্রবর্তন প্রথম দেখিয়া ।  
 জ্ঞানদীপ জ্বালিলেন তাঁদের অন্তরে,  
 ইহা দেখি দেব-ব্রহ্মা সাধুবাদ করে ।  
 এমন পবিত্র অন্য মহাশুভক্ষণে,  
 অপূর্ব যমক ঋদ্ধি শ্রাবস্তী গগণে ।  
 সমাপণ করি বুদ্ধ করুণা অন্তরে,  
 তখনি গেলেন চলি তাবতিংস পুরে ।  
 সেইখানে তিনমাস বসি ইন্দ্রাসনে,  
 মাতাসহ দেবগণ মৈত্রীপূর্ণ মনে ।  
 অভিধর্ম শুনালেন মধুর ভাষণে,  
 শ্রেষ্ঠধর্ম শুনে সবে অতি হৃষ্ট মনে ।  
 এই চারি মহাস্মৃতি রয়েছে জড়িত,  
 আষাঢ়ী পূর্ণিমা মনে জানিবে নিশ্চিত ।  
 এই পবিত্র দিনে সবে হয়ে একত্রিত,  
 বুদ্ধপূজা দান-শীলে হয়ে একচিত্ত ।  
 বুদ্ধের আদর্শ নীতি করিয়া পালন,  
 অচিরে লভিতে যেন পারি মোক্ষধন ।  
 এই বন্দনা এই পূজা এই পুণ্য প্রভায়,  
 সর্বদুঃখ সর্ব তৃষ্ণা ক্ষয় যেন যায় ।

সাধু! সাধু!! সাধু!!!

মধুপূর্ণিমা<sup>১</sup>

শ্রীমধু পূর্ণিমা তিথি মাধুরি মায়াময়,  
 চারিদিকে মৃদু মৃদু মধু বায়ু বয় ।  
 শাখে শীখে গাহে নাচে প্রীতি ভরা আঁখি,  
 সরোবরে খেলে সুখে হংস চকাচকি ।  
 প্রকৃত রাজ্যপূর্ণ আনন্দ লহরী,  
 বুদ্ধগুণ স্মরি নাচে ময়ূর-ময়ূরী ।  
 বাগানে কুসুম রাশি অতি মনোহর,  
 পুকুর সলিল ভরা দেখিতে সুন্দর ।  
 সরসীতে শতদল রয়েছে ফুটিয়া,  
 রাজহংস পদ্ম বনে যায় সাঁতারিয়া ।  
 ধানের সবুজ মাঠে মৃদু বায়ু বয়,  
 তাহা দেখি চাষিদল সুখে মগ্ন হয় ।  
 সুনির্মল শুভ্র আভা শারদ চন্দ্রিমা,  
 বিতরিছে নিরবধি শারদ সুষমা ।  
 এমন সুন্দর দিনে প্রীতিফুল্ল মনে,  
 পূজিতে বাসনা করি বুদ্ধপ্রাণ ধনে ।  
 অরণী ঘর্ষণ করি অগ্নি উৎপাদিয়া,  
 শুসিদ্ধ করিয়া জল শুণ্ডেতে আনিয়া ।  
 পুণ্যপূত মহানন্দে পূজি বুদ্ধ ধনে,

<sup>১</sup> । পারিলেই বনে এক হস্তী বুদ্ধকে সেবা করেন এবং বানর মধু দান করেন ।

পুরিল মনের সাধ গজফুল্ল মনে ।  
 কিশলয় শাকাগুচ্ছ শুণ্ডেতে ধরিয়া,  
 মৃদু মৃদু পাকা করে দুলিয়া দুলিয়া ।  
 নিত্য নিত্য গজরাজ বুদ্ধে এই রূপে,  
 পূজিয়া পুলক তথা দীর্ঘদিন যাপে ।  
 এমন মধুর দৃশ্য করিয়া দর্শন,  
 পূজিতে আকুল হল বানরের মন ।  
 পরে এক মধুচক্র বানর দেখিল,  
 হৃষ্টচিত্তে তাহা এনে বুদ্ধকে পূজিল ।  
 শ্রীবুদ্ধের মধুপান দেখি অতঃপর,  
 প্রীতি বেগে নৃত্য করে বনের বানর ।  
 বানরের ভক্তিশ্রদ্ধা আর মধু দানে,  
 বনস্থলি প্রকম্পিত সাধুবাদ দানে ।  
 এমন পূজার দৃশ্য হেরি বন্য প্রাণী,  
 ক্রোধ, হিংসা ভুলি সবে করে মৈত্রী ধ্বনি ।  
 স্বর্গে থাকি এই পূজা দেখি দেবগণ,  
 সাধুবাদসহ করে পুষ্প বরিষণ ।  
 এরি সাথে সবি মিলি হয়ে একমন,  
 আনন্দেতে সাধুবাদ দাও ঘনে ঘন ।  
 আজি মোরা মধুদানে ভক্তিয়ুক্ত মনে,  
 পূজিতেছি শ্রীবুদ্ধকে নির্বাণ কারণে ।  
 এই মহা পুণ্যফলে জন্ম-জন্মান্তর,  
 মধু কণ্ঠে লভি যেন ললিত সুন্দর ।



এই বন্দনা এই পূজা এই জ্ঞান প্রভায়,  
 সর্ব তৃষ্ণা সর্ব দুঃখ ক্ষয় যেন পায়।  
 সাধু! সাধু!! সাধু!!!

### আশ্বিনী পূর্ণিমা<sup>১</sup>

আশ্বিনী পূর্ণিমা দিনে অতি শোভাময়,  
 প্রকৃতির রাজ্যে সবে আনন্দিত হয়।  
 মাঠভরা ধান ক্ষেত সোনার বরণ,  
 দেখিতে সুন্দর কত না যায় বর্ণন।  
 মৃদু মৃদু বায়ু যবে প্রভাহিত হয়,  
 অপূর্ব তরঙ্গ খেলে ধান ক্ষেতময়।  
 গোলাপ, টগর, চাপা, শেফালী, মালতী,  
 জলপদ্ম, স্থলপদ্ম, বেল, জবা, জ্যোতি।  
 সুন্দর কুসুম রাশি বিকশিয়ে ভবে,  
 সুমধুর গন্ধদানে তৃপ্ত করে সবে।  
 কমলিনী কুমুদিনী ফোটে সরোবরে,  
 অলিকুল তাহে নিত্য গুণ গুণ করে।  
 পূর্ণ শশাংক আলো শান্ত স্নিগ্ধময়,  
 কুমুদিনী পেয়ে তারা আনন্দিত হয়।  
 প্রত্যুষে বিহঙ্গকুল ডানা বিস্তারিয়ে,

---

<sup>১</sup>। ভিক্ষুদের বর্ষাবাস সমাপ্ত, কঠিন চীবর দান আরম্ভ এবং চিমিতং পূজা।

কল কল শব্দ করে আনন্দ মাতিয়ে ।  
 এমন সুন্দর দিনে বুদ্ধ প্রাণ ধন,  
 তাবতিংসে বর্ষাবাস করি সমাপন ।  
 স্বর্ণ-রৌপ্য মণিময় দিব্য সিঁড়ি দিয়ে,  
 সাংকাশ্য নগর দ্বারে আসেন নামিয়ে ।  
 দেব-নরে ব্রহ্মা সবে তথা পরস্পর,  
 অবাধ দৃষ্টিতে দেখে পরম সুন্দর ।  
 এই সম্মেলন ক্ষণে দেব-ব্রহ্মা-নর,  
 সাধুবাদ করি তোলে ভুবন মুখর ।  
 এমন সুন্দর দিনে মোরা সবে মিলে,  
 সর্বজ্ঞ বুদ্ধকে পূজি ভক্তিপ্রাণ খুলে ।  
 এহেন পবিত্র দিনে আজি ভক্তগণ,  
 মিলন পল্লবন কর মন সংযোজন ।  
 এই বন্দনা এই পূজা এই পুণ্য প্রভায়,  
 সর্ব দুঃখ সর্ব তৃষ্ণা ক্ষয় যেন পায় ।  
 সাধু! সাধু!! সাধু!!!

অক্ষণ দীপন (অষ্ট অক্ষণ) গাথা  
 আটটি অক্ষণমুক্ত সময় সুক্ষণ,  
 লভিতে কঠিন হয় মানব জীবন ।  
 জ্ঞানবান যিনি তাহা লভিতে সক্ষম,  
 সর্বদা উচিত তার পুণ্য উপার্জন ।  
 অরূপ-অসংজ্ঞলোক, তির্যক, নিরয়,

প্রত্যন্ত প্রদেশে জন্ম প্রেত লোকচয় ।  
 পঞ্চেন্দ্রিয় বিকলতা দুঃখপূর্ণ হয়,  
 মিথ্যাদৃষ্টি কূলে জন্ম জানিবে নিশ্চয় ।  
 বুদ্ধের অনুৎপত্তিকাল এই আটটি ক্ষণ,  
 অসময় পুণ্য লভে কহে বিজ্ঞগণ ।

১. নিরয় ভূমিতে যবে জনম লভিবে,  
 যমরাজ দুঃখ সদা প্রদান করিবে ।  
 ভয়ানক দুঃখানলে জ্বলিবে যখন,  
 কিরূপে করিবে ওরে পুণ্য উপার্জন?
২. জনম লভিবে যবে তির্যক কূলেতে,  
 সন্ধর্ম বিহীন হয়ে মরণ ভয়েতে ।  
 থাকিবে উদ্ভিন্ন সদা জনম জীবন,  
 কিরূপে করিবে ওরে পুণ্য উপার্জন?
৩. প্রেতলোকে গিয়া যবে জনম লভিবে,  
 ক্ষুধা-পিপাসায় সদা পরিশ্রান্ত হবে ।  
 শোক তাপে, অগ্নি তাপে দহিবে যখন,  
 কিরূপে করিবে ওরে পুণ্য উপার্জন?
৪. অরূপ-অসংজ্ঞালোকে যবে জনমিবে,  
 শ্রবণ উপায় হতে বিবর্জিত হবে ।  
 অসমর্থ হবে ধর্ম করিতে শ্রবণ,  
 কিরূপে করিবে ওরে পুণ্য উপার্জন?
৫. অধর্ম বহুল দেশ ভিক্ষুসঙ্ঘ হীন,  
 কর্মফলে জন্ম তথা করিলে গ্রহণ ।

- না পারিবে পুণ্যকর্ম করিতে কখন,  
কিৰূপে করিবে ওরে পুণ্য উপার্জন?
৬. জড়, মুক, অন্ধ আর জন্ম বধিরাদি,  
কর্মফলে হবে ভোগী হয়ে জন্মাবধি ।  
গ্রহণ করিতে নারে সদ্ধর্ম কখন,  
কিৰূপে করিবে ওরে পুণ্য উপার্জন?
৭. পাপ-মিথ্যাদৃষ্টি পথে যখন থাকিবে,  
সংসারে স্থানুতুল্য তখন হইবে ।  
অবিরাম পাপকর্ম করিবে যখন,  
কিৰূপে করিবে ওরে পুণ্য উপার্জন?
৮. বুদ্ধরূপী সূর্য যবে উদিত না হবে,  
ধরাতল মোহান্ধকারে আচ্ছন্ন থাকিবে ।  
মোক্ষমার্গ না পারিবে করিতে দর্শন,  
কিৰূপে করিবে ওরে পুণ্য উপার্জন?  
চারিসত্য চারিমার্গ চারিফল জন,  
ভাবনাদি পুণ্য কর্ম জ্ঞান-বিদর্শন ।  
এ সকল পুণ্য লাভে নাহি অবকাশ,  
এ অষ্ট অক্ষণ বলে হয়েছে প্রকাশ ।  
সুক্ষণ লভিয়া ধীর পুণ্য রাখ মতি,  
ত্রিবিধ\* সম্পত্তি লাভ হইবে সুগতি ।  
পুণ্যকর সাধুজন পুণ্যে রাখ মতি,

\* টীকা : মনুষ্য সম্পত্তি, দেব সম্পত্তি, নির্বাণ সম্পত্তি ।

অন্তিমে পাইবে সুখ না যাবে দুর্গতি ।

সাধু! সাধু!! সাধু!!!

### দুর্লভ মানব জন্ম

দুর্লভ মানব জন্ম অমূল্য রতন,  
মোহজালে মুগ্ধ হয়ে ভুলনা কখন ।  
কোথায় যে কতভাবে জনম নিয়েছ,  
জন্ম-মৃত্যু শোকতাপ কত যে সহেছ ।  
পড়িয়া সংসারচক্রে ঘোর বার বার,  
উপায় না কর কেন পাইতে উদ্ধার ।  
উঠহ আলস্য ছাড়ি হও জাগরণ,  
অপ্রমত্ত হয়ে কর ধর্ম আচরণ ।  
জীবনের সন্ধ্যা যখন ঘনাইয়া আসিবে,  
মোহ অন্ধকারে তখন পথ নাহি পাবে ।  
সময় থাকিতে কর পথের সন্ধান,  
দুঃখরাশি হতে তুমি পাও যে ত্রাণ ।  
অবিদ্যা ও তৃষ্ণা দুই দুঃখের কারণ,  
বিদর্শনে কর তার মূল উৎপাটন ।  
এইদিন হারালে আর অবহেলা করি,  
শোচনা করিবে শেষে জন্ম জন্ম ধরি ।  
পুণ্যকর প্রাণপণে কবে মরে যাবে,  
মরিতে হইবে সবাই ভাব মনে মনে ।  
তৃষ্ণায় বৃদ্ধি করে সদা পুনঃ জনম,

জন্মে জন্মে ভোগিতেছি দুঃখ না যায় গণন ।  
 অজ্ঞান অন্ধ মোরা না দেখি কখন,  
 কত যে অমূল্য ধন মানব জীবন ।  
 মানব জনম নিয়ে এসেছি এই ভবে,  
 সুকর্ম করিলে সদা নিত্য সুখ মিলে ।  
 সুকর্ম আর কুকর্ম আছে দুই ভবে,  
 মরিতে হইবে সবাই জানিবে সবে ।  
 যখন জনম লইব নিশ্চয়তা নাই,  
 কখন যে মরিব আমি জানা কারো নাই ।  
 জ্ঞানচক্ষু দিয়ে সদা কর বিচরণ,  
 নিত্য নাই ভব মাঝে অনিত্য লক্ষণ ।  
 দু'দিনের জন্য আমি এসেছি এই ভবে,  
 আপন বন্ধু পেলে সবে চলে যেতে হবে ।  
 বুদ্ধের শিক্ষা আছে ভবে বিমুক্তির তরে,  
 প্রাণপণে পালধর্ম শান্তি পাবে সবে ।  
 দুর্লভ মানব জনম পেয়েছ এবার,  
 মুক্তির তরে কর চেষ্টা অন্য নাহি আর ।  
 সাধু! সাধু!! সাধু!!!

দুর্লভ মানব জীবনের সার্থকতা  
 মানব জনম যার মহা সে সুযোগ তার  
 ভোগে মোহে ভুলনারে মন ।  
 কর্মের সাধনে জয় যত্ন কভু বৃথা নয়

কর সবে (ভবে) মুক্তির অন্বেষণ ।  
 করোনা সুখের আশ পরোনা দুঃখের ফাঁস,  
 জীবনের উদ্দেশ্য তা নয় ।  
 ভবের অরণ্য মাঝে ভ্রমিওনা বৃথা কাজে  
 যথা মোহ হিংস্র জন্তু ভয় ।  
 ধন-জন সুখ যত কালের করাল গত,  
 সবি দুঃখ অনাত্ম অস্থির ।  
 সকল ফুরায়ে যায় ওহে মানব দেখেন তায়  
 প্রাণ যেন পদ্মপত্র নীর ।  
 নিজকর্মে হও রত সাধিতে আপন ব্রত,  
 কর মন সত্যর সন্ধান ।  
 সার্থক জীবন হবে দুঃখ মুক্তি হবে যবে  
 সাধনার এই কর্মস্থান ।  
 মহাজ্ঞানী আর্যগণ যে পথে করেছে গমন  
 লভিয়াছে সম্যক দর্শন ।  
 সেই পথ লক্ষ্য করে আচরিত ধৈর্য্য ধরে  
 সার্থক করিব এই জীবন ।

সাদু! সাদু!! সাদু!!!

### একাদশ আগুন (অগ্নি)

সমস্তই জ্বলিতেছে ওহে মানবগণ,  
 কি কারণে জ্বলিতেছে শুণ বিবরণ ।  
 কামাগ্নিতে জ্বলিতেছে যত জীবগণ,

দ্বেষাগ্নিতে অহরহ হ'তেছে দাহন ।  
 দ্বেষাগ্নিতে দহে সদা মোহান্ন মানব,  
 জন্ম হেতু জ্বলে জীব মানে পরাভব ।  
 জারতে দহিয়া নিত্য জীর্ণ শীর্ণ হয়,  
 মৃত্যুর আগুণে জীব সদা ধ্বংস হয় ।  
 শোকের আগুনে জ্বলে শোকাক্ত সকল,  
 বিলাপ দহনে সদা প্রমত্ত পাগল ।  
 দুঃখাগ্নিতে দুঃখ পায় যত মূর্থ জন,  
 দৌর্মনস্য অগ্নি দহে যতই দুর্ম্মন ।  
 উপায়াস হতাশনে সদাই হতাশা,  
 একাদশ অগ্নি জান অতি সর্বনাশা ।  
 সাধু! সাধু!! সাধু!!!

### অনিত্য শরীর

অনুক্ষণ আয়ুক্কয় স্থিতিশীল কিছু নয়  
 জরা আসি জীর্ণ করে অনিত্য শরীর ।  
 জন্মিলে মরিতে হবে এ নিয়মে আবদ্ধ সবে  
 ভাবি ইহা ধর্মে তুমি মতি কর স্থির ।  
 সুবিপুল বসুধার একচ্ছত্র অধিকার  
 লাভ যদি করে কেহ শুনলো 'উদয়ে'<sup>১</sup>  
 কিন্তু হইলে তৃষ্ণার দাস তাতেও না মিটে আশ

<sup>১</sup>। অতীতে বোধিসত্ত্ব ছিলেন উদয় ।



ধর্ম পথে চর তাই অপ্রমত্ত হয়ে ।  
 এক ঘরে ক্ষণ তরে কি সুখে বসতি করে  
 মাতা-পিতা, ভ্রাতা, ভাৰ্যা, ক্রীতা যেই ধনে  
 পরস্পর কাছ ছাড়া শেষে কিন্তু হয় তারা  
 ধর্ম পথে হও রত ভাবি ইহা মনে ।  
 রেখ মনে দেহ তব যখন হইবে শব<sup>১</sup>  
 শৃগাল কুকুরে ইহা করিবে ভক্ষণ ।  
 কর্মফলে আসে যায় কেহ বা সুগতি পাই  
 কেহ করিতেছে নিজ যোনিতে ভ্রমণ  
 সুগতের হয় সুখ দুর্গতের ভাগ্যে দুঃখ  
 কিন্তু কিছু চিরস্থায়ী নয় এ জগতে ।  
 এই আছে এই নাই এই নীতি সকল ঠাই<sup>২</sup>  
 বুঝি ইহা সাবধানে চল ধর্ম পথে ।  
 একবার মাত্র যদি সাধু সঙ্গে থাক তুমি  
 তাহাই চরিত্র তব করিবে রক্ষণ  
 অসতের সঙ্গে কিন্তু থাকিলেও বহুবার  
 অপায় হইতে ত্রাণ পাবে না কখন ।  
 থাক বদ্ধ সাধুসহ মৈত্রীপাশে অহরহ  
 সাধুর সংসর্গে সদা থাক সযতনে  
 স্বধর্মে সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে তুমি নিশ্চিত

---

<sup>১</sup>। মৃত ব্যক্তি

<sup>২</sup> জায়গা বা স্থান

প্রবেশিতে না পারিবে পাপ তব মনে ।  
 সুচিত্রিত রাজরথ জীর্ণ হয় কাল বশে  
 জীবনের শরীর জীর্ণ হয় অনুক্ষণ  
 সাধুদের ধর্ম কিন্তু জরার অতীত নিত্য  
 সাধুজনে শিক্ষা তারা দেন সাধুগণ ।  
 সাধু! সাধু!! সাধু!!!

### বন্ধুত্বের পরিচয়

কায়, মনো, বাক্য তব অনিষ্ট কামনা,  
 ভ্রমেও তোমার যেই কখনো করে না ।  
 করিবে নির্ভয়ে তারে হৃদয় অর্পণ,  
 যখন থাকিবে তুমি এ মধ্যে ভুবন ।  
 ধর্ম পথে চলে সদা অথচ যাহার,  
 ধার্মিক বলিয়া মনে নাহি অহংকার;  
 হেন শুদ্ধাচারী প্রাজ্ঞে সেবিবে যতনে,  
 যখন থাকিবে তুমি এ মধ্যে ভুবনে ।  
 হরিদ্রা বর্ণের মত অনুরাগ যার,  
 এ আছে এ নাই সে নয় তোমার ।  
 মিত্রতার উপযুক্ত মর্কটের প্রায়,  
 তাহার চঞ্চল চিত্ত নানাদিকে ধায় ।  
 ক্ষণে তুষ্ট ক্ষণে রুষ্ট এমন লোকের,  
 সংসর্গে বিপদ বৎস ঘটে মানবের ।  
 ত্যজিবে এমন বন্ধু অতি সাবধানে,

যদিও থাকিতে হয় জনহীন বনে ।  
 ত্রুন্ধ সর্পে মললিগু কিংবা মহাপথে,  
 বর্জন করিয়া যায় লোকে দূর হতে ।  
 হয় যদি রাজপথ বড় অসমান,  
 অন্যপথে যায় রথি ফিরাইয়া যান ।  
 দূর সেই মত করে তুমি অনুক্ষণ,  
 দুর্জন সংসর্গ সদা করিবে বর্জন ।  
 বেশি মিশামিশি বৎস মূর্খের সহিত,  
 করিলে ঘটিবে তব অশেষ অহিত ।

সাধু! সাধু!! সাধু!!!

অষ্টজনে বুদ্ধকে প্রণাম

সাতগিরি যক্ষ নামে ‘নমো’ নাম ধরে,  
 অসুরেন্দ্র ‘তস্‌স’ বলি নমস্কার করে ।  
 চারিলোকপাল দেব ‘ভগবতো’ আর,  
 নমিল ‘অরহতো’ বলি ইন্দ্রগুণধার ।  
 ‘সম্মাসম্বুদ্ধস্‌স’ নামে মহাব্রহ্মা আর  
 অষ্টজনে পঞ্চভাবে করে নমস্কার ।  
 দেব হইতে নমস্কার হইল প্রচার,  
 আমিও শ্রীবুদ্ধ পদে করি নমস্কার ।

সাধু! সাধু!! সাধু!!!

\*\* বন্দনা ও গাথা সমাপ্ত \*\*

## দ্বিতীয় অধ্যায়

### পূজা ও দান পর্ব

#### বুদ্ধপূজা

বুদ্ধপূজা কি আনন্দ ওহে ভক্তগণ,  
ইহা বড় মহাপুণ্য লাভের কারণ ।  
মিলি মোরা একসঙ্গে আনন্দিত মনে,  
নানা দ্রব্য সাজাইয়া পরম যতনে ।  
ফলে পুষ্প সুভাষিত আমোদিত মন,  
বুদ্ধপদে দিব পূজা হয়ে এক মন ।  
খাদ্য-ভোজ্য প্রদীপ পূজা পুষ্প সুভাষিতময়,  
মহানন্দে বুদ্ধপদে পূজা দিতে হয় ।  
অসার মানব জীবন বিনা পুণ্য ধন,  
নাহি হবে এই ভবে সুখের কারণ ।  
তাই এই পুণ্য দিনে মিলি সর্বজন,  
প্রভু বুদ্ধ দিব পূজা হয়ে এক মন ।  
দয়ার সাগর বুদ্ধ মুক্তির আকর,  
অনাত্মা পুণ্যের জ্যোতি এই সরাসর ।  
এমন পূর্ণিমা দিনে মিলি সর্বজন,  
এসো পূজি মহানন্দে বুদ্ধের চরণ ।  
করুণা সাগর বুদ্ধ অগতির গতি,

বুদ্ধপূজায় পাবো মোরা পরম সুগতি ।  
এই বন্দনা এই পূজা এই পুণ্য প্রভায়,  
সর্ব তৃষ্ণা সর্ব দুঃখ ক্ষয় যেন পায় ।

সাধু! সাধু!! সাধু!!!

### বুদ্ধের সপ্ত ঘটনাবলী

গুরুবারে বুদ্ধাংকুর মাতৃগর্ভে এল,  
শুক্রবারে শুভলগ্নে ভূমিষ্ট হইল ।  
সোমবারে গৃহত্যাগ করেন সিদ্ধার্থ,  
বুধবারে লভেন তিনি পরম বুদ্ধত্ব ।  
শনিবারে ধর্মচক্র করেন দেশন,  
মঙ্গলবারে পরিনির্বাণ লভে বুদ্ধধন ।  
রবিবারে দাহকার্য হইল সম্পাদন,  
মঙ্গলবারে বড় শোকের দিন করে যাপন ।

সাধু! সাধু!! সাধু!!!

### প্রদীপ পূজা (বাতি)

অন্ধকার ধ্বংসকারী এই দীপ দানে,  
পূজিতেছি পূজিতেছি বুদ্ধ ভগবানে ।  
দীপের আলোক যথা অন্ধকার হরে,  
জ্ঞানের আলোক তথা মোহ দূর করে ।  
কেমন সুন্দর দীপ নয়ন রঞ্জন,  
কিন্তু ইহা হইতেছে ক্ষয় অনুক্ষণ ।

এই সলিতা এই তৈল যবে ফুরাইবে;  
তখনি এই যোগজাত দীপ নিভে যাবে ।  
সেই তৃষ্ণা তৈল গেলে শুকাইয়া,  
জীবনের দুঃখ শিখা যাবে নির্বাপিয়া ।  
সাধু! সাধু!! সাধু!!!

### ফুলপূজা

বর্ণ-গন্ধ গুণযুক্ত কুসুম প্রদানে,  
পূজিতেছি পূজিতেছি বুদ্ধ ভগবানে ।  
এই পুষ্প এই ক্ষণ সুন্দর বরণ,  
মনোরম গন্ধ তার সুন্দর গঠন ।  
কিঞ্চ শীঘ্র বর্ণ তার হইবে মলিন,  
দুর্গন্ধ ও দুর্গঠন অনিত্য বিলীন ।  
এইরূপ জড়া-জড় সকলি অনিত্য,  
সকলি দুঃখের হেতু সকলি অনাত্ম ।  
সাধু! সাধু!! সাধু!!!

### আহার পূজা

সুসজ্জিত করিয়া আমি ওহে ভগবান,  
পূজিতেছি ভক্তি চিত্তে করি আহার দান ।  
এই দানেতে ক্ষুধা তৃষ্ণা হউক নিবারণ,  
পূজা করি তোমায় প্রভু করিয়া স্মরণ ।  
জন্মে জন্মে হীনকূলে যেতে নাহি হয়,

মহাজ্ঞানী উচ্চ বংশে লভি ধর্মময় ।  
 এই বন্দনা এই পূজা এই জ্ঞান প্রভায়,  
 সর্ব তৃষ্ণা সর্ব দুঃখ ক্ষয় যেন পায় ।  
 সাধু! সাধু!! সাধু!!!

### পানীয় পূজা

আমাদের আহরিত এই পানি দানে,  
 পূজিতেছি পূজিতেছি বুদ্ধ ভগবানে ।  
 তৃষ্ণা নিবারণকারী পানিও নির্মল,  
 বিশুদ্ধ পবিত্র তাহা অতি সুশীতল ।  
 সুশীতল পানি দানে তোমায় মোরা স্মরি,  
 জন্ম-জন্মান্তরে যেন সুখ লাভ করি ।  
 এ বন্দনা এই পূজা এই পুণ্য প্রভয়া,  
 সর্ব দুঃখ সর্ব তৃষ্ণা ক্ষয় যেন পায় ।  
 সাধু! সাধু!! সাধু!!!

### অষ্টপরিষ্কার দান

মযং ভন্তে, ইদম্মে অট্টপরিষ্কার দানেন অনাগতে এহি  
 ভিক্ষু ভাবায় পচ্চযো হোতু । (তিনবার)

বাংলা : ও ভান্তে, আমার এই অষ্টপরিষ্কার দানের প্রভাবে  
 ভবিষ্যতে ঋদ্ধিময় চীবর লাভ করে বুদ্ধশাসনে প্রব্রজিত  
 হতে পারি ।

### বিহার দান

মযং ভন্তে, ইমং বিহারং চতুদ্দিসা আগতানাগত অনুত্তরং  
ভিক্ষুসঙ্ঘাস্স উদ্দিস্সে দানং দেমা; সঙ্ঘো যথাসুখং  
পরিভুঞ্জন্তো। (দুতিয়ম্পি.....ততিয়ম্পি।)

বাংলা : ও ভান্তে এই বিহার চতুর্দিক হতে আগত-অনাগত  
ভিক্ষুসংঘের উদ্দেশ্যে দান করিতেছি, সংঘো যথাসুখে বাস  
করুন এই দানের প্রভাবে আমাদের নির্বাণ লাভের হেতু  
হোক।

### কঠিন চীবর দান

মযং ভন্তে সঙ্ঘো, ইমং কঠিন চীবরং অনুত্তরং ভিক্ষু  
সঙ্ঘাস্স দানং দেমা; কঠিনং অথরিতুং।  
(দুতিয়ম্পি.....ততিয়ম্পি।)

### কল্পতরু দান

মযং ভন্তে সঙ্ঘো, ইমং কল্পরুক্কং আযম্মন্তং ভিক্ষুসঙ্ঘাস্স  
দানং দেমা, পূজেমা। ইদং মে পুএঃএঃ সব্ব লাভং  
পট্টিলাভায সংবত্তু, নিব্বানস্স পচ্চযো হোতু।  
(দুতিয়ম্পি.....ততিয়ম্পি।)

### আকাশ প্রদীপ দান

মযং ভন্তে সঙ্ঘো, ইতিপি নিরোধা সমাপত্তিতো উট্টহিত্বা  
নিসিন্ধস্স বিয ভগবতো অরহতো সম্মাসম্বুদ্ধস্স ইমিমা  
আকাশ পদীপেন চূলামণি চেতিয়ং উদ্দিসে বুদ্ধং পূজেমি।  
(দুতিয়ম্পি.....ততিয়ম্পি।)



### হাজার বাতি উৎসর্গ

ইতি'পি নিরোধ সমাপত্তিতো উট্ঠহিত্বা নিসিন্ধস্ বিয  
ভগবতো অরহতো সম্মাসম্বুদ্ধস্ । ইমিনা সহস্ পদীপেন  
বুদ্ধং পূজেমি । (দুতিয়ম্পি.....ততিয়ম্পি)

### বোধিবৃক্ষ উৎসর্গ

ইমং বোধিবৃক্ষং সকেহি দেবমনুস্সেহি পূজানথায় বুদ্ধ  
পূজেমি । ইদং মে পুএংএগং অনাগতে বোধিএংএগং  
পটিলাভায় সংবত্তু নিব্বানস্ পচ্চযো হোতু ।  
(দুতিয়ম্পি.....ততিয়ম্পি)

### ধ্বজা (পতাকা) উৎসর্গ

ইতি'পি নিরোধ সমাপত্তিতো উট্ঠহিত্বা নিসিন্ধস্ বিয  
ভগবতো অরহতো সম্মাসম্বুদ্ধস্ । ইমেহি ধ্বজং তথাগতস্  
উদ্দিসিত্বা পূজেমি । (দুতিয়ম্পি.....ততিয়ম্পি)

### স্মৃতিমন্দির উৎসর্গ

ইতি'পি সো ভগবা অরহং, সম্মাসম্বুদ্ধো, বিজ্জাচরণ সম্পন্নো,  
সুগতো, লোকবিদু, অনুত্তরো, পুরিসদম্ম সারথি, সত্থা দেব-  
মনুস্সানং, বুদ্ধো ভগবা । ইমেহি গুণ গুণেহি সমুপেতং তং  
ভগবন্তং ইমিনা চেতিয়মেহন পূজেমি, পূজেমি, পূজেমি ।  
ইদং পুএংএগনিসংসং মম পরলোকগত এগতিস্ (পিতুস্-  
মাতুস্) উদ্দিসেং নিয়্যাদেমি । সো ইমং পুএংএগনিসংসং  
অনুমোদিত্বা ভবাভবে সৰ্ব সুখসম্পত্তি অনুভাবিত্বা পচ্ছা  
নিব্বানসম্পত্তি পাপুণতি ।

### বুদ্ধপূজা উৎসর্গ

নমো তস্‌ ভগবতো অরহতো সম্মাসম্বুদ্ধস্‌ (তিনবার)

ইতিপি সো ভগবা অরহং, সম্মাসম্বুদ্ধস্‌, বিজ্জাচরণ  
সম্পন্নো, সুগতো, লোকবিদু, অনুত্তরো, পুরিসদম্ম সারথি,  
সত্থাদেব মনুস্‌সানং, বুদ্ধো ভগবা। ইতিপি নিরোধ  
সমাপত্তিতো উট্ঠহিত্তা নিসিন্‌স্‌ বিয ভগবতো অরহতো  
সম্মাসম্বুদ্ধস্‌, স্বাক্‌খাতো ভগবতো ধম্মো, সুপটিপন্নো যস্‌  
ভগবতো সাবকসঙ্ঘো, তম্‌হং ভগবন্তনং সধম্ম সসঙ্ঘং।

ইমেগি পুপ্‌ফেহি, ইমেহি উদকেহি, ইমেহি সুগন্ধেহি, ইমেহি  
আহারেহি, ইমেহি নানা বিধেহি, ফল-মূলেহি, ইমেহি মাধুহি,  
ইমেহি পূবেহি, ইমেহি লাজেহি, ইমেহি পদীপেহি, ইমেহি  
অগ্‌গীহি, ইমেহি তাম্বুলেহি, ইমেহি নানা বিধেহি,  
অগ্‌গরসেহি, পূজোপচারেহি বুদ্ধং পূজেমি, পূজেমি,  
পূজেমি। ইদং নানাবিধেহি পূজোপচারেহি পূজানুভাবেনা  
বুদ্ধ, পচ্ছেক বুদ্ধ, অগ্‌গসাবক, মহাসাবক, অরহন্তানং  
স্বভাবসীলং অহম্পি তেসং অনুবত্তকো হোমি। ইদং  
পূজোপচারং ইদানি বপ্পেনপি সুবগ্‌গং, গন্ধেননপি সুগন্ধং,  
সত্তীনেনপি সুসপ্পানং, থিপ্পমেব দুব্বগ্‌গং দুগ্‌গন্ধং দুস্‌সপ্পানং  
অনিচ্চতং পাপুনিস্‌সতি।

এবমেব সৰ্বে সংখারা অনিচ্চা, সৰ্বে সংখারা দুক্‌খা, সৰ্বে  
সংখারা অনত্তা'তি। ইমিনা বন্দনা মানন পূজাপটিপত্তি  
অনুভাবেন আসবক্‌খায় বহং হোতু, সৰ্বদুক্‌খা, সৰ্বভয়,

ସବରୋଗା, ସବରାନ୍ତାରାୟ, ସବରୂପଦବ, ସବରଦଳିଦ୍ଦ ପମୁଦ୍ଧଞ୍ଜ, ନିବ୍ବାଣସ୍ଥ ପଚ୍ଚୟୋ ହୋତୁ ।

### ସୀବଳୀ ପୂଜା ଉତ୍ସର୍ଗ

ନମୋ ତସ୍ଥ ଭଗବତୋ ଅରହତୋ ସମ୍ମାସମୁଦ୍ଧସ୍ଥ (ତିନବାର)

ସୀବଳୀୟଂ ମହାଥେର ଲାଭୀନଂ ସେଟ୍ଟିତଂ ଗତୋ ମହନ୍ତଂ  
ପୁଞ୍ଜଞ୍ଜବନ୍ତଂ ତଂ ଅଭିବନ୍ଦାମି ସବଦା । (ତିନବାର)

ଇତିପି ସୋ ସବ୍ବ ଲାଭୀନଂ ସୀବଳୀ ଅରହଂ ତମ୍ହଂ ଭଗବନ୍ତଂ  
ସଧମ୍ମଂ ସସଞ୍ଜଂ ଇମେହି ଆହାରେହି, ଇମେହି ନାନା ବିଧେହି,  
ଫଳମୂଲେହି, ଇମେହି ପୂର୍ବଫେହି, ଇମେହି ପଦୀପେହି, ଅଗ୍ଗୀହି,  
ଉଦକେହି, ସୁଗନ୍ଧେହି, ମଧୁହି, ପୂର୍ବେହି, ଲାଜେହି, କୁସ୍ମୟୋହି,  
ତାମୁଲେହି, ନାନାବିଧେହି, ଅଗ୍ଗରସେହି ପୂଜୋପଚାରେହି । ତମ୍ହଂ  
ଭଗବନ୍ତଂ ସଧମ୍ମଂ ସସଞ୍ଜଂ ସୀବଳୀ ନାମ ଅରହଂ ମହାଥେରସ୍ଥ  
ପୂଜେମି, ପୂଜେମି, ପୂଜେମି ।

ଇମିନା ପୂଜା ସାକ୍ଷାର ଅନୁଭାବେନ ଯାବ ନିବ୍ବାଣସ୍ଥ ପତ୍ତିତାବ  
ଜାତି ଜାତିୟଂ ସୁଖ-ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପଦ୍ଧିଭୁତେନ ସଂସରିତ୍ତା ନିବ୍ବାଣଂ  
ପାପୁନିତୁଂ ପଥନଂ କରୋମି । ତେଜାନୁଭାବେନ ସବ୍ବ ଲାଭଂ ଭନନ୍ତ  
ମେ ।

ଇଦଂ ନାନା ବିଧେହି ପୂଜାପଚାରେହି ପୂଜାନୁଭାବେନ ବୁଦ୍ଧ, ପଚ୍ଚେକ  
ବୁଦ୍ଧ, ଅଗ୍ଗସାବକ, ମହାସାବକ, ଅରହନ୍ତାନଂ ସଦ୍ଧିଂ ସୀବଳୀ  
ମହାଲାଭୀ ସ୍ବଭାବସୀଲଂ ।

অহম্পি তেসং অনুবত্তকো হোমি, ইদং পূজোপচারং দানি  
বগ্নেনপি সুবগ্নং, গন্ধেননপি সুগন্ধং, সঠানেনপি সুসঠানং,  
খিগ্নমেব দুব্বনং, দুগ্গন্ধং, দুস্ঠানং, অনিচ্ছতং  
পাপুনিহসতি ।

এবমেব সৰ্বে সংখার অনিচ্ছা, সৰ্বে সংখার দুঃখা, সৰ্বে  
ধম্মা অনন্তাতি । ইমিমা বন্দনা মানন পূজাপটিপত্তি  
অনুভাবেন আসবকখায় বহং হোতু সৰ্বদুঃখা পমুঞ্চন্ত ।

ইমায ধম্মানুধম্ম পটিপত্তিয়া বুত্তো ধম্ম সজ্জস্স সদ্ধিং  
সীবলীযং পূজেমি ।

অদ্ধা ইমায ধম্মানুধম্ম পটিপত্তিয়া জাতি, জরা, বাধি,  
মরণম্হা, দলিদ্দতো পরিমুচ্চিস্সামি ।

### সর্বসাধারণের দানানুমোদন উৎসর্গ

মযং ভন্তে (সজ্জো) সংসার-কান্তারো সৰ্বদুঃখতো  
মোচনথায় নিব্বানং সচ্চি করণথায় কম্মঞ্চ কম্মবিপাকঞ্চ  
সদ্ধাহিত্বা তিসরণেন সদ্ধিং পঞ্চগঙ্গসীলানি সমাদযিত্বা মম  
পরলোকগত এগতি সমূহস্স চ মম কল্যাণমিত্তঞ্চ; ইমানি  
অট্টপরিচ্ছার দানানি, ইমানি নানাবিধ দানবত্থুনি  
আযস্মন্তো দক্কিখণোদকং সিঞ্চন্তা দানং দিন্নং; তং যথাসুখং  
পরিভুঞ্জন্ত ।

১. ইদং নো এগতীনং হোতু সুখীতা হোন্ত এগতায়ো । (তিনবার)

২. উন্নমে উদকং বট্টং যথানিন্নং পবত্ততি,

- এবমেব ইতোদিন্ন পেতানং উপকল্পতু ।
৩. যথা বারি বহা পূরা পরিপূরেত্তি সাগরং,  
এবমেব ইতোদিন্নং পেতানং উপকল্পতু ।
৪. এত্তাবতা চ অম্বেহি সম্বুতং পুঞ্ঞাঃসম্পদং, সৰেব সত্তা,  
সৰেব ভূতা, সৰেব দেবা, সৰেব পেতা অনুমোদন্ত  
সব্বসম্পত্তি সিদ্ধিয়া ।
৫. আকাসট্ঠা চ ভূম্মট্ঠা দেবনাগা মহিদ্ধিকা,  
পুঞ্ঞাঃ তং অনুমোদিত্তা চিরং রক্কন্ত বুদ্ধ সাসনং,  
চিরং রক্কন্ত ধম্মদেসনং, চিরং রক্কন্ত অম্হাকঞ্চ পরঞ্চতি ।
৬. ইমিনা পুঞ্ঞাঃকম্মেন মমে বালা সমাগমো;  
সতং সমাগমো হোতু যাব নিব্বান পত্তিয়া । (তিনবার)
৭. কুটিট্ঠিয়া ন সংযুজে, সংযুজেহং সুদিট্ঠিয়া,  
দানাди সংযুক্ত হোমি পসন্ন লোকসম্মত ।
৮. সুবল্লতা, সুস্সরতা, সুসষ্ঠানং, সুরূপতা,  
অধিপচ্চ পরিবার লাভেয়ুং জাতি জাতিয়ং ।
৯. ছল্লভিঞাঃ মহাতেজ, গম্ভীর সাগরোপম,  
সব্ব ধম্মেন সেখোহং ভবেয়ুং জাতি জাতিয়ং ।
১০. দেবা বস্সন্ত কালেন সস্স সম্পত্তি হেতু চ,  
ফীতো ভবতু রাজা চ লোক চ ভবতু ধম্মিকো ।
১১. ইদং মে দানং, ইদং মে সীলং, ইদং মে পুঞ্ঞাঃ,  
আসবক্খায় বাহং হোতু নিব্বানস্স পাচ্চযো হোতু । (তিনবার)
১২. পেতলোকে, তিরচ্ছান, নিরযো চ অবীচিতো,  
হীনকূলে ন জায়মি জাতি জাতি ভবাভবে ।

১৩. বসুন্ধরা দেবভূমি সন্ধিৎকতা সমাগতা,  
ইদানি কুসল কন্মানি তুম্হে জানথা,  
বসুন্ধরী সাক্খী হোতু ভবতু তিট্ঠতু ।
১৪. ইমিনা পুএঃএঃ কন্মেন সবেষ সত্তা সুখীতা হোন্তু,  
সব্বদুক্খতো পমুঞ্চন্তু, নিব্বানস্স পচ্চযো হোতু' মে ।

### ১৪ প্রকার পুদ্গলিক দান

১. তথাগত অরহত সম্যক সম্বুদ্ধকে দান দেওয়া ।
২. পচ্চেক বুদ্ধকে বা প্রত্যেক বুদ্ধকে দান দেওয়া ।
৩. তথাগত শ্রাবক বুদ্ধকে দান দেওয়া ।
৪. অরহত মার্গফল প্রত্যক্ষ করিবার প্রচেষ্টাকারীকে ।
৫. অনাগামীমার্গফল প্রত্যক্ষ করিবার প্রচেষ্টাকারীকে ।
৬. অনাগামী ফল লাভীকে দান দেওয়া, তাহা পঞ্চম দান ।
৭. স্কৃদাগামী ফল লাভীকে দান দেওয়া, তাহা সপ্তম দান ।
৮. স্কৃদাগামী ফল লাভের জন্য প্রচেষ্টা, তাহা অষ্টম দান ।
৯. শ্রোতাপন্নকে দান দেওয়া, তাহা নবম দান ।
১০. শ্রোতাপত্তি ফল প্রত্যক্ষ করার জন্য চেষ্টাকারীকে ।
১১. কর্মবাদী, কামে বিরাগী পঞ্চাভিজ্জা লাভী দান দেওয়া ।
১২. শীলবান, শ্রদ্ধাবান, প্রজ্ঞাবান ও বিনয়ীজনকে দান ।
১৩. দুঃশীল প্রাকৃতজনকে যেই দান দেওয়া হয় ।
১৪. তির্যক প্রাণীকে যাহা দান দেওয়া হয়, তাহাই চতুর্দশ পুদ্গলিক দান নামে অভিহিত হয় । ভগবান বুদ্ধ আবার

বলিলেন : হে ভিক্ষুগণ! এখানে তির্যক জাতিকে দান দিয়া যে ফল হয় তাহা শতগুণ আশা করা যায়। সেইরূপ দুঃশীল প্রাকৃতজনকে দান করিয়া সহস্র গুণ, শীলবান প্রাকৃতজনকে দান দিয়া লক্ষগুণ, কর্মবাদী ও কামে বীতরাগী পঞ্চগভিজ্জা লাভীকে দান করিয়া কোটিশত সহস্রগুণ, শ্রোতাপত্তিফল প্রত্যক্ষ করিবার উদ্যোগীকে দান দিয়া অসংখ্য অপ্রমেয় গুণফল আকাজ্জা করা যায়। আর শ্রোতাপন্ন, সকৃদাগামী প্রত্যক্ষ করিবার প্রচেষ্টাকারী, সকৃদাগামী ফল লাভী, অনাগামী সাক্ষাৎ করিবার উদ্যোগী, অনাগামী ফল লাভী, অরহত্ব ফল সাক্ষাৎ করিবার যত্নবান ব্যক্তি, অরহত্ব ফল লাভী, পচেক বুদ্ধ ও তথাগত অরহত সম্যকসম্মুদ্রকে যদি ভক্তি ও শ্রদ্ধাসহকারে দান করে তাদের ফল কথাই বা কি!

### সাত প্রকার সংঘদান

১. বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষু-ভিক্ষুণী সংঘকে দান দেওয়া।
২. বুদ্ধের পরিনির্বাণের পর ভিক্ষু-ভিক্ষুণী সংঘকে দান।
৩. অনুত্তর পুণ্যময় ভিক্ষুসংঘকে দান দেওয়া।
৪. পুণ্যবতী ভিক্ষুণীসংঘকে দান দেওয়া।
৫. ‘আমাকে সংঘ হইতে ভিক্ষু নির্দেশ দিন’ এই বলিয়া প্রার্থনালব্ধ ভিক্ষু-ভিক্ষুণীসংঘকে দান।
৬. ‘আমাকে এতজন ভিক্ষুসংঘ নির্দেশ করিয়া দিন’ এই বলিয়া সংঘ হইতে প্রার্থনালব্ধ ভিক্ষুসংঘকে দান।

৭. ‘আমাকে এতজন ভিক্ষুগীসংঘ হইতে নির্দেশ করিয়া দিন’ এই বলিয়া সংঘ হইতে প্রার্থনালব্ধ ভিক্ষুগীসংঘকে দান দেওয়া।

### চারি প্রকার শ্রদ্ধা

১. আগম শ্রদ্ধা : বোধিসত্ত্বগণ (ভাবিবুদ্ধ) বুদ্ধত্ব প্রার্থনার সময় হইতে শ্রদ্ধা অবিচলিত থাকার নাম আগম শ্রদ্ধা।
২. অধিগম শ্রদ্ধা : লোকুত্তর ধর্ম বোধগম্যের কারণে আর্যশ্রাবকদের শ্রদ্ধাকেই অধিগম শ্রদ্ধা বলে।
৩. ওকপ্পন শ্রদ্ধা : বুদ্ধ-ধর্ম-সংঘ বলা ও শুনা মাত্রেই যেই অচলা শ্রদ্ধারভাব উৎপন্ন হয় তাহাই ওকপ্পন শ্রদ্ধা।
৪. প্রসাদ শ্রদ্ধা : মন ও চিত্তের প্রসন্নতা উৎপাদন করাই প্রসাদ শ্রদ্ধা নামে অভিহিত হয়।

### শ্রদ্ধা

চিত্তের নির্মাল্য আর উচ্ছ্রাকাজ্জা, যাহা,  
সঙ্গত বিশ্বাস হলে, শ্রদ্ধা নাম তাহা।  
স্বচ্ছ জলে চন্দ্রালোক যথা প্রতিফলে,  
শ্রদ্ধাপূত চিত্তে যথা সজ্জল উজলে।  
হস্তহীন রত্ন দেখি ধরিতে না পারে,  
বিত্তহীন ভোগ-সুখ নাহি করে।  
বীজহীন ফল লাভে যেমন বঞ্চিত,  
শ্রদ্ধাহীন ব্যক্তি তথা পুণ্যে পরাজিত।



ভব নদী উত্তরিতে চাও যদি সবে,  
শ্রদ্ধা রত্ন লয়ে করে পার হও তবে।

### দাতার ত্রিবিধ চেতনা

১. পূর্ব চেতনা : দানীয় বস্তু ক্রয়-বিক্রয় বা সংগ্রহের সময় যে চেতনা উৎপন্ন হয় তাকে পূর্ব চেতনা বলে।
২. মুখ্য চেতনা : দান দেওয়ার সময় যে চেতনা উৎপন্ন হয় তাহাই মুখ্য চেতনা বলা হয়।
৩. অপর চেতনা : দান দেওয়ার পর যে প্রীতি ও আনন্দ চেতনা উৎপন্ন হয় তাহাই অপর চেতনা।

### পাঁচটি জিনিস দান করা নিষিদ্ধ

১. মদ্যদান (যে জিনিস পান করলে নেশা হয়)।
২. নৃত্য-গীতদান (যে নৃত্য-গীত অশ্লীল ও নির্লজ্জতার কথা বা চিত্র প্রতিফলিত (নিহিত) আছে)।
৩. স্ত্রীদান (যে কোন স্ত্রীজাতীয় হতে পারে মনুষ্য স্ত্রী, হতে পারে তির্যক স্ত্রী বা অমনুষ্য স্ত্রী)।
৪. তির্যক প্রাণী দান (গাভীদের গর্ভধারণের জন্য বৃষভদান)।
৫. কামোদ্দীপক চিত্র দান যে চিত্রগুলো দেখে কামভাব ও কাম সঙ্কোচের ইচ্ছা উৎপন্ন হয়, তাহাই দান করা নিষেধ।

### দান

দান আর যুদ্ধ হয় একই মতন  
 অল্পমাত্র হয় বহু জয়ের সাধন ।  
 অল্পও করিলে দান শ্রদ্ধার সহিত  
 দাতা পরকালে সুখ পাইবে নিশ্চিত ।  
 পাত্রাপাত্র বিচারে করে যে লোকে দান  
 বুদ্ধেরা করেন সেই দানের বাখান ।  
 সুক্ষেত্রে দেখিয়া বীজ করিলে বপন  
 কৃষকের শস্য প্রাপ্তি নিশ্চয় যেমন  
 সেইরূপ পাত্র উপযুক্ত দেখি দান  
 করেন যে দাতা, তিনি মহাফল পান ।

সাধু! সাধু!! সাধু!!!

\*\* পূজা ও দান পর্ব সমাপ্ত \*\*

## তৃতীয় অধ্যায়

### শীল বর্ণনা

#### ১. শীল অর্থ কি?

উত্তর : শীল অর্থ সংযম, শীতলতা, উচ্চতর সদৃশ্য, কর্ম, স্বভাব এবং দুঃখ ও প্রীতি প্রকৃতির স্বাভাবিক অবস্থা।

#### ২. কিরূপে শীল উৎপন্ন হয়?

উত্তর : ভাল অন্তরে শীল উৎপন্ন হইলে তাহা কুশল শীল। মন্দ অন্তরে উৎপন্ন শীল তাহা অকুশল শীল। এবং যাহা কুশলাকুশলাকারে অনির্দিষ্ট উৎপন্ন তাহা অব্যাকৃত শীল নামে অভিহিত হয়।

### ক্ষমা প্রার্থনা (পালি)

১. তিরতনেসু কায়েন, বাচায় মনসাপি চ,  
পমাদেন কতং ভন্তে, সৰ্বং দোসং খমন্ত মে।
২. তেসু কত'ঞ্জলি কম্মস্সানুভাবেন সৰ্বদা,  
অজ্জাভিকা চ বহিদ্ধা রোগা ছন্নবুতি বিধা।
৩. বত্তিৎস কম্মকরণা পঞ্চবীসতি ভেরবা,  
সোলসুপদ্দবা চাপি দন্ডং দোসা দসট্ঠ চ।
৪. পঞ্চ বেরানি চত্তারো অপায়া চ তযোপি চ,  
কপ্পা চ ইতি সৰ্ব্বেষু বিনস্সান্ত্ব অসেসতো।
৫. ইচ্ছিতং পথিতং চাপি থিঙ্গমেব সমিজ্জাতু,  
দীঘঞ্চ হোতু মে আয়ু সংসারে সৰ্ব্বজাতিসু।

৬. অনাগতে হি মেত্তেয্য সথুনো দস্সনং বরং,  
সবেয্যাকরণং লদ্ধো নিব্বানং পাপুনিহসাহং ।

### ক্ষমা প্রার্থনা (বাংলা)

১. তিরতন কাছে কায়-বাক্য-মনো যাহা,  
ভ্রমে করিয়াছি পাপ ক্ষম প্রভু তাহা ।
২. নিত্য তিনে কৃতাঞ্জলি কর্মের প্রভাবে,  
অন্তরে বাহিরে রোগ ছিয়ানব্বই ভবে ।
৩. বত্রিশ কায়িক শাস্তি, ভয় পঞ্চবিংশ,  
উপদ্রব ষোল, দশদণ্ড, অষ্ট দোষ ।
৪. পঞ্চ বৈরী, চতুর অপায় আর কল্পত্রয়,  
এসব নিঃশেষরূপে যেন নষ্ট হয় ।
৫. মানসের আশা মোর পূর্ণ সত্ত্বরে,  
দীর্ঘ আয়ু হই যেন জন্ম-জন্মান্তরে ।
৬. অনাগতে মৈত্রীবুদ্ধ<sup>১</sup> করি দর্শন,  
ধর্ম শুনি মোক্ষ<sup>২</sup> লাভ করিব তখন ।

### পঞ্চসীল প্রার্থনা

ওকাস অহং (মযং) ভন্তে তিসরণেনসহ পঞ্চসীলং ধম্মং  
যাচামি, অনুগ্গহং কত্তা সীলং দেথ মে ভন্তে ।  
দুতিয়ম্পি.....ততিয়ম্পি ওকাস অহং (মযং) ভন্তে

<sup>১</sup>। আর্ঘমিত্ত বুদ্ধ ।

<sup>২</sup>। মুক্তি লাভ ।

তিসরণেনসহ পঞ্চসীলং ধম্মং যাচামি, অনুগ্গহং কত্ত্বা সীলং দেথ মে ভন্তে ।

বঙ্গানুবাদ : ও ভন্তে, আমাকে অনুমতি করুন, আমি ত্রিশরণসহ পঞ্চশীল ধর্ম প্রার্থনা করিতেছি; ভাণ্ডে, অনুগ্রহ করিয়া আমাকে পঞ্চশীল প্রদান করুন ।  
(দ্বিতীয়.....তৃতীয়বার ।)

ভিক্ষু : আমি যাহা বলিতেছি, তুমি তাহা বল ।

আমি বুদ্ধের শরণ লইতেছি ।

আমি ধর্মের শরণ লইতেছি ।

আমি সংঘের শরণ লইতেছি ।

দ্বিতীয়বার.....তৃতীয়বার

আমি বুদ্ধের, ধর্মের শরণ লইতেছি ।

আমি সংঘের শরণ লইতেছি ।

আমি প্রাণীহত্যা বিরতি শিক্ষাপদ গ্রহণ করিতেছি ।

অদত্তবস্তু গ্রহণ বিরতি শিক্ষাপদ গ্রহণ করিতেছি ।

ব্যভিচার বিরতি শিক্ষাপদ গ্রহণ করিতেছি ।

মিথ্যাবাক্য বিরতি শিক্ষাপদ গ্রহণ করিতেছি ।

সুরা, মৈরেয়, মাদকদ্রব্য সেবন বিরতি শিক্ষাপদ গ্রহণ করিতেছি ।

ভিক্ষু : ত্রিশরণসহ পঞ্চশীল ধর্ম উত্তমরূপে রক্ষা করিয়া অপ্রমত্তভাবে সম্পাদন কর ।

## পঞ্চনীতি

### (প্রাণী হত্যা)

প্রাণীহত্যা করিবে না হবে না কারণ,  
তাহাতে সম্মতি পরে দিবে না কখন ।  
প্রাণী হননের কভু হবে না সহায়,  
অপরে আদেশ আর নাই দিবে তায় ।  
আত্মবৎ সর্বজীবে হৃদয়ে ভাবিবে,  
প্রথম শীলের শিক্ষা ইহাই জানিবে ।  
সেই হেতু নিজ আর অপর সকলে,  
মৈত্রীভাবে করিবে লেপন ।  
প্রচারিবে মৈত্রীচিহ্ন অসীম জগতে,  
বুদ্ধধর্মের ইহা জানিবে শাসন ।

### (চুরি বিরত)

পরদ্রব্য হরিবে না হবে না কারণ,  
তাহাতে সম্মতি পরে দিবে না কখন ।  
হেন আচরণে কভু না হবে সহায়,  
অপরে আদেশ আর নাই দিবে তায় ।  
পরদ্রব্য লোষ্ট্রসম হৃদয়ে ভাবিবে,  
দ্বিতীয় শীলের শিক্ষা ইহাই জানিবে ।

### (ব্যভিচার বিরত)

নিজ স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সম্মতি গ্রহণে,  
যথোচিত সময়েতে সহবাস বিনে ।

করিবে না মিথ্যা কামাচর্য্যা কদাচন,  
 দিবে না সম্মতি পরে, হবে না কারণ ।  
 হেন কুকর্মের কভু হবে না সহায়,  
 অপরে আদেশ আর নাহি দিবে তায় ।  
 পরস্ত্রীকে মাতৃসম করিবে এ জ্ঞান,  
 নিজ নারী বিনে সব মায়ের সমান ।  
 বিবাহিত হয় নাই যেই সব মেয়ে,  
 তা'দিগে ভগিনী মত ভাবিবে হৃদয়ে ।  
 বেশ্যা পরনারী প্রতি নাহি দিবে মন,  
 স্বীয় রমণীতে তুষ্ট র'বে অনুক্ষণ ।  
 অপর পুরুষে আর রমণী নিচয়,  
 পিতা সহোদর সম জানিবে নিশ্চয় ।  
 এই সব হৃদয়ে সদা অংকিত রাখিবে,  
 তৃতীয় শীলের শিক্ষা ইহাই জানিবে ।

### (দুর্বাক্য ভাষণ বিরত)

মিথ্যা-বৃথা-কটু ভেদ বাক্য চতুষ্টয়,  
 বলিলে কুফল সদা যেই বাক্য দেয় ।  
 এ'সবার ব্যবহারে অপরে কখন,  
 আদেশ সম্মতি নাহি করিবে অর্পণ ।  
 হবে না সহায় আর কারণ তাহার,  
 যতনে করিবে সদা মিথ্যা পরিহার ।  
 নিয়ত স্বীয় জিহ্বা শাসনে রাখিবে,

চতুর্থ শীলের শিক্ষা ইহাই জানিবে ।

(নেশাদ্রব্য সেবনে বিরত)

কিবা সুরা কিবা গাঁজা আহিফেন ভাঙ,  
নেশামাত্র করিবে না সেবন কি পান ।  
আদেশ সম্মতি পরে দিবে না তাহায়,  
হ'বে না তাহার আর কারণ সহায় ।  
অন্তরে ঘৃণা তা'হে সতত রাখিবে,  
পঞ্চম শীলের শিক্ষা ইহাই জানিবে ।  
পঞ্চনীতি<sup>১</sup> আচরণে স্থির যেবা রয়,  
ইহ-পরকাল তার সুখ-শান্তি হয় ।

শীল লঙ্ঘনে ফল

পরজন্মে প্রাণীহত্যা করি জীবগণ,  
ইহজন্মে ধন-ধান্য বিবিধ রতন-  
কন্দর্প সমান রূপ পেয়েও যৌবনে,  
অকালে মরণ লভে প্রাণীর হননে ।

(চুরির কুফল)

পরজন্মে পরবিভ করিয়া হরণ,  
অনাথ হইয়া করে ভিক্ষা আচরণ ।  
ঝুলি হতে দেখি তারে, হয় জ্ঞান করে,  
জীর্ণ বস্ত্র পরি' সদা, শত্রু ঘরে ফিরে ।

<sup>১</sup> । নিম্নে বর্ণিত দুই লাইন গাথা, অপর এক গাথা অবলম্বনে রচিত ।



## (ব্যভিচারের কুফল)

জন্মে জন্মে ব্যভিচার, করি আচরণ,  
 নর-নারী স্ত্রীত্ব লভে, মুক্ত নাহি হন ।  
 নর লভে নারী জন্ম; নারী হয় নারী,  
 মহাদুঃখ ভোগে তারা দিবস-শব্দরী ।

## (অসৎ বাক্যের কুফল)

জন্মে জন্মে মিথ্যাবাক্য ভাষী' হীনজন,  
 মুখেতে দুর্গন্ধ বহে অপ্রিয় দর্শন;  
 জড়-মুখ হীনবুদ্ধি বহু জন্ম হয়,  
 অনন্ত দুঃখের ভাগী হইবে নিশ্চয় ।

## (নেশাদ্রব্য পানের কুফল)

হলাহল বিষসম সুরাপান করি,  
 উন্মাদ অনাথ হয় লজ্জা পরিহরি;  
 জ্ঞাতি মরণাদি তার দুঃখ উপজয়,  
 শোক-তাপ সহে কত বিপ্রী দেহ হয় ।

## অষ্টশীল প্রার্থনা

ওকাস অহং (মাযং) ভন্তে তিসরণেনসহ অট্টাঙ্গসমনাগতং  
 উপোসথ সীলং ধম্মং যাচামি, অনুগ্গহং কত্ত্বা সীলং দেথ মে  
 ভন্তে । (দুতিয়ম্পি.....ততিয়ম্পি)

বঙ্গানুবাদ : ভন্তে, (সংঘো) আমাকে অনুমতি প্রদান করুন,  
 আমি ত্রিশরণসহ অষ্টাঙ্গ সংযুক্ত উপোসথ শীল ধর্ম প্রার্থনা

করিতেছি। ভন্তে, অনুগ্রহ করিয়া আমাকে শীল প্রদান করুন। (দ্বিতীয়বার.....তৃতীয়বার)

### অষ্টশীল

১. প্রাণীহত্যা হইতে বিরতি শিক্ষাপদ গ্রহণ করিতেছি।
২. অদত্তবস্তু গ্রহণ হইতে বিরতি শিক্ষাপদ গ্রহণ করিতেছি।
৩. অব্রশ্চাৰ্য্য হইতে বিরতি শিক্ষাপদ গ্রহণ করিতেছি।
৪. চারি প্রকার মিথ্যাবাক্য হইতে বিরত হইব।
৫. সুরা, মৈরেয়, মাদকদ্রব্য সেবন হইতে বিরত হইব।
৬. বিকাল ভোজন হইতে বিরত হইব।
৭. নৃত্য-গীত-বাদ্য প্রমত্তচিত্তে দর্শন, মালা-গন্ধ বিলেপন-ধারণ-মণ্ডন বিভূষণ কারণ হইতে বিরত হইব।
৮. উচ্চ আসন ও মহা আসন শয়ন বা উপবেশন হইতে বিরত হইব এই শিক্ষাপদ গ্রহণ করিতেছি।

### অষ্টশীল নিক্ষেপ

ওকাস অহং (ময়হং) ভন্তে অট্ঠাঙ্গসমনাগতং উপোসথসীলং  
নিক্খিপামি পঞ্চসীলং সমাদিয়ামি।  
(দুতিয়ম্পি.....ততিয়ম্পি)।

### দশশীল নিক্ষেপ

ওকাস অহং (ময়হং) ভন্তে পব্বজ্জা সামণের দসসীলং  
নিক্খিপামি পঞ্চসীলং সমাদিয়ামি।  
(দুতিয়ম্পি.....ততিয়ম্পি)।

### বর্তমান চীবর প্রত্যবেক্ষণ

পটিসজ্জা যোনিসো চীবরং পটিসেবমি, যাবদেব সীতস্স পটিঘাতায়, উণ্হস্স পটিঘাতায় ডংস-মকস-বাতাতপ-সিরিংসপ সক্ষস্সানং পটিঘাতায়, যাবদেব হিরিকোপীনং পটিচ্ছাদনখং ।

বাংলা : আমি প্রতিসম্প্রযুক্ত জ্ঞানে মনযোগ সহকারে চীবর পরিভোগ করিতেছি ইহা শুধু শীত-উষ্ণতা হইতে রক্ষা পাইবার জন্য, দংশক, মশক, বাতাস, রৌদ্র এবং সরীসৃপ প্রভৃতির স্পর্শ ও দংশন নিবারাণার্থে এবং লজ্জাজনক স্থান আচ্ছাদনের জন্য পরিধান করিতেছি। পঞ্চকামগুণ উৎপাদনের জন্য নয়।

### বর্তমান পিণ্ডপাত প্রত্যবেক্ষণ

পটিসজ্জা যোনিসো পিণ্ডপাতং পটিসেবমি, নেব দাবায়, ন মদায়, ন মণ্ডনায়, ন বিভূসনায়, যাবদেব ইমস্স কাযস্স ঠিতিয়া যাপনায়, বিহিংসূ পরতিয়া ব্রহ্মচরিয়ানুগ্গহায় ইতি পুরাণঞ্চ বেদনং পটিহজ্জামি, নবঞ্চ বেদনং ন উপ্পাদেস্সামি, যাত্রা চ মে ভবিস্সতি অনবজ্জতা চ ফাসু বিহারো চাতি ।

বাংলা : আমি পিণ্ডপাত অর্থসংযুক্ত জ্ঞানে অবহিত হইয়া ভৈষজ্যবৎ সেবন করিতেছি। ইহা ক্রীড়া করার উদ্দেশ্যে নহে, শক্তি প্রদর্শনের জন্য নহে, মণ্ডনের জন্য নহে, নৃত্য-গীতাদি করার জন্য নহে, বিশেষত এই চারি মহাভৌতিক

রূপকায়ের স্থিতি ও রক্ষার জন্য ক্ষুধা-রোগ নিবারণের জন্য, ব্রহ্মচর্যের অনুগ্রহের জন্য, পুরাতন ক্ষুধা-বেদনা বিনাশের জন্য, অপরিমিত ভোজনের নব নব বেদনা অনুৎপাদনার্থ এই আহার গ্রহণ করিতেছি। হিত পরিমিত পরিভোগ দ্বারা আমার কায়ের যাত্রা চিরকাল চলিবে বা আমার চারি ঈর্ষাপথে অবস্থানের অন্তরায় হইবে না। অধিকন্তু আমার অনবদ্যতা ও সুখবিহার বুদ্ধ প্রশংসিত পবিত্র ও নিরাপদ অবস্থিতি হইবে।

### বর্তমান শয়নাসন প্রত্যবেক্ষণ

পটিসজ্জা যোনিসো সেনাসনং পটিসেবামি যাবদেব সীতস্ স  
পটিঘাতায়, উণ্হস্ স পটিঘাতায়, ডংস-মকশ-বাতাতপ-  
সিরিংসপ সফ্ফস্ সানং পটিঘাতায়, যাবদেব উতু পরিস্ সয  
বিনোদনং পটিসল্লানরানখং।

বাংলা : আমি মনযোগ সহকারে স্মরণ করিতে করিতে শয্যা ও আসন গ্রহণ করিতেছি। আমি যে শয্যা ও আসন গ্রহণ করিতেছি, তাহা কেবলমাত্র শীত ও উষ্ণতা নিবারণের জন্য দংশক, মশক, বায়ু, রৌদ্র সরীসৃপ প্রভৃতির স্পর্শ ও দংশন নিবারণের জন্য এবং ঋতুর উৎপাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য কর্মস্থান বিবেক বা একাগ্রতা সাধনের জন্য আমার এই শয্যা ও আসন গ্রহণ। ইহা আলস্য বা নিদ্রাভিভূত হইয় অনর্থক কাল হরণের জন্য নহে।

### বর্তমান গিলান প্রত্যবেক্ষণ

পটিসজ্জা যোনিসো গিলান পচ্চয ভেসজ্জ পরিক্খারং  
পটিসেবমি, যাবদেব উপ্পন্নানং বেয্যাব্যাধিকানং বেদনানং  
পটিঘাতায়, অব্যাপজ্জ পরমতাযাতি ।

বাংলা : আমি প্রতিসম্প্রযুক্ত জ্ঞানে গ্লান-প্রত্যয় ভৈষজ্য  
পরিষ্কার বা রোগ উপশমের জন্য ঔষধ সেবন করিতেছি ।  
বিশেষত উৎপন্ন ব্যাধির বেদনাসমূহ ধ্বংস করিবার জন্য ও  
পরম নিরাময় লাভের জন্য এই ঔষধ প্রত্যয় পরিভোগ  
করিতেছি ।

### অতীত চীবর প্রত্যবেক্ষণ

মযাপচ্চবেক্খিত্বা অজ্জযং চীবরং পরিভুত্তং তং যাবদেব  
সীতস্স পটিঘাতায়, উণ্হস্স পটিঘাতায় ডংস-মকশ-  
বাতাতপ-সিরিংসপ সক্ষস্সানং পটিঘাতায়, যাবদেব  
হিরিকোপীনং পটিচ্ছাদনথং । যথা পচ্চযং পবত্তমানং  
ধাতুমত্তমেবেতং যদিদং চীবরং তদুপভুজ্জকো চ পুগ্গলো  
ধাতুমত্তকো নিস্সত্তো নিজ্জীবো সুএৎঞা সব্বানি পন ইমানি  
চীবরানি অজিগুচ্ছনীযানি ইমং পূতিকাযং পত্বা অতিবিয  
জিগুচ্ছনীযানি জাযন্তি ।

বাংলা : আমি অদ্য প্রত্যবেক্ষণ না করিয়া যে চীবর  
পরিভোগ করিয়াছি তাহা শুধু শৈত্য ও উষ্ণতা হইতে রক্ষা  
পাইবার জন্য, দংশক, মশক, বায়ু, রৌদ্র, সরীসৃপ প্রভৃতির  
স্পর্শ ও দংশন হইতে রক্ষা পাইবার জন্য, বিশেষ করিয়া

লজ্জা নিবারণের জন্য এই চীবর পরিধান করিয়াছি। আমি এই চীবর পঞ্চ কামগুণ উৎপাদন করিবার জন্য পরিভোগ করি নাই। এই চীবর সুন্দর বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে কিন্তু ইহা একটি ধাতুর সমষ্টি মাত্র। ইহাতে সত্ত্ব বা জীবাদি কিছুই নাই। সুতরাং ইহা শূন্যবৎ। এই চীবর এখন সুন্দর বর্ণসম্পন্ন ও মনোরম, কিন্তু এই দুর্গন্ধময় পৃথিয়ুক্ত দেহের সংস্পর্শে ঘণিত দুর্গন্ধে পরিপূর্ণ হইয়া যাইবে।

### অতীত পিণ্ডপাত প্রত্যবেক্ষণ

মযাপচ্চবেক্খিত্বা অজ্জযো পিণ্ডপাতো পরিভূত্তো সো নেব দাবায়, ন মাদায়, ন মণ্ডনায়, ন বিভূসনায়, যাবদেব ইমস্স কায়স্স ঠিতিয়া যাপনায়, বিহিংসুপরতিয়া ব্রহ্মচরিয়ানুগ্গহায় ইতি পুরাণঞ্চ বেদনং পটিহংখামি, নবঞ্চ বেদনং ন উপ্পাদেস্সামি, যাত্রা চ মে ভবিস্সতি অনবজ্জতা চ ফাসু বিহারো চাতি। যথা পচ্চযং পবত্তমানং ধাতুমত্তমেবেতং যদিদং পিণ্ডপাতো তদুপভুঞ্জকো চ পুগ্গলো ধাতুমত্তকো নিস্সত্তো নিজ্জীবো সুএংএগা সেক্কোপনয়ং পিণ্ডপতো অজিগুচ্ছনীযো ইমং পৃতিকায়ং পত্তা অতিবিয় জিগুচ্ছনীযো জায়তি।

বাংলা : আমি ভুলবশে প্রত্যবেক্ষণ না করিয়া যেই অনু পরিভোগ করিয়াছি তাহা ক্রীড়া করার জন্য নহে, মত্ততার জন্য নহে, মণ্ডণের জন্য নহে, বিভূষণের জন্য নহে। বিশেষ করিয়া এই শরীর ঠিকভাবে রক্ষার জন্য, ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য

ব্রহ্মচার্য রক্ষার জন্য, পুরাতন ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য, নতুন ক্ষুধা উৎপন্ন না হইবার জন্য এবং নির্বিঘ্নে ও নিরাময়ে অবস্থান করিবার জন্য এই পিণ্ডপাত পরিভোগ করিয়াছিলাম। বর্তমানে যদিও এই আহার সুন্দর ও সুস্বাদু বলিয়া মনে হইতেছে, ইহা ধাতুরই একটি সমষ্টিমাত্র। ইহাতে পরিভোগকারী ব্যক্তি, সত্ত্ব বা জীব বলিয়া কিছুই বিদ্যমান নাই; শুধু নিঃসত্ত্ব নির্জীব এবং শূন্য মাত্র। এখন এই আহার সুন্দর ও মনোরম মনে হইলেও এই দুর্গন্ধ ও পূতিময় শরীরের সংস্পর্শে ইহা অত্যন্ত দুর্গন্ধে ও অশুচিতে পরিণত হইবে।

### অতীত শয়নাসন প্রত্যবেক্ষণ

মযাপাচ্যবেক্ষিত্বা অজ্জযং সেনাসনং পরিভুত্তং তং যাবদেব সীতস্স পটিঘাতায় উণ্হস্স পটিঘাতায়, ডংস-মকশ-বাতাতপ-সিরিংসপ সক্ষস্সানং পটিঘাতায়, যাবদেব উতুপরিস্সয বিনোদনং পটিসল্লানারামথং। যথা পচ্যং পবত্তমানং ধাতুমত্তমেবেতং যদিদং সেনাসনং তদুপভুঞ্জকো চ পুগ্গলো ধাতুমত্তকো নিস্সত্তো নিজ্জীবো সুএণ্ণেণ সৰ্ব্বানি পন ইমানি সেনাসানানি অজিগুচ্ছণীয়ানি ইমং পুতিকাযং পত্বা অতিবিয জিগুচ্ছণীয়ানি জায়ন্তি।

বাংলা : আমা কর্তৃক অদ্য প্রত্যবেক্ষণ না করিয়া যেই শয়নাসন পরিভোগ করা হইয়াছে তাহা শীতোতাপ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য, দংশক, মশক, বাতাস, রৌদ্র ও সরীসৃপ

প্রভৃতির স্পর্শ ও দংশন নিবারণের জন্য, বিশেষত ঋতুর হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য এবং তা হইতে রক্ষা পেয়ে নীরব ধ্যানসুখে অতিবাহিত করিবার জন্য এই শয়নাসন পরিভোগ করিয়াছি। যদিও বর্তমান এই শয়নাসন সুন্দর ও মনোরম বলিয়া মনে হইতেছে, ইহা ধাতু সমষ্টিমাত্র। অপিচ আমার এই শরীর পরিভোগকারীও কোন সত্ত্ব বা জীব নহে, ইহা একটি ধাতুর সমষ্টিমাত্র। এই শয়নাসন এখন সুন্দর ও মনোরম মনে হইলেও এই দুর্গন্ধ ও পূতিময় শরীরে সংস্পর্শে অত্যন্ত ঘৃণিত ও অশুচিতে পরিণত হইবে।

### অতীত গিলান প্রত্যবেক্ষণ

মযাপচ্চবেকখিত্বা অজ্জযো গিলান পচ্চযো ভেসজ্জ পরিক্খারো পরিভুত্তসো যাবদেব উপ্পান্নানং বেয্যাব্যাধিকানং বেদনানং পটিঘাতায, অব্যাপজ্জ পরমতাযাতি। যথা পচ্চযং পবত্তমানং ধাতুমত্তমেবেতং যদিদং গিলান পচ্চযো ভেসজ্জ পরিক্খরো তদুপভুজ্জকো চ পুগ্গলো ধাতুমত্তকো নিস্সত্তো নিজ্জীবো সুএংএগা সবেবোপনাযং গিলান পচ্চযো ভেসজ্জ পরিক্খারো অজিগুচ্ছণীযো ইমং পূতিকাযং পত্তা অতি বিয জিগুচ্ছণীযো জাযতি।

বাংলা : আমা কর্তৃক অদ্য প্রত্যবেক্ষণ না করিয়া যেই ভৈষজ্য বস্তু পরিভোগ করা হইয়াছে, তাহা কেবলমাত্র বিবিধ দুঃখদায়ক উৎপন্ন বেদনাসমূহ বিনাশ হইয়া নিরাময় হইবার



জন্য। যদিও এই ভৈষজ্য বর্তমানে সুন্দর ও মনোরম বলিয়া মনে হইতেছে, ইহা ধাতুর সমষ্টিমাত্র। ইহা পরিভোগকারী পুদ্গলও ধাতুর সমষ্টিমাত্র নিঃসত্ত্ব, নির্জীব এবং শূন্যবৎ। এই সমস্ত গিলান প্রত্যয় ও ভৈষজ্য অঘৃণিত বলিয়া মনে হইলেও এই দুর্গন্ধ ও পৃতিময় শরীরের সংস্পর্শে আসিয়া অত্যন্ত দুর্গন্ধ ও অশুচিত্তে পরিণত হইবে।

**\*\* শীল বর্ণনা সমাপ্ত \*\***

## চতুর্থ অধ্যায়

### ভাবনা বিষয় বর্ণনা

#### চল্লিশ প্রকার শমথ ভাবনা

##### ১. দশ প্রকার অশুভ ভাবনা (সংজ্ঞা)

ক. উর্ধ্ব স্ফীত সংজ্ঞা। খ. বিনীলক সংজ্ঞা। গ. পুষ্পপূর্ণ সংজ্ঞা। ঘ. ছিদ্রীকৃত সংজ্ঞা। ঙ. বিখাদিত সংজ্ঞা। চ. বিক্ষিপ্ত সংজ্ঞা। ছ. কর্তিত-বিক্ষিপ্ত সংজ্ঞা। জ. রক্তাক্ত সংজ্ঞা। বা. কীটপূর্ণ সংজ্ঞা। ঞ. অস্থি-পঙ্কর সংজ্ঞা।

##### ২. দশ প্রকার কৃৎস্ন ভাবনা (সংজ্ঞা)

ক. পৃথিবী কৃৎস্ন। খ. আপ কৃৎস্ন। গ. তেজ কৃৎস্ন। ঘ. বায়ু কৃৎস্ন। ঙ. পীত কৃৎস্ন। চ. নীল কৃৎস্ন। ছ. লোহিত কৃৎস্ন। জ. অবদাত (শ্বেত) কৃৎস্ন। বা. আকাশ কৃৎস্ন। ঞ. আলোক কৃৎস্ন।

##### ৩. দশ প্রকার অনুস্মৃতি ভাবনা (ধ্যান)

ক. বুদ্ধানুস্মৃতি। খ. ধর্মানুস্মৃতি। গ. সংঘানুস্মৃতি। ঘ. শীলানুস্মৃতি। ঙ. ত্যাগানুস্মৃতি। চ. দেবতানুস্মৃতি। ছ. উপশমানুস্মৃতি। জ. মরণানুস্মৃতি। বা. কায়গতানুস্মৃতি। ঞ. আনাপানস্মৃতি।

##### ৪. চারি প্রকার ব্রহ্মবিহার (অপ্রমেয়) ভাবনা (ধ্যান)

ক. মৈত্রী ভাবনা। খ. করুণা ভাবনা। গ. মুদিতা ভাবনা। ঘ. উপেক্ষা ভাবনা।

### ৫. এক সংজ্ঞা ভাবনা

ভক্ষ্য-খাদ্য- ভোজ্যের প্রতি ঘৃণাভাব বা অশুচিজ্ঞানে দেখা যাকে বলা হয়, ।

### ৬. একব্যবস্থান ভাবনা

মানব দেহের বিশটি পৃথিবী ধাতু, বারটি আপ ধাতু, ছয়টি বায়ুধাতু এবং চারটি তেজধাতু আছে। এগুলোকে ভাবনায় চিত্তস্থির করে খণ্ড খণ্ড ভাবে দর্শন করা এবং এই নিমিত্তকে হৃদয়াভ্যন্তরে বন্ধী করে রেখে ত্রিবিধ লক্ষণ প্রকটিত করা ।

### ৭. চারি প্রকার অরূপ ভাবনা (ব্রহ্মধ্যান)

ক. আকাশানন্তায়তন ভাবনা। খ. বিজ্ঞানানন্তায়তন ভাবনা। গ. আকিঞ্চনায়তন ভাবনা। ঘ. নৈবসংজ্ঞা নাসংজ্ঞায়তন ভাবনা ।

## জয়মঙ্গল<sup>১</sup> অট্টগাথা

[গিরিমেখলা হাতিকে দমন]

১. সহশ্রেক ভূজ<sup>২</sup> যার, প্রতি ভূজে যার ।

সুশানিত অস্ত্রশস্ত্র, সৈন্য সহ মার ।

ভয়ঙ্কর গজে, গিরিমেখলা নামক ।

<sup>১</sup>। বুদ্ধের ঘটনাবলী ।

<sup>২</sup>। হাত বা বাহু ।

আরোহণ করি রণে আসে ভয়ানক ।  
যে মুনীন্দ্র দান ধর্ম বলে করে জয় ।  
তাঁর তেজে হোক তব শুভ জয় জয় ।

[আলবক যক্ষ দমন]

২. আলবক যক্ষ মার হতে ঘোরতর ।  
সর্বরাত্রি ভয়ঙ্কর করিল সমর ।  
যে মুনীন্দ্র ক্ষম-দম বলে করে জয় ।  
তাঁর তেজে হোক তব (মম) শুভ জয় জয় ।

[নালাগিরি হস্তী দমন]

৩. নালাগিরি নামে মদমত্ত গজবর<sup>১</sup>  
সুদারুণ দাবানল অশনি সোসর  
যে মুনীন্দ্র মৈত্রী-বারি বর্ষি করে জয়  
তাঁর তেজে হোক তব (মম) শুভ জয় জয় ।

[অঙ্গুলিমালকে দমন]

৪. নালাগিরি গজ হতে দারুণ দুর্ব্বার  
উত্তোলন করি হাতে খড়্গ তীক্ষ্ণধার  
অঙ্গুলিনামক দুষ্য শ্রীবুদ্ধে হেরিয়া  
ত্রিযোজন পথ ধায় তাঁরে তাড়াইয়া  
যে মুনীন্দ্র ঋদ্ধিবলে করে তারে জয়  
তাঁর তেজে হোক তব (মম) শুভ জয় জয় ।

<sup>১</sup>। ক্ষমতাবান বা সমর্থ ।

[চিঞ্চগমানবিকাকে দমন<sup>১</sup>]

৫. কাঠেতে গর্ভিনী মত করিয়া উদর  
অপবাদ করে চিঞ্চগ সভার ভিতর  
যে মুনীন্দ্র শান্ত সৌম্যবলে করে জয়  
তাঁর তেজে হোক তব (মম) শুভ জয় জয় ।

[নির্ঘৃহ মতাবলম্বী সত্যক সন্ন্যাসীকে দমন]

৬. সত্য পরিহরি যেই অসত্য কেতন  
বিবাদ প্রোথিত যাহে অন্ধীভূত মন  
যে মুনীন্দ্র প্রজ্ঞাদীপ জ্বালি'করে জয়  
তাঁর তেজে হোক তব (মম) শুভ জয় জয় ।

[নন্দ উপনন্দ নাগরাজকে দমন]

৭. মহাজ্ঞানবন্ত মহাঋদ্ধিমন্ত আর  
নন্দ উপনন্দ নামে ভূজঙ্গ দুর্ব্বার  
পুত্রের সহিত বৃদ্ধ ভূজঙ্গ রাজনে  
ঐশী শক্তি দেখাইয়া উপদেশ দানে  
যে মুনীন্দ্র নাগরাজে করিলা বিজয়  
তাঁর তেজে হোক তব (মম) শুভ জয় জয় ।

[বক নামক ব্রহ্মাকে দমন]

৮. দুর্গাহ্য কুদৃষ্টি সর্প-দষ্ট দুই কর  
বক নামে ব্রহ্ম শুদ্ধি ঋদ্ধি জ্যোতিধর

<sup>১</sup>। শাসন, ইন্দ্রিয় দমন ।

যে মুনীন্দ্র জ্ঞানাগদে করিলা বিজয়  
তাঁর তেজে হোক তব (মম) শুভ জয় জয় ।

[এই গাথা পাঠের সুফল]

৯. শ্রীবুদ্ধের এই জয় মঙ্গল অষ্টক  
প্রতিদিন অতিন্দ্রিত স্বরে যে পাঠক  
পরিহার করি' হেথা নানা উপদ্রব  
মোক্ষ সুখ লভে অস্তে সে জ্ঞানী মানব । (মানব)

চিন্তা দমন

- (১) বুদ্ধের শাসনে জন্ম করিয়া গ্রহণ,  
দুঃখকে করিয়া ভয়, মুক্তির কারণ ।  
বুদ্ধবাণী অনুসরি দৃঢ় বীর্য বলে,  
প্রতিজ্ঞা করেন যোগী, কভু নাহি টলে ।  
অপ্রাপ্ত মার্গ পার নিশ্চয় নিশ্চয়,  
অলব্ধ জ্ঞানকে লাভ করিব নিশ্চয় ।  
অপ্রত্যাশ ফলে হবে প্রত্যাশ আমার,  
আছে মোর পুরুষের বীর্য চমৎকার ।  
এই বল এই শক্তি প্রয়োগ করিয়া,  
করিব নির্বাণ লাভ পিছু না হটিয়া ।  
বিশেষ রূপেতে জ্ঞান লভিবার তরে,  
বিদর্শন জ্ঞান আছে ভব মুক্তি তরে ।
- (২) চিন্তের চাঞ্চল্য আর উপদ্রব যত,  
করিয়া বর্জন যোগী হয় ধ্যানে রত ।

দাঁড়ানে, গমনে, শুইতে, বসিতে,  
 সতত রাখিবে স্মৃতি সর্ব অবস্থাতে ।  
 যেই ক্ষণে যেই চিন্ত হইবে উদিত,  
 সেই ক্ষণে সেই স্মৃতি করিবে নিয়ত ।  
 নিজ বাধ্য হলে চিন্ত যথা ইচ্ছা মত,  
 চালাও মোক্ষের দিকে দান্ত অশ্বমত<sup>১</sup> ।  
 অবাধ্য চিন্তকে বাধ্য করিবার তরে,  
 বিদর্শন ভাবনা কর, মহাশক্তি ধরে ।  
 নির্জন স্থানে থাকি হলে স্মৃতি রত,  
 নিশ্চয় লভিবে জ্ঞান যথা ইচ্ছা মত ।

- (৩) চঞ্চল যথেষ্টাচারী দুর্নিবার মন,  
 দমন যে করে তারে সুখী সেই জন ।  
 কুটিল যথেষ্টাচারী চিন্ত মানবের,  
 কাহারো (মূর্খের) নাহিক সাধ্য জানে গতি এর ।  
 তাই সদা লক্ষ্য রাখ চিন্তের উপর,  
 সুরক্ষিত চিন্ত অতি সুখের আকর ।  
 দূরাগামী একাচারী অশরীরি মন,  
 করিছে হৃদয়রূপ গুহায় শয়ন ।  
 পার যদি হেন শত্রু করিতে দমন,  
 মারের বন্ধনে আবদ্ধ হবে না কখন ।  
 সতত অস্থিরচিন্ত জানে না স্বধর্ম,

<sup>১</sup> । সুবাধ্য ঘোঁড়া ।

- হৃদয়ে প্রসাদগুণ নাহি আছে যার ।  
 (৪) পূর্ণ প্রজ্ঞা লাভ কভু নহে তার কর্ম,  
 অরহত্ব লভিতে তার নাই অধিকার ।  
 বাসনাবিহীন ক্রোধ-দ্বেষাদি বর্জিত,  
 পুণ্য আর পাপ এই দুইয়ের অতীত ।  
 প্রকৃত জাগত্‌ বলি আমি হেন জনে,  
 সতত থাকেন তারা নিরাতক মনে ।  
 ইষুকার ঋজু করে শর সতযতনে,  
 তেমনি চিত্তকে ঋজু করে সুধীগণে ।  
 নয়ন গোচরীভূত চিত্ত কভু নয়,  
 সুনিপুণ, যথা ইচ্ছা নিপতিত হয় ।  
 এহেন চিত্তকে যাঁরা করেন দমন,  
 মারের বন্ধন হতে তারা মুক্ত হন ।

### বৈরাগ্য কাণ্ড

- (১) ছাড়িওনা আশা মন  
 কর চেষ্টা অবিরাম,  
 অদম্য বীর্য বলে  
 পূর্ণ হবে মনস্কাম ।  
 দৃঢ় বীর্য ভিক্ষু বিচক্ষণ  
 লভিয়া সৌভাগ্য বলে ত্রিরত্ন শরণ  
 নির্বাণ লাভের তরে সর্বদা ভাবনা করে

<sup>১</sup>। স্মৃতি বা অপ্রমত্ত গুদ্বাচারী প্রজ্ঞাবান ব্যক্তি ।



কুশল ধর্মের কথা হয়ে একমন;

ক্রমে ছিন্ন হয় তার সংসার বন্ধন ।

(২) নহে দূরে নহে কাছে খুঁজিলেই পায়

লোভ-দ্বेष-মোহ তাকে ঢাকিয়াছে গায় ।

আবরণ খুলে ফেল দেখিবে নির্বাণ ।

চির শান্ত হবে তুমি রহিবে অম্লান ।

(৩) প্রজ্ঞারত্ন মালা যিনি করে পরিধান,

ভবে জন্ম শীঘ্র তাঁর হয় অবসান ।

অতি শীঘ্রই স্পর্শ করে অমৃত নির্বাণ,

পুনঃ জন্মের রুচি তাঁর হয় অবসান ।

### মরণানুস্মৃতি ভাবনা

১. মরণং মে ভাবিস্‌সতি কর সদা এই স্মৃতি,  
রবে না মরণ ভীতি, কর স্মৃতি মরণং ।
২. সর্বের সত্ত্বা মরিস্‌সত্ত্বা, রবে নাকো দেহকান্তি,  
দূরে যাবে চিত্ত ক্লান্তি, কর স্মৃতি মরণং ।
৩. মরিত্সু চ মরিস্‌সারে, ধ্রুব মৃত্যু এ সংসারে,  
মৃত্যু না রোধিতে পারে, কর স্মৃতি মরণং ।
৪. আয়ু সূর্য অস্ত যায়, দেখিয়াও দেখ না তায়,  
অন্ধকারে কি উপায়, কর স্মৃতি মরণং ।
৫. সাঙ্গ হবে ভব খেলা, রবে না আনন্দ মেলা,  
কেনরে আপন ভোলা, কর স্মৃতি মরণং ।
৬. দারা-সুত পরিজন, কিবা পর কি আপন,

- মৃত্যু বশে সর্বজন, কর স্মৃতি মরণং ।
৭. ঐ দেখ মৃতকায়, কাষ্ঠখণ্ড তুল্য হয়,  
সদা স্মৃতি রাখ তাই, কর স্মৃতি মরণং ।
৮. জমে গেছে আবর্জনা, আর কিম্ব জমাইওনা,  
ক্ষয় কর আবর্জনা, কর স্মৃতি মরণং ।
৯. জন্মিলে মরিতে হবে, মৃত্যু চিন্তা কর সবে,  
অমর নাহিকো ভবে, কর স্মৃতি মরণং ।
১০. সংসারে সংসারী সেজে, রত থাক নিজ কাজে,  
জলযথা পদ্ম মাঝে, কর স্মৃতি মরণং ।
১১. কাজ কর কাজের বেলা, কর নাকো অবহেলা,  
বেঁচে যাবে যাবার বেলা, কর স্মৃতি মরণং ।
১২. জরায় জড়িত হলে, কিছুই হল না বলে,  
রবে না শোচনা কালে, কর স্মৃতি মরণং ।
১৩. দিনে দিনে আয়ু ক্ষয়, যেতে হবে যমালয়,  
মৃত্যু কারো বশে নয়, কর স্মৃতি মরণং ।
১৪. কালের করাল-গ্রাসে, পড়িবে যে অবশেষে,  
ছাড়িবে না কাল গ্রাসে, কর স্মৃতি মরণং ।
১৫. ঐ দেখ জরা-ব্যাদি, পাশে ঘুরে নিরবধি,  
কে খণ্ডাবে কর্ম-বিধি, কর স্মৃতি মরণং ।
১৬. ভবপারে যাবে যদি, কর স্মৃতি নিরবধি,  
পাইবে অমৃত নিধি<sup>১</sup>, কর স্মৃতি মরণং ।

<sup>১</sup>। ধন, সম্পত্তি ।

১৭. দিনটি হারালে আর, পাবে নাকো পুনর্বীর,  
মৃত্যু চিন্তা কর সার, কর স্মৃতি মরণং ।
১৮. আজকে যা পার কর, কালকের আশা নাহি কর,  
জান না কখন মর, কর স্মৃতি মরণং ।
১৯. আজ মরি কি মরি কাল, মরণের কি আছে কাল,  
তৈরি থাক সর্বকাল, কর স্মৃতি মরণং ।
২০. কাল যে কোথায় রবে, দিশা তার নাহি পাবে,  
অনুতাপ দূর হবে, কর স্মৃতি মরণং ।
২১. মৃত্যু স্মৃতি যেবা করে, ত্রিলক্ষণ<sup>১</sup> জ্ঞান বাড়ে,  
মৃত্যুকে সে জয় করে, কর স্মৃতি মরণং ।
২২. ভোগের বাসনা তার, কভু না রহিবে আর,  
সেই হবে ভব পার, কর স্মৃতি মরণং ।
২৩. শমনে ধরিবে যবে, সুন্দর নিমিত্ত পাবে,  
সজ্ঞানে সুগতি হবে, কর স্মৃতি মরণং ।
২৪. উত্তম হইবে গতি, দেবের বাঞ্ছিত অতি,  
দিব্য সুখ লভে যদি, কর স্মৃতি মরণং ।
২৫. মৃত্যু স্মৃতি আছে যার, মরণে কি ভয় তার,  
হইবে সে দুঃখ পার, কর স্মৃতি মরণং ।
২৬. সদা স্মৃতি রাখ সবে, স্মৃতি ভাণ্ড বেড়ে যাবে,  
বিলায়ে আনন্দ পাবে, কর স্মৃতি মরণং ।

---

<sup>১</sup> । অনিত্য লক্ষণ, দুঃখ ও অনাত্ম লক্ষণ ।

২৭. দিনের পর অবশেষে, চিন্তা কর বসে বসে,  
ভব পার তরব কিসে, কর স্মৃতি মরণং ।

### মরণ স্মৃতি ভাবনা (চাণ্ডমা)

মর একদিন মরণ অব	এ কখন বেগে ভাব,
মরণর ডর ন থেব	গড় স্মরণ মরণান ।
বেক্কুনে মরি যেবাক	এ চিদালোই নিত্য থাগ,
অজ্ঞানরে দমেই রাগ	গড় স্মরণ মরণান ।
মজ্জান আ মরি যেবাগ	হিয়ে রক্ষা ন পেবাক্,
বেগে একদিন মরি যেবাক	গড় স্মরণ মরণান ।
বেক্কুনার আয়ু ফুরেই যার	সেলেইও সিয়ান দেগা ন যার,
চেরো হিন্তে বেগ আন্ধার	গড় স্মরণ মরণান ।
রং তামাজা ন থেব আর	ন লাগিবো আনন্দ তার,
নিজরে যে পুড়ি ফেলার	গড় স্মরণ মরণান ।
মোক পোয়া হি ইত্তো হুদুম	আলগা ওক বা সদর হুদুম,
মরি গেলে ওই যেবাক থুম	গড় স্মরণ মরণান ।
ঐ ছনা বুয়া মরা হিয়ান	ফেলে দিয়া গাসকত্তা সান,
তারে চেই আন উস্‌সান (উচ্ছান)	গড় স্মরণ মরণান ।
হাজর' বিজোর জমে ঝেইয়ে	ন জমেইও আর হিয়ে,
ধোই পেলেন্দো বেজ ওইয়ে	গড় স্মরণ মরণান ।
জন্ম অলে মরি যেবং	অমর গড়ি হিয়ে ন থেবং,
মরণ হধা বেগে ভাব	গড় স্মরণ মরণান ।
অক্ত অলে হাম গড়	যা হামত্ তে অ-ডর,

<sup>১</sup> । পাপ কর্ম, অকুশল কর্ম ময়লা সদৃশ ।

দুঃখত্ যেনে ন-পর  
 এ সংসারত্ সংসারী ওয়  
 পাদা পানি যেন পরেগোই  
 পান্তা নয় আর বুড়া  
 মনত্ দুঃখ থেব ছালে  
 হালে মুয়েদি হেই ফেলেব  
 হনদিন তে ন ছাড়িবো  
 দিন দিন তর আয়ু যার  
 মরণভূন তর নেই উদ্ধার  
 ঐ ছনা বুয়া বুড়ো পীড়া  
 আগে তে তুলি শিরা  
 সংসারান যদি পার অদা ছেলে  
 ভব ছড়ান পার ওয় গেলে  
 দিন্নো বেগড় ফুরেই যার  
 মরণ চিদা গড় সার  
 যা ইচ্ছে হামত্ ধোজ্জো  
 মরণ চিদা ন ছাজ্জো  
 ইচ্ছে অয় নে হিল্লে অয়  
 বেউস্ গড়ি থেবার নয়,  
 হিল্লে হুদু পড়ি থেবে  
 মরন দুগভূন মুক্ত অবৈ  
 মরণান যে ভাবি চেব  
 মরণরে তে জয় গড়িবো,  
 হেবার ইচ্ছে ন থেব তার  
 লাগ ন পৈব তারে মরণে আর

গড় স্মরণ মরণান ।  
 নিত্য থাগ নিজ হাস্খোই,  
 গড় স্মরণ মরণান ।  
 সময় থাক্কে ন গড়িলে,  
 গড় স্মরণ মরণান ।  
 তা মুয়ানত্ যেক্কে পৈব,  
 গড় স্মরণ মরণান ।  
 মরি গেলে তরে যমেপার,  
 গড় স্মরণ মরণান ।  
 বেক্কুনরে দিনাই ঘীরা,  
 গড় স্মরণ মরণান ।  
 মরণান ভাবি চ দোলে দালে,  
 গড় স্মরণ মরণান ।  
 ফিরি উল্লো ন পৈবা আর,  
 গড় স্মরণ মরণান ।  
 হিল্লের আজা ন গজ্জো,  
 গড় স্মরণ মরণান ।  
 হার হক্কে মরণ অয়,  
 গড় স্মরণ মরণান ।  
 হন্ উদিস্ ন পৈবে,  
 গড় স্মরণ মরণান ।  
 আব্বল জ্ঞানান তে পৈব,  
 গড় স্মরণ মরণান ।  
 পার ওয় যৈব তে এ সংসার,  
 গড় স্মরণ মরণান ।

সংসারভ্রূন মরি জাদে	যেবগোই তে দোল পদে,
হোই পারিবো তে পরান জাদে	গড় স্মরণ মরণান ।
অব তার গম গতি	পেবগোই তে সুগতি,
দেবেদা সুগ ছ যদি	গড় স্মরণ মরণান ।
মরণ স্মৃতি ভাবে যে	মরি যাদে ন দড়াই তে,
দুঃখ মুক্তি তার হাদে	গড় স্মরণ মরণান ।
এভাবনান নিত্য গড়	বেজ গড়িনেই স্মৃতি বাড়,
ভাগ দিলে বেজ পেবা আর	গড় স্মরণ মরণান ।
দিন্নো গেলে এ চিদালোই	হিসাব গড় এক্কান জাগাত্ বোই,
হন উপায়ে পর ওয় যেম্বোই	গড় স্মরণ মরণান । ।

### অনিত্য ধর্ম

- (১) বায়ুমুখে প্রদীপ তুল্য কম্পিত এ জীবন,  
 পরের দেখে নিজ মৃত্যু ভাব অনুক্ষণ ।  
 মহাসম্পদ প্রাপ্ত জল, মরেছে এই ভবে,  
 তথা মোর মরণ হবে, মরিব নিশ্চিত ।  
 জন্মক্ষণ হতে মরণ আসিতেছে পাছে,  
 ঘাতকের তুল্য হায় সুযোগ খুঁজিছে ।  
 ক্ষণিকের বিশ্রামহীন গমনোন্মুখ<sup>১</sup> সদা,  
 জীবেতেরে টানে মরণ উদয় অস্ত যথা ।  
 বিজলী-চমক, জলবুদ্বুদ, পত্রে জল যথা,  
 ক্ষণভঙ্গুর জীবনে মরণ, অব্যাহত সদা ।

<sup>১</sup>। দ্রুত গতিতে চলা পথিক যেমন বিরামহীনভাবে চলতে থাকে ।

অসাধারণ ঋদ্ধিধর, পুণ্যধর বুদ্ধে,  
 এই মরণ নিয়ে গেল এসে ক্ষিপ্ত বেগে ।  
 মরণের হাতে যদি এমনি সম্ভবে,  
 মাদৃশ তুচ্ছের বেলায় বলার কি আছে?  
 খাদ্যের অভাবে কিংবা দেহ বিকলতায়,  
 অথবা বাইরে থেকে কোন দুর্ঘটনায় ।  
 যে কোন মুহূর্তে মরণ ঘনিয়ে আসিবে,  
 নিয়ে যাবে আমাকে চোখের পলকে ।

- (২) সর্ব সংস্কার অনিত্য উদয়-বিলয়শীল,  
 উৎপত্তি নিরোধে হয় বিমুক্ত স্বাধীন ।  
 প্রাণ-বায়ুহীন দেহ, যেই ক্ষণে হয়,  
 অচিরেই শায়িত হয় মাটিতে নিশ্চয় ।  
 অশুচি ঘৃণিত হয় প্রাণহীন দেহ,  
 মৃতপোড়া কাষ্ঠ তুল্য পরিত্যাজ্য দেখ ।  
 কোথা হতে অনাহৃত আগত এখানে,  
 এখান হতে গেল চলে অনুমতি বিনে ।  
 এলো আর গেল চলে নিজ ইচ্ছা মতে,  
 তার জন্য এত শোক, এত তাপ কিসে?  
 পুত্র আছে, ধন আছে এই এই বলে,  
 মূর্থজনে দর্প করে মরে অহংকারে ।  
 নিজ কায়া নিজের বশে নহে কদাচন,  
 মরলে কভু যায় কি সাথে সেই পুত্র-ধন?

- (৩) ধন-ধান্য, মাণিক্য, অর্থ-বিলুপ্ত আর,

দাস, কর্মচারী, যত আশ্রিত আমার,  
সবকিছু ফেলে রেখে চলে যেতে হবে,  
শুধু যাবে কর্মফল কায়-মনো-বাক্য ।  
তাহাই নিজের হবে, যাবে আমার সাথে  
ছায়াতুল্য হবে তাহা অনুগামী হবে ।  
জীবিতই মরে শুধু, মরিতেছে সবে,  
পাপ-পুণ্য কর্মফল নিয়ে গমন করে ।  
পাপীর গমন হয় অবীচি নিরয়ে,  
স্বর্গগামী সেই হয় পুণ্যকামী যে- ।

- (৪) কিমাকৃতি মগজে পূর্ণ শুচির মস্তকে,  
অবিদ্যায় আচ্ছন্ন মূর্খই মোহিত দেহে ।  
দ্বিপদী এই দেহ পূর্ণ অশুচি দুর্গন্ধে,  
কৃমিকুলে পূর্ণ যথা আবর্জনা কূপে ।  
এতাদৃশ দেহটিকে, আছে কি-বা আর?  
কী আছে পঁচা দেহে, পরকে দেখার?  
আত্মপর কায়ে কর, আসক্তি বর্জন,  
সর্বদেহে অশুভ সংজ্ঞা কর উৎপাদন ।

- (৫) মরণ সুখের নহে ভবে কদাচন,  
মহাদুঃখ তাই তারে ডরে সর্বজন ।  
মরণের হাত ভবে এড়াবার তরে,  
নানাজনে নানাদর্ম রচে ধরাপরে ।  
সৃজিতেছে কত জনে কতই উপায়,  
তবুও মরণের হাতে কেবা রক্ষা পায়?



- সম্যক সমুদ্ধ আদি ধর্মরাজগণ  
মরণ-সাগরে সবে হৈলা নিমগণ ।
- (৬) আয়ুক্ষয় কর্মক্ষয় আয়ু-কর্ম ক্ষয়,  
উপচ্ছে মৃত্যু হয়, মৃত্যু চতুষ্টয় ।  
এ চারটি একটির নিশ্চয় ঘটিলে,  
মৃত জীব বলি তারে, কহেন সকলে ।  
মর্ত্য লোকে আছে জীব মরণের তরে,  
না মরিয়া এ জগতে থাকিতে না পারে ।  
সে কারণে সদা ভাব মরণ হইবে,  
মরিব মরিব আমি এ অনিত্য ভবে ।  
মরিয়াছে মরিবেই যত জীবগণ,  
আমিও মরিব ধ্রুব সত্য সনাতন ।  
মৃত্যুমার ত্যাগকল্পে মৃত্যু-স্মৃতি স্মর,  
দেহজাত তৃষ্ণা তাতে ক্ষয়িবে সত্বর ।
- (৭) দুঃখ ছাড়া ভবে সুখ লেশমাত্র নাই,  
দুঃখময় এ সংসার যেই দিতে চাই ।  
জন্মে জন্মে অতীত কালেতে জীবগণ,  
কত যে ভোগিল দুঃখ কে করে গণন ।  
ভগবান বলেছেন, ‘ওহে শিষ্যগণ!  
পূর্বে এত জন্ম আমি করিぬ ধারণ ।  
প্রিয়ের বিরহে এত করিぬ রোদন,  
যদি বা রাখিত আঁখি নীর কোন জন ।  
এ জন্ম দুঃখ ভোগ করিぬ সংসারে,

না আঁটিত সেই জল সপ্ত সাগরে ।  
 পূর্বে পূর্বে জন্মে এত হয়েছে মরণ,  
 প্রত্যেক জন্মের মম মাংস কোন জন  
 একত্র করিয়া যদি রাখিতে পারিত  
 ধরা হতে মম মাংসপিণ্ড বড় হত ।  
 প্রত্যেক জন্মের মোর অস্থি কোন জনে,  
 রাশীকৃত করিয়া রাখিত সযতনে ।  
 সুমেরু হইতে তাল হত বৃহত্তর,  
 জন্মে জন্মে হেন দুঃখ ভোগ বহুতর ।  
 বুদ্ধাংকুর হয়ে দুঃখ ভোগিলাম এত,  
 অপরের দুঃখ ভোগ বলিব বা কত?  
 এরূপ বিবিধ দুঃখ ভোগ নিরন্তর,  
 বর্তমান জন্মে দুঃখ অতীত সোসর ।

### মৈত্রী ভাবনার একাদশ ফল

পরম করুণাময় তথাগত ভগবান বুদ্ধ, তৎকালীন শ্রেষ্ঠ  
 দানবীর সুদত্ত কর্তৃক দানকৃত ও নির্মিত জেতবন নামক  
 বিহারে অবস্থানকালে এই মৈত্রী ভাবনার সুমহান ফল বর্ণনা  
 করেন :

১. সুখং সপতি— সুখে নিদ্রা হয় বা যেতে পারেন ।
২. সুখং পটিবুজ্জতি—ঘুম থেকে সুখে জাগ্রত হয় ।
৩. ন পাপকং সুপিনং পস্‌সতি—পাপ স্বপ্ন দেখে না (পাপ,  
 অমঙ্গল বা অশুভ কুলক্ষণ স্বপ্ন দেখে না) ।

৪. মনুস্সানং পিযো হোতি—সকল মানুষেরা ভালবাসে ও প্রিয় হয়।
৫. অমনুস্সানং পিযো হোতি—অমনুষ্যগণ প্রিয় হয় (ভূত, দেবতা, দানব ও যক্ষগণ ভালবাসে ও প্রিয় হয়)।
৬. দেবতা রক্ষন্তি—দেবতাগণ রক্ষা করে (স্বর্গের দেবতারাও এই মনুষ্যলোকে বৃক্ষ দেবতাগণ আছেন, তাঁহারা বিপদের সময় উদ্ধার ও রক্ষা করিয়া থাকেন)
৭. নাস্স অগ্গি বা বিসং বা সখং বা কমতি—মৈত্রী ভাবনাকারী অগ্নি, বিষ বা অস্ত্র দ্বারা দুঃখপ্রাপ্ত হয় না এবং মৃত্যুবরণও করে না।
৮. তুবট্টং চিত্তং সমাধিযতি—ভাবনায় মনোনিবেশ করিলে সহজেই চিত্ত স্থির (সমাধিস্থ) হয়।
৯. মুখবল্লো বিপ্লসীদতি—মৈত্রী ভাবনাকারী ব্যক্তিগণের মুখের বর্ণ প্রসন্ন ও উজ্জ্বল পরিলক্ষিত হয়।
১০. অসম্মুলহো কালং করোতি—মৈত্রী ভাবনা করিলে সজ্ঞানে মৃত্যুবরণ করতে পারে।
১১. উত্তরিং অঙ্গটিবিজ্জন্তো ব্রহ্মলোকুপগো হোতি—মৈত্রী ভাবনাকারীর অরহত্ব ফল লাভ না হলেও মৃত্যুর পর ব্রহ্মলোকে উৎপন্ন হয়।

### মৈত্রী ভাবনা

অবৈরী বিপদ শূন্য হই রোগহীন,  
 সুখে বাস করি যেন আমি চিরদিন ।  
 আচার্য ও উপাধ্যায়, মাতা-পিতাগণ,  
 হিতসত্ত্ব, মধ্যসত্ত্ব, যত বৈরীজন ।  
 মম-সম শত্রুহীন বিপদ বিহীন,  
 রোগহীন সুখী আত্ম হোক চিরদিন ।  
 দুঃখমুক্ত হোক লব্ধ সম্পত্তি সম্ভোগী,  
 কর্মই আপন সবে কর্মফল ভোগী ।  
 বিহারে, গোচরগ্রামে, নগরে, পুরে বাংলায়,  
 জনপদে, জম্বুদ্বীপে, বিপুলা ধরায় ।  
 চক্রবালে শক্তিশালী জনগণ হোতা,  
 সর্বসত্ত্ব, সর্বপ্রাণী সীমাস্থ দেবতা ।  
 অবৈরী বিপদ শূন্য হই রোগহীন,  
 আত্মসুখে বাস যেন করি চিরদিন ।  
 দুঃখমুক্ত হোক লব্ধ সম্পত্তি সম্ভোগী,  
 কর্মই আপন সবে কর্মফল ভোগী ।  
 পূর্ব, দক্ষিণদিক, পশ্চিম দিসায়,  
 উত্তর দিসায় তথা পূর্ব কোণায় ।  
 দক্ষিণ, পশ্চিম কোণ, কোণায় উত্তরে,  
 উর্ধ্বে, অধঃ, দশদিকে যত জীব চরে ।  
 সর্বসত্ত্ব, সর্বপ্রাণী, সর্ব ভূতজন,  
 সর্বব্যক্তি দেহধারী নর-নারীগণ ।

আর্য ও অনার্য আর দেবতা মণ্ডল,  
 মানুষ ও অমানুষ বিনিপাতী দল ।  
 অবৈরী বিপদ শূন্য হোক রোগহীন,  
 আত্মসুখে বাস যেন করে চিরদিন ।  
 দুঃখমুক্ত হোক লব্ধ সম্পত্তি সম্ভোগী,  
 কর্মই আপন সবে কর্মফল ভোগী ।  
 আছে পূর্বদিকে ঋদ্ধিমান যত ভূতগণ,  
 তাহারা নিরোগে সুখে আমারে ও তোমারে সদা করুন পালন ।  
 আছেন দক্ষিণদিকে ঋদ্ধিমান যত দেবগণ,  
 তাহারা নিরোগে সুখে আমারে ও তোমারে সদা করুন পালন ।  
 আছেন পশ্চিমদিকে ঋদ্ধিমান যত নাগগণ,  
 তাহারা নিরোগে সুখে আমারে ও তোমারে সদা করুন পালন ।  
 আছেন উত্তরদিকে ঋদ্ধিমান যত যক্ষগণ,  
 তাহারা নিরোগে সুখে আমারে ও তোমারে সদা করুন পালন ।  
 ধৃতরস্ত্রী মহারাজা পূর্ব দিকেতে,  
 বিরুদ্ধক মহারাজ দক্ষিণ মুখেতে ।  
 বিরূপাক্ষ মহারাজ পশ্চিম দিকের,  
 কুবের রাজত্ব করে দিক উত্তরের ।  
 এই চারি লোকপাল যশস্বী রাজন,  
 তাহারা নিরোগে সুখে আমারে ও তোমারে সদা করুন পালন ।  
 আকাশবাসী, ভূমিবাসী, ঋদ্ধিমান যত দেব-নাগগণ,  
 তাহারা নিরোগে সুখে আমারে ও তোমারে সদা করুন পালন ।  
 বুদ্ধশাসনে আত্মশালী (বিশ্বাসী) ঋদ্ধিমান যত দেবগণ,

তাহারা নিরোগে সুখে আমারে ও তোমারে সদা করুন পালন ।

নভবাসী দুঃখশূন্য উপদ্রবহীন,  
জলবাসী দুঃখশূন্য উপদ্রবহীন;  
কামবাসী দুঃখশূন্য উপদ্রবহীন;  
রূপবাসী দুঃখশূন্য উপদ্রবহীন ।  
অরূপস্থ দুঃখশূন্য উৎপাত বিহীন,  
অবৈরী বিপদশূন্য হোক চিরদিন ।

### চাণ্ডমা ভাষায় মৈত্রী ভাবনা

হন শত্রু ন থাদোক মর হন পীড়ায় ন ধরোক,  
সুগে হাদি যোক জীবনান হন বিপদ ন এজোক ।  
মা-বাপ, গুরু-ঠাণ্ডুর, আর মর মাষ্টরন,  
ভালেদ চেইয়্যা হোচ পেইয়্যা মর বেগ শত্রুউন ।  
ম ধক্ক্যা সুগী ওদোক হন শত্রু ন থাদোক,  
রোগ ব্যাধি ন ওক তারার বিপদ-দ ন পত্তোক ।  
যা সম্পত্তি তে ভোগ গড়ি, সুগে তারা থাদোক,  
যা কর্ম তে ভোগ গড়িনেই, হন দুগত ন পত্তোক ।  
হিয়ংগত আদামত্ আর আমা এ দেজত্  
রাজা রেজ্যত্ জম্মুদ্বীপত্, গদা সংসারত্ ।  
চক্রবালত্ আগন যারা ধনি-মানী জন,  
বেগ সত্ত্ব, বেগ প্রাণী যে দেবেদাউন আগন ।  
শত্রু নেইয়া ওদোক তারা ন পত্তোক বিপদত্,

পীড়া ধীরায় ন ধরিনেই তারা সুগী ওদোক জীবনত্ ।

দুঃখমুক্ত ওয় তারা যা সম্পত্তি তে হাদোক,

যা কর্ম তে ভোগ গড়িন্যায় হন দুগত্ ন পত্তোক ।

পুগেদি, পজিমেদি, উত্তর, দগিন আর চের হনায়,

উত্তরেদি আ তলেদি যে যোত্ থাই ।

বেগ সত্ত্বউন, বেগ প্রাণী, আ ভুত বেগ মানুচছন,

হেয়া বলা যিউন আগন মিলা আ মরত্তুন ।

আর্য আগন অনার্য আ' বেগ দেবেদা,

মানুষ আ' ভুত-প্রেত যা আগন গদা ।

হন শত্রু ন থাদোক বিপদ'দ ন পত্তোক,

রোগ ব্যাধি লাগ ন পেই তারা সুগে সুগে থাদোক ।

যা সম্পত্তি তে ভোগ গত্তোক হন দুগত্ ন পড়ি,

হন দুগ ন পাদোক আর যা কর্ম তে ভাগ গড়ি ।

যে সমস্ত ডাংগড় ভুত্তুন আগন পুগেদি,

সুগে আমারে রাগাদোক্ বেগ পিড়ানি হাদেইদি ।

যে সমস্ত দেবেদাউন ডাংগড় আগন দগিনে,

সুখে আমারে রাগাদোক্ রোগ নেই গড়িনে ।

পজিমেদি নাক্কুন আগন যারা ঋদ্ধিমান,

তারাও নিরোগে সুগে আমারে যেন রাগান ।

ডাংগড় ডাংগড় যক্ষউন আগন যারা উত্তরে,

পীড়ে ধাবেই দিনেই তারা সুগে রাগ আমারে ।

পুগেদি আগে ধৃতরস্ত্র দগিনেদি বিরুদ্ধক,

পজিমেদি বিরূপাক্ষ আগে উত্তরেদি কুব ।

হুব ডাংগড় রাজা তারা আগন চেরজন,  
 গমে সুগে তারা আমারে গরিবা পালন ।  
 যে দেবেদাউনে পালাদন বুদ্ধর এই শাসন,  
 আমারেও তারা গমে সুগে গরিবা পালন,  
 আগাজে, মাদিয়ে যেই দেবেদা, সাপ আগ ।  
 তারাও আমারে গমে হুব সুগে রাগ,  
 উগুড়েদি ব্রহ্মলোক তলেদি অবীচি নরগত,  
 যে সমস্ত প্রাণীউন আগন চক্রবালত;  
 মাদিত্ থেইয়ে প্রাণীউন দুগ উপদ্রব নেই ওদোক;  
 শত্রু নেইয়া বিপদ নেইয়া সুগে জীবন হাধাদোক ।  
 উগুড়েদি ব্রহ্মলোক তলেদি অবীচি নরগত,  
 যে সমস্ত প্রাণীউন আগন চক্রবালত;  
 আগজর বেগ প্রাণীউন দুগ উপদ্রব নেই ওদোক,  
 শত্রু নেইয়া বিপদ নেইয়া সুগে জীবন হাধাদোক ।  
 উগুড়েদি ব্রহ্মলোক তলেদি অবীচি নরগত,  
 যে সমস্ত প্রাণীউন আগন চক্রবালত;  
 পানিত্ থেইয়া প্রাণীউন দুগ উপদ্রব নেই ওদোক,  
 শত্রু নেইয়া বিপদ নেইয়া সুগে জীবন হাধাদোক ।  
 উগুড়েদি ব্রহ্মলোক তলেদি অবীচি নরগত,  
 যে সমস্ত প্রাণীউন আগন চক্রবালত;  
 কাম ভুবনর প্রাণীউন দুগ উপদ্রব নেই ওদোক,  
 শত্রু নেইয়া বিপদ নেইয়া সুগে জীবন হাধাদোক ।  
 উগুড়েদি ব্রহ্মলোক তলেদি অবীচি নরগত,



যে সমস্ত প্রাণীউন আগন চক্রবালত;  
 রূপ-লোগড় ব্রহ্মাউন দুগ উপদ্রব নেই ওদোক,  
 শত্রু নেইয়া বিপদ নেইয়া সুগে জীবন হাধাদোক ।  
 উণ্ডেদি ব্রহ্মলোক তলেদি অবীচি নরগত,  
 যে সমস্ত প্রাণীউন আগন চক্রবালত;  
 অরূপ-লোগড় ব্রহ্মাউন দুগ উপদ্রব নেই ওদোক,  
 শত্রু নেইয়া বিপদ নেইয়া সুগে জীবন হাধাদোক । ।

### সংক্ষিপ্ত মৈত্রী ভাবনা (বাংলা)

শীলেই কল্যাণ হয় শীলের সমান,  
 এ জগতে অন্য গুণ নাহি বিদ্যমান ।  
 ত্রিলোক মাঝারে যত শত্রু-মিত্রজন,  
 সকলে হোক সুখী আর সত্ত্বগণ ।  
 রোগ-শোক না লভিয়া হোক সুখীত,  
 সকলে সন্তোষভাবে থাকুক নিয়ত ।  
 ধরাধামে জন্ম যারা করেছে গ্রহণ,  
 যতপ্রাণী বিশ্বমাঝে করে বিচরণ ।  
 সর্বজীব হোক সুখী এ আমি চাই,  
 নাহি পশে দুঃখ যেন কভু কারো ঠাঁই ।  
 সুরক্ষিত এবে আমি লভিয়াছি পরিত্রাণ,  
 হিংসারত প্রাণীগণ যাও ছাড়ি এই স্থান ।  
 সুরক্ষিত এবে আমি লভিয়াছি পরিত্রাণ,  
 ক্রোধেরত প্রাণীগণ যাও ছাড়ি এই স্থান ।

সুরক্ষিত এবে আমি লভিয়াছি পরিদ্রাণ,  
পাপেরত প্রাণীগণ যাও ছাড়ি এই স্থান ।  
অপ্রমাণ ভগবান লইলাম নাম তাঁর,  
সপ্ত বুদ্ধে স্মরি আমি ভয় কিবা আছে আর ।  
সপ্ত বুদ্ধে স্মরি আমরা ভয় কিবা আছে আর ।  
সপ্ত বুদ্ধে স্মর তোমরা ভয় কিবা থাকবে আর ।।

### সংকল্প

১. নানা শব উপাদানে দেহ বিনির্মিত,  
বীভৎস অশুচি ইহা অতীত ঘৃণিত ।  
কিন্তু অন্ধজীব, যাহা অশুচি আকর,  
তাহাকেই শুচি জ্ঞানে করে সমাদর ।  
অপ্রিয়েই আসক্ত হয়, প্রিয় ভাবি মনে,  
দুঃখ হইতে মুক্ত জীব হইবে কেমনে?  
ধিক্ দেহে পূতিময় ঘৃণার ভাজন,  
অশুচি আতুর সর্বব্যাদি নিকেটন ।  
আসক্ত এহেন দেহে মূঢ় জীবগণ,  
সুপথ ত্যাজিয়া করে কুপথে গমন ।  
পুণ্যচিন্ত দেহ ত্যাগে পুনঃ জন্ম লভে যথা,  
দেহাসক্ত জীব কভু নাহি যায় তথা ।
২. এই আসনে দেহ মোর যাক্ শুকাইয়া,  
চর্ম, অস্থি, মাংস যাক্ প্রলয়ে ডুবিয়া;

না লভিয়া বোধিজ্ঞান, এ দুর্লভ জগতে,  
তলিবনা দেহ মোর এই আসন হইতে ।

৩. সেই হেতু নিজ আর অপর সকলে,  
মৈত্রীভাবে করিবে লেপন ।  
প্রসারিবে মৈত্রীচন্ড অসীম জগতে,  
ভগবান বুদ্ধের ইহা অনুশাসন । ।

\*\* ভাবনা বর্ণনা সমাপ্ত \*\*

## পঞ্চম অধ্যায়

### সূত্র প্রসঙ্গ

#### পরিত্রাণ প্রার্থনা

১. বিপত্তি পটিবাহায়, সৰ্বসম্পত্তি সিদ্ধিয়া,  
সৰ্বদুঃখ বিনাসায়, সৰ্বভয় বিনাসায় ।
২. সৰ্বরোগ বিনাসায়, ভবে দীঘায়ুদায়কং,  
চিত্তং উজ্জুং করিত্তান, পরিত্তং ব্রুথ মঙ্গলং ।

#### পদ্যানুবাদ

১. বিপত্তি করিতে দূর, সাধিতে সম্পত্তি ধনে,  
সকল দুঃখ বিনাশনে, সর্বভয় বিনাশনে ।
২. সকল রোগ বিনাশ হোক, চির আয়ুধারী ভবে,  
শুভ পরিত্রাণ শুনি, সরল অন্তরে তবে ।।

#### দেবতা আমন্ত্রণ

সমস্ত চক্রবালেসু, অত্রাগচ্ছন্ত দেবতা,  
সন্ধম্মং মুনিরাজস্‌স, সুগন্ত সগ্গমোক্‌খদং ।  
ধম্ম-সবন-কালো অযং, ভদন্তা । (তিনবার)

#### পদ্যানুবাদ

সমস্ত চক্রবালবাসী দেবতা নিকর,  
এইখানে এস সবে চলিয়া সত্ত্বর ।

মুনিরাজ শ্রীবুদ্ধের সত্যধর্ম সার,  
 স্বর্গ মোক্ষপ্রদায়ী যাহা সংসার মাঝার ।  
 একমনে শুনে তাহা ওহে দেবচয়,  
 ধর্ম শ্রুনিবার এই উচিত সময় ।।

### বিশেষ দেবতা আহ্বান

নমো তস্‌স ভগবতো অরহতো সম্মাসম্বুদ্ধস্‌স (তিনবার)

যে সন্তা সন্তাচিন্তা তিসরণসরণা এথালোকন্তরে বা,  
 ভুম্মা ভুম্মা চ দেবা গুণগণগহণ-ব্যবতা  
 সর্বকালং এতে আযন্ত দেবা বরকনকময়ে  
 মেরুরাজে বসন্তো সন্তো সন্তোসহেতুং  
 মুনিবরবচনং সোতুমগ্গং সমগ্গং ।

### পদ্যানুবাদ

ইহপরলোকে যত ভূচর খেচর,  
 কিংবা সুকনকময় মেরুরাজচর ।  
 শান্তচিন্তা ত্রিশরণ-শরণ আগত,  
 পুণ্যকার্যে রত যত দেবতা সতত ।  
 পরম সন্তোষ হেতু বুদ্ধের বচন,  
 শ্রুনিবার তরে সবে কর আগমন ।।

### দেবগণকে পুণ্যদান ও রক্ষা প্রার্থনা

সর্বেসু চক্‌বালেসু যক্‌খা দেবা চ ব্রাহ্মণো,  
 যং অম্‌হেহি কতং পুএংএং, সর্ব সম্পত্তি সাধকং ।

সবের তং অনুমোদিত্বা, সমগ্গা সাসনেরতা,  
পমাদরহিতা হোম্ব, আরক্খাসু বিসেসতো ।

### পদ্যানুবাদ

যেই পুণ্য ভবে সর্ব বিভব সাধন,  
সেই পুণ্য যাহা মোরা করিনু সাধন ।  
সকল ভুবনবাসী দেব-ব্রহ্মা যক্ষ,  
তার ভাগ লইয়া সবে হও সবে ঐক্য ।  
একমনে সকলে ধর্মে হও রত,  
সাবধান হও লোক পালিতে সতত ।

### বুদ্ধশাসনের উন্নতি ও রক্ষা প্রার্থনা

সাসনস্ চ লোকস্ চ বুড়্ণী ভবতু সৰ্বদা,  
সাসনম্পি চ লোকস্, দেবা রক্খন্তু সৰ্বদা ।  
সদ্ধিং হোম্ব সুখী সৰ্বে, পরিবারেহি অভনো,  
অনীঘা সুমনা হোম্ব, সহ সৰ্ব্বেহি এগ্গতীভি ।

### পদ্যানুবাদ

ধর্ম, জগতের হোক শ্রীবৃদ্ধি সতত,  
ধর্ম জগত রক্ষা করুন দেবগণ প্রতিনিয়ত ।  
সর্বজীব নিজ জগতি, পরিবারসহ,  
দুঃখহীন সুখী হবে হোক অহরহ ।

## চাণ্ডমা ভাষায়\* মহামঙ্গল সূত্র

১. মহাকাশ্যপ রাজগৃহত্ মহাসঙ্গিতী<sup>১</sup> গজ্জে,  
আবল আবল অরহত্ সে সঙ্গিতীট্ ধাক্ক্যা ।
২. এগামনে ভগবানর আনন্দ নিত্ত্য সেবিয়্যা,  
আনন্দই আজির ওইয়ে সে সঙ্গিতীট্ বোলেয়্যা ।
৩. ভগবানে মঙ্গল শব্দ হুদু হেংগাড়ি বুঝেয়্যা,  
ঠিক সেধগে আনন্দইও সে সঙ্গিতীট্ হোই যেইয়ে ।
৪. আনন্দইয়ে হোই যার মঙ্গল হি বুদ্ধ ধগে ধগে,  
শুনিলে মঙ্গল অয় ভক্তি শ্রদ্ধায় মন দিলে ।
৫. একসময়ে ভগবানে শ্রাবস্তীর জেতবন হিয়ঙ্গত্,  
বোই রোইয়ে পর ছোরেই নিজর বিবেক সুগত্ ।
৬. দানির মধ্যে শ্রেষ্ঠ দানি অনাথপিণ্ডিক নাং,  
সে শ্রেষ্ঠীয়ে তুলি দে জেতবন হিয়ংঙ্গান ।
৭. শেষ রোদোত্ দেবেতা ইক্কো সাজি সুজি এয়,  
জেতবনান পর গজ্জে দিব্য সদক ছোরেই ।
৮. তারপরে ধিরে আস্তে বুদ্ধ ইদু এল,  
ভক্তি শ্রদ্ধা দিনেই দেবে বুদ্ধরে সেলাম গল্প ।
৯. সেলাম গড়ি এক হিন্তেদি টিয়ে টিয়ে রল,  
আত্ জুর গড়ি টিইয়ে বাদে গাথায় পিজার গল্প ।

\* শ্রদ্ধেয় প্রজ্ঞালংকার ভাস্তের রেকর্ডকৃত অডিও থেকে সংগৃহীত ।

<sup>১</sup> । বৈভার পর্বতের সপ্তপর্ণী গুহায় এ অধিবেশন চলে ।

১০. হ'থ দেবেদা হ'থ মানৈয়া মঙ্গল চিদে গজ্জোন,  
হন জনে এজাবত্ মঙ্গল শব্দ ন বুঝন ।
১১. হুবনরে মঙ্গল হয় হি গল্লে মঙ্গল আমার,  
দয়া গড়ি ওগো বুদ্ধো চাঙ্গর জানিবার ।
১২. ভগবানে হুজি ওয়ে দেবেদা বোর প্রার্থনায়,  
মঙ্গল হি দেশনা ডের দেব-মান্নো সুগভেই ।
১৩. সেবা পূজা ন গড়ানা মিথ্যাদৃষ্টি মূর্খ মানছেহরে,  
সম্যকদৃষ্টি সেবা গড়ানা পূজা গড়ানা জ্ঞানীরে ।
১৪. পূজনিয়ে পূজা গড়ানা ইয়ানি মঙ্গল হয়,  
তুমি চলিলে এ ধগে বেগর সুগ অয় ।
১৫. সত্যধর্ম যে দেজত্ থাই সিদু জনে থেলে,  
আগে গজ্জ পুণ্যলোই জ্ঞান দিনেই রলে ।
১৬. সত্য আর সম্যকপদে নিজরে চালানা,  
ইয়ানি অল উত্তম মঙ্গল দোয়েল বুদ্ধর দেশনা ।
১৭. নানা রকম সত্য বিষয় দোলে দোলে জানানা,  
নানা হাম শিগি শাগায় নানান জিনিজ বানানা ।
১৮. শিক্ষে গড়ি শিক্ষিত ওয় নিধি হধা হলে,  
দুঃখ ন পেইয়ে হধা হোইনেয় মাছেহলোই চলিলে ।
১৯. মঙ্গল অর্থ ইয়ানি হয় বুদ্ধো বুঝেই দিলো,  
দেবতাবোই হুজি ওয় দোলে বুঝ পেল ।
২০. মা-বাবরে সেবা গড়ানা, মোক-পোয়া পালানা,  
উপকারর চেষ্টা গড়ানা অপকার ন গড়ানা ।
২১. পাপ ব্যবসা পেলেই'দি সৎ ব্যবসা গড়িলে,



- গম ব্যবসাই জীবন যদি তুমি চালে গেলে ।
২২. ইয়ানি অয় উত্তম মঙ্গল বুদ্ধউনর দেশনায়,  
শান্তি পেল ইয়ানি শুনি স্বর্গ লোগর দেবতায় ।
২৩. দান গড়ানা আর ধর্ম পালানা এগা চিত্ত গড়ি,  
হুদুম্মরে উপকার গড়ানা অপ্রমাদ সদ্ধর্মরে ধরি ।
২৪. উত্তম মঙ্গল ইয়ানি হয় বুদ্ধউনর দেশনায়,  
বুঝি পারের মঙ্গল শব্দ স্বর্গর দেবেদায় ।
২৫. আদে ধরি মনে মনে পাপত্ হন মন ন দেনা,  
গায়ে পড়ি হধা বাত্তায় পাপত্ ন জানা ।
২৬. মদ ন হেয় পুণ্য হামত্ দেন বাং ন আলেই,  
সত্যধর্ম পুণ্য হাম যদি বেগে গড়ি যেই ।
২৭. ইয়ানি বেগড় মঙ্গল অয় দোয়াল বুদ্ধর দেশনা,  
সুগি অন দেব-মানেইয়ে যুদি অয় পালানা ।
২৮. ইজ্জোত্ পেবার মাচ্ছোরে ইচ্ছোত্ যদি দিলে,  
নরম গড়ি বেগল্লোই হধা পাত্তায় চলিলে ।
২৯. জিয়ান পায় সিয়ান্নোই হুজি যদি থেলে,  
উপকারীর উপকার স্বীগার যুদি গেলে ।
৩০. সময় সময় হিয়ঙত্ যেই ধর্ম হধা শুনিলে,  
ইয়ানি হয় উত্তম মঙ্গল এই দগে চলিলে ।
৩১. ক্ষমা গড়ানা মাচ্ছোরে মহত্তর লক্ষণ হয়,  
হধা দারনা আদেশ মানানা বাধোত্তার গুণ অয় ।
৩২. শীলগুণে গুণবান ভিক্ষু-শ্রামণ মুনিরে,  
দেগা গড়ানা তারাল্লোই হিয়ঙত্ যেই সময় অন্তরে ।

৩৩. ধর্ম হধা আলাপ-সালাপ সময় সময় গড়িলে,  
ইয়ানি অয় উত্তম মঙ্গল সুগ তারার বেজ মিলে ।
৩৪. তপশ্যা আর ব্রহ্মচর্য পাপ ক্ষয় ওয় যায়,  
আর মঙ্গল আর্য সত্য ডলে যদি বুঝা যায় ।
৩৫. নির্বানর পথ যদি ফর এই দেবেতা আর মানাই,  
তাতুন বেজ মঙ্গল আর হন ছলে নাই ।
৩৬. লাভ-গুণয়ার বদনাঙে আর গম নাং পেই,  
পেজ বাইনি যদি আর সুগ-দুগত্ থেই ।
৩৭. আট বাবত্তা লোকধর্ম ইয়ানিরে হয়,  
এ ধর্মত্ যা মন নাহি ছজি বেজার ন অয় ।
৩৮. লোভ-হিংসা চিৎপুড়া দুগ হিয়র যদি ন থাই,  
অজ্ঞান মনর হাজর বিজর ধোয়া যদি যায় ।
৩৯. এড়েই এড়েই পাপানিরে বলপেইয়া গড়ি থেলে,  
উত্তম মঙ্গল ইয়ানি বেগ পালেলে সুগ মিলে ।
৪০. দেব-মাছেহার মঙ্গল অয় ইয়ানি যদি পালান,  
চের হিন্ত্যা জয় গড়িনেই বলপেইয়া জীবন হাধান;  
এ হধা হোই ভগবানে মঙ্গল শব্দ ভাঙি বুঝোল;  
আটত্রিশচ্ছান মঙ্গল নীতি পালেবার হল ।  
ভগবানর সত্য হধাই বেগর মঙ্গল ওক  
রোগ-ব্যাদি, আপদ-বিপদ বেঝানি ধ্বংস ওয়  
যোক ।।

### করণীয় মৈত্রী সূত্র

১. যস্সানুভাবতো যক্খা নেব দস্সেসত্তি ভিংসনং,  
যম্হি চেবানুযুঞ্জন্তো রত্তিং দিব মতন্দিতো ।
২. সুখং সুপতি সুত্তো চ পাপং কীঞ্চি ন পস্সতি,  
এবমাদি গুণোপেতং পরিত্তং তং ভগাম হে ।

### সূত্রারম্ভ

১. করণীয় মথকুসলেন, যন্তং সন্তং পদং অভিসমেচ ।  
সক্কো উজ্জু চ সুজ্জু চ, সুবচো চস্স মুদু অনতিমানী ।
২. সম্বস্সকো চ সুভরো চ, অঙ্গকীচো চ সল্লহকবুত্তি ।  
সত্তিন্দিযো চ নিপকো চ, অঙ্গগব্ভো কুলেসু অননুগিক্কো ।
৩. ন চ খুদ্ধং সমাচরে কীঞ্চি, যেন বিএঃএঃ পরে উপবদেয়ুং ।  
সুখিনো ব খেমিনো হোম্ব, সৰে সত্তা ভবম্ব সুখিতত্তা ।
৪. যে কেচি পাণভূতথি, তসা বা থাবরা অনবসেসা ।  
দীঘা বা যে মহত্তা বা, মজ্জিমা রস্সকাণুকথুলা ।
৫. দিট্ঠা বা যে ব অদিট্ঠা, যে চ দূরে বসত্তি অবিদূরে ।  
ভূতা বা সম্ভবেসী বা, সৰ সত্তা ভবম্ব সুখিতত্তা ।
৬. ন পরো পরং নিকুৰেথ, নাতিমএঃএঃথ কথ্খাচি নং কীঞ্চি ।  
ব্যারোসনা পটিঘাসএঃএঃ নাএঃএঃমএঃএঃস্স দুক্খামিছেয়্যা ।
৭. মাতা যথা নিয়ং পুত্তং আয়ুসা একপুত্তমনুরক্খে ।  
এবম্পি সৰ ভূতেসু মানসং ভাবয়ে অপরিমাণং ।
৮. মেত্তঞ্চ সৰলোকস্মিং, মানসং ভাবয়ে অপরিমাণং ।  
উদ্ধং অধো চ তিরিয়ঞ্চ, অসম্বাধং অবেরমসপত্তং ।

৯. তিট্ঠঞ্চরং নিসিন্নো ব, সযনো ব যাবতস্স বিগতমিদ্ধো ।  
 এতং সতিং অধিট্ঠেয়্য, ব্রহ্মমেতং বিহারমিধমাহু ।  
 ১০. দিট্ঠঞ্চ অনুপগ্গম্ম সীলবা দস্সনেন সম্পন্নো ।  
 কামেসু বিনয্য গেধং, নহি জাতু গব্ভসেয্যং পুনরেতী<sup>১</sup>তি ।

করণীয় মৈত্রী সূত্র পদ্যানুবাদ  
 যেই মৈত্রী-করণীয় পবিত্র প্রভাবে,  
 ভয় দেখাইতে নারে যক্ষ কোনভাবে ।  
 যে ভয়ে ব্যাকুল মন পূর্বে ভিক্ষুগণ,  
 দিবানিশি অনিদ্রায় করিলা যাপন ।  
 যার বলে সুখে নিদ্রা যায়; সে নিদ্রিত,  
 নাহি দেখে পাপময় স্বপন কিঞ্চিৎ ।  
 গুণময় করণীয় মৈত্রী সে পবিত্র,  
 ভগিতেছি, শুনি কর জীবন পবিত্র ।

### সূত্রারম্ভ

১. শান্তিপদ পেয়ে অর্থ কুশল যেজন,  
 তাঁহার কর্তব্য যাহা কর হে শ্রবণ ।  
 সক্ষম, সরল হবে পরম সরল,  
 অভিমানহীন হবে সুবাধ্য কমল ।  
 ২. সঙ্কষ্ট<sup>১</sup>, সুপোষ্য, অল্প-কার্যবহ হবে,  
 অষ্ট পরিকারে মাত্র সন্তোষ থাকিবে ।

<sup>১</sup> । যথালভে সঙ্কষ্ট ।

জিতেন্দ্রিয় বিবেচক, অহমিকাহীন,  
সাংসারিক পানে<sup>১</sup> হবে আসক্তিবহীন।

৩. না করিবে হেন কোন পাপ আচরণ,  
যাতে নিন্দা করিবেক অন্য বিজ্ঞগণ।  
(অবিরত দয়াভাব করিবে ভাবন)  
নির্ভয়, নিরোগ, সুখী হউক জীবগণ।
৪. যে কোন পরাণী ভবে সবল, অবল<sup>২</sup>,  
ছোট, বড়, মোটা, খাঁট, মাঝারি, দীঘল।
৫. দৃষ্টাদৃষ্ট,<sup>৩</sup> দূরাদূরবাসী জীবচয়,  
ভূত, ভবিষ্যৎ সুখী হউক সমুদয়।
৬. পরস্পর পরস্পরে করো না ছলনা<sup>৪</sup>,  
কারেও কোথাও কিছু করিও না ঘৃণা।  
রাগ-দ্বেষষশী কায়ে-বচনে-মননে,  
পরের অনিষ্ট আশা (বাঞ্ছা) করো না কখনে।
৭. মাতা যথা একমাত্র পুত্রের জীবন,  
রক্ষা করে নিজ প্রাণ করি বিতরণ।  
(সে রূপ) সকল জীবের প্রতি আপনার মনে,  
করিবে অসীম দয়া ভাব অনুক্ষণে।

<sup>১</sup>। গৃহী জীবন বা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন না।

<sup>২</sup>। শক্তিবহীন।

<sup>৩</sup>। দেখা যায়, দেখা যায় না এমন প্রাণী।

<sup>৪</sup>। প্রবঞ্চনা/প্রতারণা।

৮. উপরে নিচেতে চারদিকে জীব যত,  
সকলেরে দয়াদান করিবে সতত ।  
হিংসা-বাধা-শত্রুতা-পক্ষতা বিরহিত,  
হয়ে, সদা দয়া জীবে কর অপ্রমিত ।
৯. দাঁড়াতে, চলিতে কিংবা বসিতে, শুইতে,  
যতক্ষণ জাগরণ, ভাব নিজ চিতে (মনে) ।  
জীবচয় পানে দয়া ভাবনা অপার-  
বুদ্ধধর্মে বলে একে ব্রহ্মের বিহার<sup>১</sup> ।
১০. শীলবান সম্যকদৃষ্টি যারা শ্রোতাপন্ন,  
মিথ্যাদৃষ্টি যারা করিলেন বর্জন ।  
কাম-আশা আদি তৃষ্ণা করি পরিহার,  
জনমিতে নাহি আসে জঠরে আবার ।  
[করণীয় মৈত্রী সূত্র সমাপ্ত]

### বোধ্যঙ্গ পরিত্রাণ

১. সংসারে সংসরন্তানং, সর্বদুঃখ বিনাসনে ।  
সত্ত্বধম্মে চ বোজ্জঙ্গে, মারসেনপ্পমদ্দিনো ।
২. বুজ্জ্বিত্বা যে পিমে সত্ত্ব, তিভবমুক্তকুত্তমা ।  
অজাতিং অজরাব্যাদিং, অমত্তং নিব্ভযংগতা ।
৩. এবমাদি গুণূপেতং, অনেকগুণসংগহং ।  
ওসধধু ইমং মত্তং, অনেকগুণসংগহং ।

<sup>১</sup>। ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মাগণ এভাবে ক্ষমা-মৈত্রীতে বাস করে ।

৪. বোজ্জঙ্গো সতিসংখাতো, ধম্মানং বিচযো তথা ।  
বীরিয়ং, পীতি, পস্সন্ধি বোজ্জঙ্গা চ তথাপরে ।
৫. সমাধুপেক্খা বোজ্জঙ্গা সত্তেতে সৰবদস্সিনা ।  
মুনিনা সম্মদক্খাতা ভাবিতা বহুলীকতা ।
৬. সংবত্তন্তি অভিঞ্ঞায় নিব্বাণায় চ বোধিয়া ।  
এতেন সচ্চ বজ্জেন সোথি তে হোতু সৰবদা ।
৭. একস্মিং সময়ে নাথো, মোগ্গল্লানঞ্চ কস্সপং ।  
গিলানে দুক্খিতে দিস্সা বোজ্জঙ্গে সত্ত দেসযি ।
৮. তে চ তং অভিনন্দিত্বা রোগা মুঞ্চিৎসু তং খনে ।  
এতেন সচ্চ বজ্জেন সোথি তে হোতু সৰবদা ।
৯. একদা ধম্মরাজাপি গেলঞ্ঞেণ ভিপীলিতো ।  
চুন্দথেৱেন তঞ্ঞেব, ভণাপেত্তান সাদরং ।
১০. সম্মোদিত্বা চ আবাবা, তম্হা বুট্ঠাসি ঠানসো ।  
এতেন সচ্চ বজ্জেন সোথি তে হোতু সৰবদা ।
১১. পহীনা তে চ আবাবা তিগ্নল্লম্পি মহেসীনং ।  
মগ্গাহত কীলেসা বা পত্তানুপত্তি ধম্মতং ।  
এতেন সচ্চ বজ্জেন সোথি তে হোতু সৰবদা ।

### বোধ্যঙ্গ সূত্র পদ্যানুবাদ

১. এ ভব সংসারে ভ্রমে যত জীবগণ ।  
নানাবিধ শোকে, দুঃখে দহে অনুক্ষণ ॥  
জনম, বার্কক্য, পীড়া, মরণ, বিলাপ ।  
শোক, দুঃখ, অগণন নিরাশা সন্তাপ ॥

- ইত্যাদি সকল দুঃখ যাতে বিনাশন ।  
 যে সপ্ত বোধ্যঙ্গ, মারসেনা জয়ীগণ ॥
২. সপ্তবিধ যে বোধ্যঙ্গ, বুঝি বুদ্ধগণ ।  
 ত্রিভব বিমুক্তগণ মাঝে সর্বজন ॥  
 সবার পরম বলি জগত পূজিত ।  
 জন্ম-জরা-ব্যাধি-মৃত্যু-ভয় বিরহিত ॥  
 অমৃত নির্বাণপুরে করিতে প্রবেশ ।
৩. হেন গুণে যে বোধ্যঙ্গ ভূষিত বিশেষ ॥  
 নানা গুণ সংগৃহীত ঔষধ স্বরূপ ।  
 নানা গুণধর মন্ত্র অথবা যেরূপ ॥  
 বোধ্যঙ্গ পবিত্র এই নানা গুণধর ।  
 বলিতেছি, শুন যত ভক্ত নিকর ॥

### সূত্রারম্ভ

৪. বোধ্যঙ্গ সম্যকস্মৃতি, ধর্ম বিচয়,  
 যত্ন, প্রীতি, শান্তি, পরে বোধ্যঙ্গ ত্রয় ।
৫. সমাধি, উপেক্ষা এই বোধি অঙ্গ সাত  
 ভাবিত, বহুলীকৃত সর্বজ্ঞ আখ্যাত<sup>১</sup> ।
৬. অভিজ্ঞা, নির্বাণ ভবে, বোধির কারণে  
 সদা শুভ হউক তব (মম) এ সত্য বচনে ।
৭. একদা কশ্যপ মোগ্গলায়নে দেখি নাথ

<sup>১</sup>। সর্বজ্ঞ বুদ্ধ কর্তৃক কথিত বা ব্যাখ্যাত ।



দুঃখিত পীড়িত, বলে বোধ্যঙ্গ এ সাত ।

৮. তাঁরা হাতা সমাদরে করিয়া গ্রহণ  
রোগ হতে বিমুক্ত হইল তখন ।  
এ যে আমি সত্য সত্য বলিনু বচন  
এই সত্য শুভ তব (মম) হউক অনুক্ষণ ।

৯. একদিন ধর্মরাজ পীড়ায় পীড়িত  
সাদরে ডেকে তা চুন্দ করায় পঠিত ।

১০. প্রভু তাহা সমাদরে করিয়া গ্রহণ  
রোগ হতে বিমুক্ত হইল তখন ।  
এ যে আমি সত্য সত্য কহিনু বচন  
এই সত্য শুভ তব (মম) হউক অনুক্ষণ ।

১১. এ তিন মহর্ষি রোগ হইল বিলয়  
অষ্ট মহাপথাহত যেন পাপক্ষয় ।  
পুনঃ নাহি উপজিল রোগ এ সকল  
এই সত্য বাক্যে তব (মম) হউক মঙ্গল ॥

[বোধ্যঙ্গ পরিত্রাণ সমাপ্ত]

### খন্ধক পরিত্রাণ

সব্বসীবিসজাতীনং দিব্বমন্তাগদং বিয়া,  
যং নাসেসি বিসং ঘোরং, সেসম্বগপি পরিস্সযং ।  
আণক্খেন্তুমহি সব্বথ সব্বদা সব্বপাণীনং,  
সব্বসোপি বিনাসেতি পরিত্তং তং ভণাম হে ।

### সূত্রারাম্ভ<sup>১</sup>

বিরূপকথেহি মে মেত্তং, মেত্তং এরাপথেহি মে,  
 ছব্বাপুত্তেহি মে মেত্তং, মেত্তং কণ্ঠগোতমকেহি চ ।  
 অপাদকেহি মে মেত্তং, মেত্তং দ্বিপাদকেহি মে,  
 চতুপ্পদেহি মে মেত্তং, মেত্তং বহুপ্পদেহি মে ।  
 মা মং অপাদকো হিংসি, মা মং হিংসি দ্বিপাদকো;  
 মা মং চতুপ্পদো হিংসি, মা মং হিংসি বহুপ্পদো ।  
 সৰে সত্তা সৰে পাণা, সৰে ভূতা চ কেবলা,  
 সৰে ভদ্রানি পস্সন্ত, মা কিঞ্চিৎ পাপমাগমা ।

অপ্লমানো বুদ্ধো, অপ্লমানো ধম্মো, অপ্লমানো সজ্জো,  
 পমাণবন্তানি সিরিংসপানি অহি-বিচ্ছিকা, সতপদী উল্লনাভী,  
 সরভূ, মূসিকা । কতা মে রক্খা, কতা মে পরিত্তা ।  
 পটিক্কমন্ত ভূতানি সো'হং নমো ভগবতো নমো সত্তন্তং সম্মা  
 সম্মুদান'ত্তি ।

এতেন সচ্চ বজ্জেন সৰ্ব্ব দুক্খা বিসং বিনস্সন্ত  
 এতেন সচ্চ বজ্জেন ইমং বিসং বিনস্সন্ত'ত্তি । ।

### খন্ধক পরিত্রাণ পদ্যানুবাদ

যে পরিত্রাণ দিব্যমন্ত্ৰ, ঔষধ সোসর,  
 নাশে সব বিষধর বিষ ঘোরতর ।  
 আর আর নানাবিল্ল করে বিনাশন,

<sup>১</sup> । এখানে 'এবং মে সুতং' থেকে উৎপত্তির কথা দেওয়া হইল না ।

যতদূর বুদ্ধ আজ্ঞা ভবে বিঘোষণ ।  
 ততদূর যত সব পরাণী নিকর,  
 সে সকল পরাণীর বিষয় ঘোরত ।  
 সর্বশ যে পরিত্রাণ করে নিবারণ,  
 ভণি সে পরিত্রাণ, ভক্ত! কর হে শ্রবণ ।

### সূত্রারম্ভ

বিরূপাক্ষ ঐরাবত, ছন্দ্রা পুত্র আর,  
 কৃষ্ণ গৌতমের সহ, মিত্রতা আমার ।  
 অপাদক<sup>১</sup>, দ্বিপাদক, চতুষ্পদ আর,  
 বহুপদ সহ সদা, মিত্রতা আমার ।  
 অপাদক, দ্বিপাদক, চতুষ্পদগণ,  
 বহুপদ হিংসা মোরে, করো না কখন ।  
 সর্বজীব, সর্বপ্রাণী, সর্বভূত আর,  
 সবে শুভ হের, পাও যথা শুভ যার ।  
 অপ্রমাণ বুদ্ধগুণ, ধর্মগুণ আর,  
 অপ্রমেয় সংঘগুণ, কহিতে অপার ।  
 কিম্ব সন্ন্যাসী, অহি<sup>২</sup> আর শতপদী,  
 তক্ষক<sup>৩</sup>, মূষিক<sup>৪</sup>, উর্ণানাভী<sup>৫</sup>, বিছা আদি ।

<sup>১</sup>। পা হীন প্রাণী, দুই পা বিশিষ্ট, চারি পা যুক্ত ও বহু পা বিশিষ্ট প্রাণী ।

<sup>২</sup>। সর্প ।

<sup>৩</sup>। গিরগিটি জাতীয় প্রাণী ।

<sup>৪</sup>। ইদুর ।

নহে অশ্রমেয় গুণ, বিশাল সবার,  
রক্ষা পরিব্রাজ্য করা হয়েছে আমার ।  
তাহাতেই ভূতচয় কর হে পয়াণ,  
প্রণিপাত করি আমি বুদ্ধ ভগবান ।  
সম্যক সমুদ্ধ সপ্তে মম মনস্কার,  
(এই কল্পে ভবে যাঁরা হৈলা অবতার) ।  
[খন্ধ পরিব্রাজ্য সমাপ্ত]

### মোর পরিব্রাজ্য

পূরেত্তং বোধিসম্ভারে নিব্বত্তং মোরযোনিয়ং,  
যেন সংবিহিতা রক্খং মহাসত্তং বনেচরা,  
চিরস্সং বায়মন্তাপি নেব সাক্কিংসু গণ্হিতুং,  
ব্রহ্মমন্তত্তি অক্খাতং পরিত্তং তং ভণাম হে ।

### সূত্রারম্ভ

১. উদেতয়ং চক্খুমা একরাজ  
হরিস্সবল্লো পঠবিপ্পভাসো,  
তং তং নমস্সামি হরিস্সবল্লং পঠবিপ্পভাসং,  
তয়জ্জাণত্তা বিহরেমু দিবসং ।
২. যে ব্রহ্মণা বেদগু সৰ্ব্বধম্মে  
তে মে নমো তে চ মং পালযম্মে,  
নমথু বুদ্ধানং নমথু বোধিয়া

নমো বিমুত্তানং নমো বিমুক্তিয়া,  
ইমং সো পরিত্তং কত্তা মোরো চরতি এসনা ।

৩. অপেতযং চক্কুমা একরাজ  
হরিস্সবল্লো পঠবিপ্পভাসো,  
তং তং নমস্সামি হরিস্সবল্লং পঠবিপ্পভাসং,  
তযজ্জগুত্তা বিহরেমু রত্তিং ।

৪. যে ব্রাহ্মণা বেদগু সৰ্ব্বধম্মে  
তে মে নমো তে চ মং পালযন্ত্ৰ,  
নমথু বুদ্ধানং নমথু বোধিয়া  
নমো বিমুত্তানং নমো বিমুক্তিয়া,  
ইমং সো পরিত্তং কত্তা মোরো বাসমকপ্পযী'তি ।

### মোর পরিত্রাণ পদ্যানুবাদ

১. চক্ষুশালী একরাজা কনক বরণ,  
ভুলোক-আলোকদাতা উদয় এখন ।  
তাই ওহে ধরালোক কনক বরণ,  
প্রণিপাত করি তব চরণে এখন ।  
তোমার রক্ষায় আজি কনক বরণ,  
নিরাপদে দিবাভাগ করিব যাপন ।’
২. ‘যে ব্রাহ্মণ বেদজ্ঞতা সকল ধর্মেতে,  
রক্ষা কর তাঁরা মোরে নমি চরণেতে ।  
নমঃ বুদ্ধগণে নমঃ বুদ্ধের বুদ্ধিকে,  
বিমুক্ত সকলকে নমঃ বিমুক্তিকে ।’

- এই পরিত্রাণ মন্ত্র পড়িয়া তখন,  
ময়ূর চরিয়া ফিরে আহার কারণ ।
৩. ‘চক্ষুশালী একরাজা কনক বরণ,  
ভুলোক-আলোক অস্তে করিছে গমন ।  
তাই ওহে ধরালোক কনক বরণ,  
প্রণিপাত করি তব চরণে এখন ।  
তোমার রক্ষায় আজি কনক বরণ,  
নির্ভয়ে রাত্রি সুখে করিব যাপন ।’
৪. ‘যে ব্রাহ্মণ বেদজ্ঞতা সকল ধর্মেতে,  
রক্ষা কর তাঁহা মোরে নমি চরণেতে ।  
নমঃ বুদ্ধগণে নমঃ বুদ্ধের বুদ্ধিকে,  
বিমুক্ত সকলে নমঃ, নমঃ বিমুক্তিকে ।’  
এই পরিত্রাণ মন্ত্র পড়িয়া তখন (অনুক্ষণ),  
ময়ূর নির্ভয়ে করে জীবন যাপন ।

### বর্ভক পরিত্রাণ

১. পূরেন্তং বোধিসম্মারে, নিব্বত্তং বট্টজাতিয়ং,  
যস্স তেজেন দাবগ্গিগ্গ, মহাসত্তং বিবজ্জযি ।
২. থেরস্স সারিপুত্তস্স, লোকনাথেন ভাসিতং,  
কপ্পট্ঠযিং মহাতেজং, পরিত্তং তং ভণাম হে ।
৩. অথি লোকে সীলগুণো, সচ্চং সোচেয্যনুদযা,  
তেন সচ্চেন কাহামি, সচ্চ কিরিয়ামনুত্তরং ।
৪. আবজ্জেক্কা ধম্মবলং, সরিত্তা পুব্বকে জিনে,

- সচ্চবল মবস্সায়, সচ্চ কিরিয় মকাসহং ।
৫. সন্তি পক্খা অপত্তনা, সন্তি পাদা অবধ্বনা,  
মাতাপিতা চ নিক্কন্ত, জাতবেদ! পটিক্কম ।
৬. সহ সচ্চেকতে ময্হং, মহাপজ্জলিতো সিখী,  
বজ্জেসি সোলস করীসানি, উদকং পত্থা যথা সিখী ।  
সচ্চেন মে সমো নথি, এস মে সচ্চ পারমী'তি ।

### বর্তক পরিত্রাণ পদ্যানুবাদ

১. বর্তক যোনিতে জন্ম করিয়া ধারণ,  
পারমিতারাজি পূর্বে করিতে পূরণ ।  
যে পরিত্রাণ তেজে মহাদাবানল,  
ছাড়ি গেল বুদ্ধাংকুরে যেন পেয়ে জল ।
২. শারিপুত্র স্থবিরের কাছে ভগবান,  
তাহার (কাহার) গুণের কথা করিলা বাখান ।  
কল্পস্থায়ী মহাতেজবান যে পরিত্র,  
বলিতেছি শুনি কর জীবন পবিত্র ।

### সূত্রারম্ভ

৩. ভবে আছে শীলগুণ, সত্য শুচি দয়া,  
সেই সত্যে করি অনুপম সত্যক্রিয়া ।
৪. ধর্ম বলে পূর্বজিনে অন্তরে স্মরিয়া,  
সত্যক্রিয়া করি সত্য বলে ভর দিয়া ।
৫. পাখা মোর আছে বটে উড়িতে না পারি,  
পদ আছে বটে কিন্তু চলিবারে নারি ।

মাতাপিতা আছে বটে গেছে পলাইয়া,  
এই সত্যে হতাশন! যাও হে ফিরিয়া ।

৬. মম সত্যক্রিয়া মাত্র জ্বলন্ত অনল,  
বর্জিল করীষ ষোল যেন পেয়ে জল ।  
হেন সত্যসম মম নাই কিছু আর,  
মোর এই সত্য পারমিতা সত্য সার ।

[বর্তক পরিত্রাণ সমাপ্ত]

### জয় পরিস্তং

সিরি-বীতি-মতিতেজ জয়সিদ্ধি মহিদ্ধাদি,  
মহাশূণ্যসম্পন্নস্ অপরিমিতি পুণ্ড্রাধিকারীস্ ।  
সব্বপুণ্ড্র লোকজেষ্টস্ সব্বন্তরায নিবারণ,  
সমথস্ ভগবতো অরহতো সম্মাসমুদ্রস্ ।  
চতুরাসীতি সহস্ ধম্মাক্ষক্কুভাবেন,  
দ্বাভিংশ মহাপুরিস লক্কখানুভাবেন,  
অসীত্যানু ব্যঞ্জানু ভাবেন,  
অট্টত্তর সত মঙ্গলানু ভাবেন,  
অট্টারস অসাধারণ ধম্মানুভাবেন ।  
দস পারমিতানু ভাবেন, দস উপপারমিতানু ভাবেন,  
দস পরমথ পারমিতানু ভাবেন, দস বলানু ভাবেন ।  
নবলোকুত্তর ধম্মানু ভাবেন, নব সমাপত্তানু ভাবেন,  
অট্টঙ্গিক মগ্গানু ভাবেন, অট্ট সমাপত্তানু ভাবেন,  
সত্ত বোজ্জ্ঞানু ভাবেন ।  
ছল্লভিণ্ডুগ্গানু ভাবেন, ছব্বন্নারংসানু ভাবেন,



পঞ্চেন্দ্রিয়ানু ভাবেন, পঞ্চ বলানু ভাবেন ।  
 চতু-সচ্চানু<sup>১</sup> ভাবেন, চতু-ইন্ধিপাদানু ভাবেন,  
 চতু-সম্মপ্প-ধারানু ভাবেন, চতু-সতিপট্টানানু ভাবেন ।  
 মেত্ত-করুণা-মুদিতা-উপেক্খানু ভাবেন,  
 রতনত্তয়ানু ভাবেন, রতনত্তয় সরণানু ভাবেন,  
 সৰ্ব বুদ্ধানু ভাবেন, সৰ্ব ধম্মানু ভাবেন, সৰ্ব সংঘানু ভাবেন ।  
 বুদ্ধ রতনং, ধম্ম রতনং, সংঘ রতনং, তিন্ণং রতনং অনুভাবেন ।  
 পিটকত্তয়ানু<sup>২</sup> ভাবেন, সীল-সমাদি-পঞ্ঞানু ভাবেন,  
 ইন্ধানু<sup>৩</sup> ভাবেন, বলানু ভাবেন, তেজানু ভাবেন, কেতুমালানু  
 ভাবেন,  
 ঐয়্য ধম্মানু ভাবেন, সৰ্ব্বঞ্ঞতী<sup>৪</sup> এগ্গানু ভাবেন,  
 জিন সাবকানু<sup>৫</sup> ভাবেন, জিনসাসনানু ভাবেন ।  
 তুয্হং সৰ্ব রোগ-সোক-ভয়-উপদ্বা অন্তরায়- অবমঙ্গল-  
 গহদোসদুস্সুপিনাং,  
 দুখ দোমনস্সু পাযচাপি বিনা সমেত্ত  
 তুয্হং (ময্হং) সৰ্ব কুসল সংকপ্পা সমিজ্জম্ব,  
 সত বস্স জীবেন সমঙ্গিকো হোতি ।  
 আযু বড়্ঢ়কো<sup>৬</sup>-ধন বড়্ঢ়কো-যস্স বড়্ঢ়কো,

---

<sup>১</sup> । চতুরার্য সত্য প্রভাবে ।

<sup>২</sup> । ত্রিপিটক প্রভাবে ।

<sup>৩</sup> । ঋদ্ধি প্রভাবে ।

<sup>৪</sup> । বুদ্ধের সর্বজ্ঞতা জ্ঞানের প্রভাবে ।

<sup>৫</sup> । বুদ্ধের শ্রাবক বা শিষ্য ।

<sup>৬</sup> । বর্দ্ধন বা বৃদ্ধি ।

সিরি বড়চকো-সুখ বড়চকো-পুঞ্ঞা বড়চকো,  
 পঞ্ঞা<sup>১</sup> বড়চকো-বল বড়চকো-বল্ল বড়চকো হোতি সৰ্বদা ।  
 আকাস-পৰ্বত-বন-ভূমি-তটাকগঙ্গা-মহাসমুদ্র  
 বাসী চ আরক্খাকা দেবতা, সদা তুয়হং (ময়হং) অনুরক্খন্ত ।  
 দুক্খা-রোগ-ভয়-বেরা সোক-সতৃপদব,  
 অনেক অন্তরায়<sup>২</sup>পি বিনাসন্ত চ তেজসা ।  
 জয়সিদ্ধি ধনং লাভং সোথি ভাগ্যং সুখং বলং,  
 সিরি আয়ু চ বল্লো চ ভোগ বুদ্ধি চ হোতু তে (মে) ।  
 পঞ্চমারে<sup>৩</sup> জিতো নাথো পত্তো সম্মোপি মুত্তমং,  
 চতুসচ্চং পকাসেসি মহাবীরং নমামহং ।  
 ভবতু সৰ্ব মঙ্গলং রক্খন্ত সৰ্ব দেবতা,  
 সৰ্ব বুদ্ধানু ভাবেন সদা সোথি ভবন্ত তে (মে) ।  
 ভবতু সৰ্ব মঙ্গলং রক্খন্ত সৰ্ব দেবতা,  
 সৰ্ব ধম্মানু ভাবেন সদা সোথি ভবন্ত তে (মে) ।  
 ভবতু সৰ্ব মঙ্গলং রক্খন্ত সৰ্ব দেবতা,  
 সৰ্ব সজ্জানু ভাবেন সদা সোথি ভবন্ত তে (মে) ।

### জয় পরিত্রাণ (বাংলা)

শ্রী-ধীতি-মতি-তেজ-জয়সিদ্ধি-মহাঋদ্ধি,  
 আদি (মহাগুণসম্পন্ন) মহাপুণ্যবান অপরিমিত পুণ্যাধিকারী,  
 সর্বজ্ঞ লোকজ্যেষ্ঠ সর্ব অন্তরায় নিবারণ সমর্থ  
 অরহত্ সম্যক সম্বুদ্ধের চুরাশি হাজার ধর্মস্কন্ধের অনুভাবে,

<sup>১</sup>। জ্ঞান বুদ্ধি, বল বুদ্ধি, বর্ণ বুদ্ধি হউক সর্বদা ।

<sup>২</sup>। পঞ্চমার বিজয়ী সম্বুদ্ধ ।

বত্রিশ মহাপুরুষ লক্ষণ অনুভাবে, আশি অনুব্যঞ্জন লক্ষণ অনুভাবে, এক আট মঙ্গলানুভাবে, আটার অসাধারণ ধর্ম অনুভাবে, দশ পারমিতা অনুভাবে, দশ উপপারমিতা অনুভাবে, দশ পরমার্থ পারমিতা অনুভাবে, দশ বল অনুভাবে, নবলোকত্তর ধর্ম অনুভাবে, নব সমাপত্তা অনুভাবে, অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুভাবে, অষ্ট সমাপত্তা অনুভাবে, সপ্ত বোধ্যঙ্গ অনুভাবে, ছয় অভিজ্ঞা অনুভাবে, ষড়বর্ণ রশ্মি অনুভাবে, পঞ্চেন্দ্রিয় অনুভাবে, পঞ্চবল অনুভাবে, চারসত্য অনুভাবে, চার ঋদ্ধিপাদ অনুভাবে, চার সম্যক প্রধান অনুভাবে, চার স্মৃতিপ্রস্থান অনুভাবে, মৈত্রী-করুণা-মুদিতা-উপেক্ষা অনুভাবে, রত্নত্রয় শরণ অনুভাবে, সর্ব বুদ্ধ-ধর্ম-সংঘ অনুভাবে, পিটকত্রয় অনুভাবে, শীল-সমাধি-প্রজ্ঞা অনুভাবে, ঋদ্ধি অনুভাবে, বল অনুভাবে, তেজ অনুভাবে, কেতুমালা অনুভাবে, জ্ঞেয় ধর্ম অনুভাবে, সর্বজ্ঞতা জ্ঞান অনুভাবে, বুদ্ধের শ্রাবক অনুভাবে, বুদ্ধের শাসন অনুভাবে, আমার (তোমার) সর্বরোগ-শোক-ভয়-উপদ্রব-অন্তরায়-অমঙ্গল-গৃহদোষ-দুঃস্বপ্ন-দুঃখ-দৌর্মনস্য-উপায়াশ বিনাশপ্রাপ্ত হউক। আমার (তোমার) সকল কুশল সংকল্প সিদ্ধ হউক, আমি (তুমি) শত বৎসর জীবিত হই। আমার (তোমার) আয়ু-বর্ণ-যশঃ-সুখ-পুণ্য-প্রজ্ঞা-বল-বর্ণ সর্বদা বর্ধিত হউক। আকাশ পর্বত বনভূমি তট-গঙ্গা-মহাসমুদ্রবাসী ও রক্ষাকারী দেবগণ সदा আমাকে (তোমাকে) সর্ব বিপদ হইতে রক্ষা করুক।

ত্রিরত্ন তেজে আমার দুঃখ-রোগ-ভয়-বৈরী-শোক-শত্রু

উপদ্রব ও সর্ব অন্তরায় বিনাশপ্রাপ্ত হউক। আমার জয়-সিদ্ধি-ধন লাভ ও সৌভাগ্য সুখ বল শ্রী আয়ু বর্ণ ও ভোগসম্পদ বর্ধিত হউত। নাথ (বুদ্ধ) পঞ্চমারকে জয় করিয়া উত্তম সম্বোধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। চতুর্সত্য প্রকাশক সেই মহাবীরকে নমস্কার করিতেছি। এই সত্যবাক্য প্রভাবে আমার সর্বমার পলায়ন করুক। আমার সর্বদা মঙ্গল হউক; সর্ব দেবতা আমার রক্ষা করুক। সর্ব বুদ্ধ-ধর্ম-সংঘ অনুভাবে আমার সর্বদা শুভ হউক।

[জয়পরিত্রাণ সমাপ্ত]

### সিংগালোবাদ সূত্র

মহামানব বুদ্ধ রাজগৃহের বেণুবন নামক বিহারে অবস্থানকালে গৃহস্থপুত্র সিগালক ভোরে উঠিয়া জলসিঙ্ক কাপড়ে ও চুলে করজোড়ে পূর্ব, দক্ষিণ, উত্তর, পশ্চিম, উর্দ্ধ ও অধঃ এই ষড়দিক নমস্কার করিতেন। অতঃপর একদিন ভগবান বহির্গত হইলে পশ্চিমধ্যে সেই গৃহস্থপুত্র সিগালককে দেখিতে পাইলেন এবং বলিলেন, ‘সিগালক, তুমি এইরূপে ষড়দিক নমস্কার করিতেছ কেন?’

৪. সিগালক অতি নম্রভাবে বলিলেন, ‘ভগ্নে, আমার পিতা মৃত্যুকালে আমাকে এই ষড়দিক নমস্কার করিবার জন্য বলিয়া গিয়াছেন। সেজন্য বন্দনা করিয়া থাকি। ভগবান বলিলেন, ‘প্রিয় বালক, আর্য বিনয়ে ছয়দিক নমস্কারের রীতি

এইরূপ নহে।<sup>১</sup> ভক্তে, তাহা হইলে কিরূপ আমাকে অনুগ্রহ করিয়া বর্ণনা করুন।

গৃহপতি পুত্র, তবে মনোযোগ দিয়ে শুন আমি বলিতেছি, হে বৎস, যাহারা ধার্মিক গৃহী, তাহারা চারি প্রকার ক্লিষ্টকর্ম (দুঃখদায়ী কর্ম) বর্জন করে, চারিটি কারণে পাপকর্ম করে না। ধন-সম্পত্তি ধ্বংস হওয়ার ছয় প্রকার বদভ্যাসের বশবর্তী হয় না। এই চতুর্দশ প্রকার পাপকর্ম হইতে বিরত হইয়া ধার্মিক গৃহী ইহলোক ও পরলোকে সুখ ও সমৃদ্ধিময় জীবন লাভ করে। ধার্মিক গৃহী প্রাণীহত্যা, চুরি, ব্যভিচার ও মিথ্যাকথা এই চারি দুষ্কর্ম পরিত্যাগ করিয়া থাকে। প্রাণীহত্যা, চুরি, ব্যভিচার ও মিথ্যাকথা পণ্ডিতমণ্ডলী পছন্দ করেন না। আর্যশ্রাবক অর্থাৎ সাধুগৃহী স্বেচ্ছাচারিতা, হিংসা, ভয় ও অজ্ঞানতার বশবর্তী হইয়া পাপানুষ্ঠান করে না। যে ব্যক্তি স্বেচ্ছাচারিতা, হিংসা, ভয় ও অজ্ঞানতাবশে পাপানুষ্ঠান করে, কৃষ্ণপক্ষের<sup>২</sup> চন্দ্রতুল্য তাঁহার মান-যশঃ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। আর যে ব্যক্তি উক্ত চারি প্রকার অগতির বাধ্য হইয়াও পাপাচরণ করে না, তাঁহার যশোরশি গুরুপক্ষের<sup>২</sup> চন্দ্রতুল্য বাড়িতে থাকে। ধার্মিক গৃহী ধন-সম্পত্তি ক্ষয়কারী বদভ্যাস স্বরূপ অসময়ে সুরাদি নেশাপান, পথে-ঘাটে বিচরণ, নাচ-গানের নিযুক্ত, দ্যুতক্রীড়া আসক্ত, অসৎ মিত্রের সাহচর্য ও

<sup>১</sup>। অমাবস্যার চাঁদ যেমন ক্রমে ক্রমে ক্ষয় হয়।

<sup>২</sup>। পূর্ণিমার চাঁদ যেমন প্রাতদিন বিশালাকার ধারণ করে।

আলস্য পরায়ণতা এই ছয়টি বিষয় সর্বতোভাবে বর্জন করে।

**ক. নেশাপানের ষড়বিধ দোষ**

হে গৃহপতি পুত্র, সুরাদি নেশাদ্রব্য পানের ছয়টি বিষময় কুফল, যথা :

১. অকারণে ধন নষ্ট ২. অতিশয় কলহবৃদ্ধি ৩. বিবিধ রোগ উৎপত্তি ৪. দুর্নাম ঘোষিত ও বৃদ্ধি হয় ৫. নির্লজ্জতা ও লজ্জা শূন্য হয় ও ৬. হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়।

**খ. অসময়ে ভ্রমণের ষড়বিধ দোষ :**

১. নিজেও অগুপ্ত অরক্ষিত হয়, ২. স্ত্রী-পুত্রও অগুপ্ত অরক্ষিত হয়, ৩. বিষয়-সম্পত্তি অগুপ্ত অরক্ষিত হয়, ৪. সন্দেহের পাত্র হয়, ৫. পাপ কর্মের মিথ্যা অমূলক, দুর্নাম হয়, ৬. বিবিধ দুঃখজনক ব্যাপারের মূলীভূত কারণ হয়।

**গ. মজা-মজিলিসের ষড়বিধ দোষ :**

১. কোথায় নৃত্য-গীত হইবে, ২. কোথায় গান হইতেছে, ৩. কোথায় বাদ্য হইবে, ৪. কোথায় উপন্যাসিক গল্পগুজব ভাল হইবে, ৫. কোথায় কাংস্যতাল হইবে, ৬. কোথায় চতুর্স্বরযুক্ত তাল হইবে। এই ছয়টি বিষয়ের জন্য সর্বদা চঞ্চল চিত্তে বাস করে।

**ঘ. দূত ক্রীড়ার ছয়টি দোষ :**

১. জয়ীর শত্রুবৃদ্ধি, ২. পরাজিতের অনুতাপ-অনুশোচনা, ৩. সম্মুখ হইতেই ধনহানি, ৪. সভা-সমিতিতে নিজের, কথার মূল্য না থাকা, ৫. মিত্র-পরিজন-স্বজনের নিকট লাঞ্ছনা

ভোগ, ৬. দ্যুত ক্রীড়াসক্তের সঙ্গে বিবাহ সম্বন্ধ ও নিজের স্ত্রী-পুত্র ভরণ-পোষণে অসমর্থ।

ঙ. অসৎ লোকের সংসর্গের ছয়টি দোষ :

১. যাহারা ধূর্ত-নিপুণ, ২. দুশ্চরিত্র-নারী বা অন্যান্য চুরি করে, ৩. যাহারা সুরা ও নেশাসক্ত, ৪. যাহারা জুয়াখোর-প্রতারক, ৫. যাহারা সম্মুখে প্রবঞ্চক, ৬. ডাকাত; পাপমিত্র সংশ্রবকারী।

চ. অলসতার ষড়বিধ কুফল :

১. তাহারা আজ অতি ‘শীত’ বলিয়া কাজ করে না।  
২. তাহারা আজ অতি ‘উষ্ণ’ বলিয়া কাজ করে না।  
৩. তাহারা আজ অতি ‘সকাল’ বলিয়া কাজ করে না।  
৪. তাহারা আজ অতি ‘বিকাল’ বলিয়া কাজ করে না।  
৫. তাহারা আজ অতি ‘ক্ষুধাত’<sup>১</sup> বলিয়া কাজ করে না।  
৬. তাহারা আজ অতি ‘আলস্যবোধ’ হইতেছে বলিয়া প্রয়োজনীয় কাজ করে না, তাহাদের অনেক কাজ অসমাপ্ত থাকিয়া যায়।

অমিত্রের লক্ষণ

ক. হে গৃহপতি পুত্র, অপরের জিনিস অপহরণকারীকে চারিটি কারণে বন্ধুরূপী অবস্থু বলিয়া জানিবে। ১. অপরের ধন আহরণকারী হয়, ২. অল্প দিয়ে বেশি পাইতে ইচ্ছা

---

<sup>১</sup>। পিপাসীত বা খাওয়ার ইচ্ছা।

করে, ৩. ভয়চকিত চিন্তে কার্য করে এবং ৪. স্বার্থ বুদ্ধিতে সবকিছু করিতে চায়।

খ. চারটি কারণে বাক্যবীরকে মিত্ররূপী অমিত্র বলিয়া জানিবে :

১. বিগত উন্নতি লইয়া গর্ব করে আলাপ করে,
২. ভবিষ্যৎ উন্নতি দেখাইয়া প্রলুব্ধ করিবার চেষ্টা করে,
৩. নিরর্থক বিষয়ে আগ্রহ জাগানোর চেষ্টা করে,
৪. উপস্থিত কার্যে ও স্বীয় স্বার্থসিদ্ধির জন্য মিত্রকে কিছু কাজ করে দেয়।

এই চারটি কারণে শূন্য হাতে আগত মিত্ররূপী ব্যক্তিকে অমিত্র বলিয়া জানিবে।

গ. চারটি কারণে চাটুভাষীকে মিত্ররূপী অমিত্র বলিয়া জানিবে :

১. পাপকার্যে উৎসাহ প্রদান করে, ২. কল্যাণকর কার্যে অসুৎসাহিত করে, ৩. সম্মুখে প্রশংসা করে এবং ৪. পরোক্ষে নিন্দা করে।

ঘ. চারটি কারণে অপকর্মে সাহায্যকারী ব্যক্তিকে বন্ধুরূপী অবন্ধু বলিয়া জানিবে :

১. যে সুরা-গাঁজা-মাদকদ্রব্য সেবনে সহায়তা করে,
২. অসময়ে ভ্রমণ বিষয়ে সহায়তা করে,
৩. নাচ-গান বাদ্যাদি বিষয়ে সহায়তা করে এবং
৪. দ্যুত ক্রীড়াদি করণে সাহায্য করে।

যেই বন্ধু শুধু নিয়া যায়, দিয়া যায় না, চাটুভাষী, প্রিয়ভাষী ও



ভোগসম্পদ বিনাশে সহায়কারী, পণ্ডিতগণ এতাদৃশ বন্ধুকে অবন্ধু বলিয়া অবগত হয় এবং তাঁহাদেরকে ভয় সংকুল পথের ন্যায় দূর হইতে বর্জন করিয়া চলে।

### মিত্রের লক্ষণ

হে গৃহপতি পুত্র, যেই বন্ধু পাপকার্য হইতে নিবৃত্ত রক্ষা করে, মঙ্গলময় কার্যে নিয়োজিত করে, অশ্রুত বিষয় শ্রবণ করায়, স্বর্গে যাওয়ার পথ নির্দেশ করে। এই চারিটি কারণে তাহাকে সৎ উপদেশক বলিয়া জানিবে।

ক. চারিটি কারণে অনুকম্পাকারী সৎ বন্ধু বলিয়া জানিবে :

১. যে মিত্র বন্ধুর অধঃপতন দেখিয়া আনন্দিত হয় না,
২. বরঞ্চ তাহার উন্নতি দেখিলে আনন্দ অনুভব করে,
৩. কেহ বন্ধুর নিন্দা করিলে প্রতিকার করে এবং
৪. কেহ বন্ধুর সুখ্যাতি করিলে তার প্রশংসা করে।

খ. চারিটি কারণে উপকারীকে সৎমিত্র-সুহৃদ বলিয়া জানিবে :

১. প্রমত্ত বন্ধুকে রক্ষা করে, ২. প্রমত্ত বন্ধুর সম্পত্তি রক্ষা করে, ৩. ভীত বন্ধুকে আশ্বাস প্রদান করে এবং ৪. উপস্থিত কার্যে তাঁহার দ্বিগুণ সম্পত্তি উৎপাদনের চেষ্টা করে।

গ. চারিটি কারণে সমান সুখ-দুঃখী মিত্র বলিয়া জানিবে :

১. তিনি কোন প্রকার গুহ্য-গোপনীয় বিষয় বন্ধুর নিকট প্রকাশ করে, ২. বন্ধুর কোন গোপনীয় বিষয় সাবধানে গোপন করিয়া রাখে, ৩. অপদে-বিপদে বন্ধুকে ছাড়িয়া যায়

না, ৪. বন্ধুর হিত-সুখের জন্য প্রাণ পর্যন্ত দিতে প্রস্তুত থাকে।

⇒

১. উক্ত বর্ণিত উপকারী, সমসুখ-দুঃখী, সৎ উপদেষ্টা ও অনুগ্রহকারী মিত্র-বন্ধু সম্বন্ধে ভালরূপে জানিয়া জ্ঞানী ব্যক্তিগণ মাতা-পুত্রের সংশ্রব তুল্য সরলপ্রাণে বন্ধুর সংশ্রব করিবে।

২. শীলবান পণ্ডিত পুরুষগণ, রাত্রে পর্বতশিখরে জলন্ত অগ্নির ন্যায় প্রভাসিত হয়। ভ্রমর যেমন ফুলের বর্ণ-গন্ধ নষ্ট না করিয়া মধু আহরণ করিয়া বিশাল মৌচাক তৈরি করে, পণ্ডিত ব্যক্তিও সেইরূপ ধর্মত ক্রমান্বয়ে ভোগসম্পদ সঞ্চয় করিয়া বল্লীকের মত বহু ভোগসম্পদ সঞ্চয় করিয়া থাকে।

৩. এ প্রকারে সঞ্চিত সম্পত্তি চারিভাগ করে, যথা : একভাগ দ্বারা পরিবার-পরিজন ভরণ-পোষণ করে, দ্বিতীয় ভাগ ব্যবসা-বাণিজ্য ও কর্মজীবনে কাজে লাগায়, আর চতুর্থাংশ নিজের আপদ-বিপদের জন্য কোন এক নিরাপদ স্থানে পুঁতে রাখে।

⇒

১. মুখে কেবল ‘বন্ধু-বন্ধু’ বলিলে তাহাকে পাপী বন্ধু বা শঠমিত্র বলে, বাস্তবিক পক্ষে কার্যকালে যাহাকে সহায়তা পাওয়া যায়, তিনি প্রকৃত বন্ধু বা সখা।

২. সূর্য উঠাইয়া শয়ন করা, পরস্ত্রীর কাছে গমন করা, শত্রুবৃদ্ধি করা, পাপী বন্ধুর সংশ্রব করা, অর্থহীন কাজ করা, কৃপণতা অবলম্বন করা এই ছয়টি কারণে পুরুষ নাশ হইয়া যায়।

৩. যে ব্যক্তি পাপমিত্র ও পাপ সখার সঙ্গে পাপাচারে রত হয়, তাহার ইহ-পরলোক উভয়লোকে সুগতি লাভের হেতু নষ্ট হইয়া যায়।

৪. সুরা, পাশা, নারী ও নৃত্য-গীতাসক্ত হওয়া, দিবানিদ্রা যাওয়া, পাপাচরণ করা, অসময়ে বিচরণ করা, পাপমিত্রের সংসর্গ করা ও কৃপণতা হওয়া এই ছয়টি কারণে মানব ধ্বংস হয়।

৫. যে দরিদ্র ব্যক্তি মদ্যপায়ী হয়, সুরাপানে যাইয়া যথেষ্ট সুরাপান করিতে থাকে, সে জলে নিমগ্ন হওয়ার ন্যায় ঋণ সাগরে ডুবিয়া অবিলম্বে নিজেকে বিপন্ন করে।

৬. যে ব্যক্তি সকাল সকাল ঘুমায়, রাত্রিতে জাগ্রত হয় না, নিত্য সুরাপানে মত্ত থাকে, সে গৃহবাসের যোগ্য নহে।

### গৃহীর ষড়্‌দিক

হে গৃহপতি পুত্র!

পাঁচ প্রকার কর্মের দ্বারা মাতা-পিতারূপী পূর্বদিক সেবা ও বাধ্য থাকা উচিত। যথা :

১. সন্তানদেরকে মাতা-পিতা সযত্নে লালিত-পালিত করেন  
বিধায় তাঁহাদেরকে বৃদ্ধকালে অসহায় অবস্থায় ভরণ-পোষণ  
করা।

২. আপন কার্য করার আগে তাঁহাদের কার্য সম্পাদন করা।

৩. তাঁহাদের কুলাচার ও কুলমর্যাদা এবং কুলবংশ রক্ষা  
করা।

৪. তাঁহাদের উত্তরাধিকার লাভ করে, তাহাদেরকে সেই  
প্রতিদান কিছু দেওয়া এবং

৫. মৃত জ্ঞাতিবর্গের উদ্দেশ্যে দান-পূজা করে দেওয়া।

ক. পিতা-মাতাও পাঁচ প্রকারে পুত্রকে দয়া ও অনুকম্পা  
করেন :

১. পাপ কার্য করিতে বারণ ও পাপ হইতে রক্ষা করেন,

২. কল্যাণ কর্মে উৎসাহী ও নিয়োজিত করেন,

৩. উপযুক্ত বয়সে বিবিধ শিল্প বিদ্যা শিক্ষা দেন,

৪. উপযুক্ত হইলে বিবাহ ও কুলকুমারী আনয়ন করেন ও

৫. যোগ্যতা অনুসারে সম্পত্তির উত্তরাধিকারী করেন।

খ. দক্ষিণ দিকরূপ আচার্যগণের সেবা ও সুবাধ্য থাকা  
উচিত।

১. আচার্যের সামনে উচ্চ আসনে না বসা,

২. আচার্যকে সেবা-পূজা ও শুশ্রূষা করা,

৩. আদেশ পালন ও রক্ষা করা,

৪. মনোযোগ দিয়া শিক্ষা ও উপদেশ শ্রবণ করা ও

৫. বিবিধ শিল্প ও বিদ্যা অভ্যাস করা।

গ. আচার্যকেও পাঁচ প্রকারে শিষ্যকে দয়া ও অনুকম্পা করতে হবে :

১. তাঁহারা শিষ্যকে সুবিনীত<sup>১</sup> করেন,
২. উপযুক্ত ও উত্তমরূপে শিক্ষা দেন,
৩. শিক্ষণীয় ও পাঠনীয় বিষয়াদি বলিয়া দেন,
৪. বন্ধু-বান্ধবগণের কাছে ছাত্রের প্রশংসা করেন ও
৫. আপদে-বিপদে সর্বদিক রক্ষা করেন।

ঘ. পাঁচ প্রকারে স্বামী পশ্চিমদিকরূপ স্ত্রীর সেবা প্রদান করেন :

১. যথাযোগ্য সম্মানের দ্বারা, ২. অসৎ ব্যবহার বর্জনের দ্বারা, ৩. পরস্প্রীতে অনাসক্ত হইয়া স্বীয় স্ত্রীতে সম্ভ্রষ্ট থাকা,
৪. ঐশ্বর্য প্রদানের দ্বারা, ৫. সাধ্যানুরূপ বস্ত্রালংকার প্রদানের দ্বারা।

ঙ. পাঁচ প্রকারে পত্নী স্বামীর প্রতি দয়া ও অনুকম্পা করেন :

১. সুচারুরূপে গৃহকার্য সম্পাদন দ্বারা,
২. পরিজনবর্গ ও অতিথি আদর-আপ্যায়নের দ্বারা,
৩. স্বীয় স্বামীকে অতিশয় স্নেহ-ভালবাসা করা,
৪. স্বামীর উপার্জিত ধনসম্পত্তি সযত্নে রক্ষা করা ও
৫. সকল কাজকর্ম আলস্যহীনভাবে করা।

---

<sup>১</sup>। অহংকারী না হয়ে অহংকারহীনভাবে বসবাসের শিক্ষা দেন।

চ. পাঁচ প্রকারে উত্তরাধিকরূপ মিত্র-অমাত্য ও নিজ জ্ঞাতিবর্গকে রক্ষা করেন :

১. দান বা সাহায্য দ্বারা, ২. প্রিয় বাক্য ও সদাচরণ দ্বারা, ৩. অর্থ-বিত্ত ও টাকা-পয়সা দিয়া, ৪. সম্মান ও সহানুভূতি দ্বারা এবং ৫. সরল মেলামেশা ব্যবহারের দ্বারা ।

♣. পাঁচ প্রকারে মিত্র অমাত্য কুলপুত্রকে হিত ও অনুকম্পা করেন : ১. প্রমত্তকালে রক্ষা করে, ২. তাঁহার ধন-সম্পত্তি রক্ষা করে, ৩. অসহায় ও ভীত অবস্থায় আশ্রয়দান করে, ৪. আপদ-বিপদের সময় ত্যাগ করেন না, ৫. তাঁহার জ্ঞাতিবর্গে মর্যাদা ও সম্মান রক্ষা করেন ।

♣. মধ্যবিত্ত কুলপুত্র পাঁচ প্রকারে অধোদিকরূপ দাস-কর্মচারীগণের সেবা করিবেন :

১. শক্তি বা সাধ্যানুযায়ী কার্যের আদেশ ও ভার দেওয়া,  
২. আহার ও বেতন প্রদান করা, ৩. অসুস্থ হইলে সেবা করা, ৪. ভোজনের উত্তর অংশ প্রদান করা এবং ৫. যথাসময়ে কার্য হইতে অবসর ও মুক্তি দেওয়া ।

♣. পাঁচ প্রকারে গৃহস্থ প্রভুকে দাস-কর্মচারীগণ সেবা করেন :

১. গৃহস্বামীর পূর্বে ঘুম থেকে উঠেন,  
২. সবার পরে ঘুমিয়ে পড়েন, ৩. উত্তমরূপে কর্ম সম্পাদন

করেন, ৪. অজ্ঞাতসারে কোন বস্তু গ্রহণ না করে, প্রদত্ত বস্তুই গ্রহণ করেন, ৫. প্রভুর কীর্তি ও গুণ প্রশংসা করেন।

♣. হে গৃহপতিপুত্র, পাঁচ প্রকারে উর্দ্ধাদিকরূপ গৃহীগণ শ্রমণ-ব্রাহ্মণগণকে সেবা করেন :

১. মৈত্রী কায় কর্মের দ্বারা, ২. মৈত্রী বাচনিক কর্মের দ্বারা, ৩. মৈত্রী মানসিক কর্মের দ্বারা, ৪. শ্রমণ-ব্রাহ্মণের মুক্ত হস্ততায় এবং ৫. তাঁহাদেরকে খাদ্যাভোজ্য ও অন্ন বস্ত্রাদি দ্বারা।

♣. শ্রমণ-ব্রাহ্মণগণও ছয় প্রকারে পুলপুত্রকে অনুকম্পা করেন :

১. পাপ হইতে নিষেধ ও রক্ষা করেন, ২. কল্যাণকর্মে নিয়োজিত করেন, ৩. অনুগ্রহ ও কল্যাণ কামনা করেন, ৪. অজ্ঞাত ও অশ্রুত বিষয় শ্রবণ করায়, ৫. শ্রুত ও ভুল বিষয় সংশোধন করিয়া দেন এবং ৬. সুগতি স্বর্গলোকে উৎপন্ন হওয়ার মার্গ প্রদর্শন<sup>১</sup> করেন।

♣. ভগবান তথাগত এইরূপ বলিয়া পুনরায় কহিলেন :

মাতাপিতা পূর্বদিক, আচার্যগণ দক্ষিণ দিক, স্ত্রী-পুত্র পশ্চিমদিক, জ্ঞাতি ও মিত্রগণ উত্তরদিক, দাস-কর্মচারীগণ অধোদিক, শ্রমণ-ব্রাহ্মণগণ উর্দ্ধদিক।

গৃহীকুলের মঙ্গলের জন্য এই সকল দিককে নমস্কার

<sup>১</sup>। দেখিয়ে দেন।

করিবেন। পণ্ডিত, শীলসম্পন্ন, বিনয়ী, এইরূপ পূজায় নিযুক্ত, নিরহংকারী, যারা নম্র যশঃ লাভ করেন। উৎসাহসম্পন্ন, আলস্যহীন, বিপদে ধৈর্য্যবান, নির্দোষ এবং মেধাবী পুরুষ যশঃ লাভ করেন। যিনি জনপ্রিয়, বন্ধুবর, বদান্য, মাৎসর্যহীন, নেতা, বিনেতা, শান্তি প্রতিষ্ঠাতা, তিনি যশঃ লাভ করেন। দান, প্রিয়বাক্য, অর্থচর্যা, সর্বত্র সর্বভূতে যথার্থ সম্মানাত্মতা-এই সকলের কারণেই, কীলক<sup>১</sup> যেমন রথচক্রের আবর্তন সম্পাদন করে, সেরূপ জগতও চলিতেছে। যদি এই সকল না থাকিত, তাহা হইতে মাতা পুত্রের নিকট সম্মান ও পূজা পাইতেন না। এই সকলের মূল্য পণ্ডিতগণ যথার্থরূপে দর্শন করিয়া মহত্ব প্রাপ্ত এবং প্রশংসনীয় হন।’

[সিংগালোবাদ সূত্র সমাপ্ত]

### গৃহী প্রতিপাদ সূত্র

যখন মহাকারণিক বুদ্ধ গৃহপতি অনাথপিণ্ডিক শ্রেষ্ঠী তথায় উপনীত হইলেন এবং বুদ্ধ তাঁহাকে বলিলেন, ‘গৃহপতি, আর্যশিষ্যরা স্বর্গসম্পত্তি ও যশ লাভের যোগ্য চারিটি বিষয় পরিপূর্ণ করিয়া থাকে।’

<sup>১</sup>। ছড়কো, খীল, গোঁজা।



তাহা এই : গৃহপতি, ইহলোকে আর্যশিষ্যগণ ভিক্ষুসংঘকে চীবর দিয়া সেবা করে, পিণ্ডদান ও খাদ্যভোজ্য দ্বারা সেবা করে, বাসস্থান-আসন ও শয্যাসন দ্বারা সেবা করে ও ঔষধপথ্য এবং গিলান প্রত্যয়াদি দিয়া সেবা করে। এই চারিটি বিষয়কে আমি গৃহীদের পক্ষে সুগতি স্বর্গ ও যশঃ লাভের পন্থা বলিতেছি। শীলবান জ্ঞানী ব্যক্তির গৃহীর কর্তব্য পালন করেন। ইহার দ্বারা দিবা-রাত্রি তাঁহাদের পুণ্য বৃদ্ধি হইতে থাকে। বিশেষত তাঁহারা এই পুণ্যকর্ম করিয়া স্বর্গ সম্পত্তি লাভ করে।

[গৃহী প্রতিপদা সূত্র সমাপ্ত]

**\*\* সূত্র প্রসঙ্গ সমাপ্ত \*\***

## ষষ্ঠ অধ্যায়

### বিবিধ প্রসঙ্গ

#### কর্ম পরিচয়

১. গুরু কর্ম : গুরু কর্ম দ্বিবিধ—কুশল ও অকুশল ।

ক. কুশল গুরু কর্ম কি প্রকার? পঞ্চমভিজ্ঞা ও অষ্টসমাপত্তি চিত্তকে বুঝায়। এই ধ্যানচিত্ত আয়ত্ত্ব করতে হলে প্রণালীবদ্ধভাবে যোগ সাধনা করতে হবে।

খ. অকুশল গুরু কর্ম : এগুলি পঞ্চবিধ, যথা : মাতৃহত্যা, পিতৃহত্যা, অরহত হত্যা, হিংসা চিত্তে বুদ্ধের দেহ হইতে রক্তপাত এবং সংঘভেদ। এই পাঁচ প্রকার কর্মের মধ্যে যে কোন একটি জীবনে একবারমাত্র করলে মার্গফল লাভ করতে পারে না।

১. উদাহরণ : দেবদত্ত সংঘভেদার্থ চেষ্টায় রত, এমতাবস্থায় একদিন ‘আনন্দ’ পিণ্ডাচরণ করিতেছেন দেখিয়া দেবদত্ত তাহাকে নিজের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন। স্থবির আনন্দ তাহা শাস্তার নিকট গিয়া বলিলেন, ‘ভগ্নে, অদ্য আমি সকালবেলায় চীবর পারুপণ করত পাত্র চীবর লইয়া পিণ্ডাচরণার্থ এই রাজগৃহে প্রবেশ করি। তখন আমাকে দেবদত্ত দেখিয়া বলিলেন, ‘বন্ধু, আনন্দ আজ হইতে ভগবান অন্যত্র এবং ভিক্ষুসংঘ অন্যত্র উপোসথ ও সংঘ কর্ম করিবে। ভগবান; অদ্য দেবদত্ত সংঘভেদপূর্বক উপোসথ করিবে।’

আনন্দ এইরূপ বলিলে ভগবান কহিলেন :

সাধুর সহিত সাধু ভাল,  
সাধুর সহিত পাপী ভাল নয়,  
পাপী পাপীর সহিত ভাল,  
কিন্তু পাপীর সহিত আর্য ভাল নয় ।

হে আনন্দ, নিজের সহিত কর্ম করা সহজ, কিন্তু হিতকর কর্মই দুষ্কর ।

নিজ অহিত তরে পাপ করা বড় সুখকর,  
নিজ হিত তরে পুণ্য করা বড়ই দুষ্কর ।

২. একদিবস ভিক্ষুগণ ধর্মসভায় এইরূপ কথার উত্থাপন করিয়াছিলেন । বন্ধুগণ, দেবদত্ত দুঃশীল ও পাপধর্ম পরায়ণ । এই দুঃশীলতা বিধায় তৃষ্ণা বর্দ্ধিতহেতু অজাতশত্রুকে নিজের হস্তগত করত মহৎ লাভ সংকার উৎপাদন করিয়া আজশত্রুকে পিতৃহত্যায় নিয়োজিত করিল এবং তাহার সহিত একত্রিত হইয়া নানা প্রকারে তথাগত বুদ্ধকে হত্যার জন্য চেষ্টা করিতেছে’ তখন বুদ্ধ তথায় উপস্থিত হইয়া বলিলেন, ‘অত্যন্ত দুঃশীল ব্যক্তিগণ সেই দুঃশীলের কারণে উৎপন্ন তৃষ্ণা, মালুবলতার ন্যায় শালতরুকে আচ্ছাদিত করিয়া যেমন ভগ্ন (নষ্ট) করে, সেইরূপ ঐ দুঃশীল ব্যক্তি নিরয়াদিতে নিক্ষিপ্ত হইয়া থাকে ।

অত্যন্ত দুঃশীল যারা তারা সদা হয়,  
মালুবলতা আচ্ছাদিত শালতরুময় ।

দুঃশীলতায় নিজেকে নিজে করি আচ্ছাদিত,  
মালুবলতায় আচ্ছন্ন তরুর মত হয় বিনাশিত।

২. জনক কর্ম : যে কর্ম ভবিষ্যতে জন্ম দেয়ার ক্ষমতাসম্পন্ন। উদাহরণ, বুদ্ধের সময়সাময়িক রাণী মল্লিকাদেবী একদা স্নান প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিয়া মুখ ধৌত করার পর শরীর অবনত করিয়া পায়ের জঙ্ঘা ধৌত করিতে আরম্ভ করিলেন। তাহার সঙ্গেই স্নানকক্ষে এক অতি প্রিয় কুকুর ছিল। তখন তিনি আদরের সহিত সেই কুকুর স্পর্শ (কামসেবন) করিলেন। তখন রাজাও রাজভবনের উপরে থেকে জানালা দিয়া মল্লিকার এই কুকুর স্পর্শ ঘটনা দেখিলেন। রাণী স্নান থেকে ফিরে রাজা তাহাকে ক্রোদস্বরে বলিলেন, ‘হে বসলি, তুমি বিনাশ হও। কেন তুমি এই কুকর্ম করিলে?’ দেব, আমি কি কুকর্ম করিয়াছি?’ ‘তুমি সেখানে কুকুর স্পর্শ করিয়াছ নয় কি?’ না দেব, তাহা কখনো নহে; তখন মল্লিকা বলিলেন, মহারাজ, যে সেখানে প্রবেশ করে, তাহাকে এরকমই দেখা যায়। এখন তুমি সেখানে গেলে তোমাকেও সেরকম দেখা যাবে রাণী মিথ্যা বলিলেন। তখন রাজা তাহা সহজে বিশ্বাস করিলেন। এইবার মল্লিকাদেবী চিন্তা করিলেন, ‘এই রাজা অতি সরল বিধায় আমি তাহাকে প্রবঞ্চনা করিলাম। ইহাতে আমি পাপকর্মই করিয়াছি। ইহা আমি মিথ্যা দ্বারা প্রতারণা করিয়াছি। আমার এই কর্ম শাস্তা, দুই অগ্রশ্রাবক ও অশীতি

মহাশ্রাবকগণও জানিবেন। তাহা, আমি একান্তই অন্যায় কর্ম করিয়াছি। এই রাজার অসদৃশ দানকার্যে আমিই সহায়িকা ছিলাম। তথায় একদিবসে কৃত দানীয় বস্তুর মূল্য ধনের পরিমাণ করিয়াছি চতুর্দশ কোটি ইত্যাদি বিবিধ এই মহাদানের স্মৃতি অন্তরে উদিত না হইয়া মৃত্যুকালে সেই পাপকর্মই স্মরণ করিতে করিতে অবীচি নিরয়ে উৎপন্ন হইয়াছিলেন। সেই মল্লিকাদেবী রাজার অত্যন্ত প্রিয়পাত্রী ছিলেন।

সুচিহ্নিত রাজরথ ক্রমে জীর্ণ হয়,  
 শরীরও সেরূপ ক্রমে জীর্ণ হয়।  
 সৎদের ধর্ম কভু জীর্ণ নাহি হয়,  
 সৎ ব্যক্তি সাধুগণ এইরূপ কয়।

**৩. দৃষ্টধর্ম বেদনীয় কর্ম :** তৎক্ষণাৎ ইহজীবনে ফলদায়ী কর্ম। যেমন, শ্রাবস্তীতে নন্দ নামে এক গো-ঘাতক পঞ্চাশ বৎসর যাবৎ গো-হত্যা করে মাংস বিক্রিলব্ধ অর্থ দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করিতেছিল। সে নিজেও প্রতিদিন গো-মাংস দিয়া ভোজন করিত। একদিন সে ভোজনকালে ভাতের পাত্রে মাংস দেখতে না পেয়ে তার স্ত্রীর কাছ থেকে জিজ্ঞেস করল, আজ মাংস কোথায়? সে বলল, তোমার বন্ধু নিয়ে গেছে। তখন উক্ত গো-ঘাতক বলিলেন, আমি মাংস ছাড়া ভোজন করিব না। তখন সে এক দারালো তলোয়ার লয়ে গো-শালায় গিয়ে এক ছোট গরুর বাছুরের জিহ্বা কর্তন

করিয়া রন্ধন করে আহারের জন্য মুখে দেয়া মাত্রই তার জিহ্বা ভোজন পাত্রে পতিত হইল। তখন সে ঐ গরু বাছুরের মতই চিৎকার করিতে করিতে যমালয়ে চলে গেল এবং ভীষণ দুঃখপূর্ণ নরকে নিষ্কিণ্ত হইল।

**৪. অহোসি কর্ম :** ফলপ্রদানে শক্তিহীন কর্ম। যেমন, অঙ্গুলিমাল গুরু নিকট বিদ্যাশিক্ষা শেষে গুরুর ইচ্ছানুযায়ী তাকে শিক্ষা শেষে কিছু দিয়ে যাওয়ার জন্য নয়শত নিরানব্বইজন মানুষ হত্যা করেছিলেন। কিন্তু পরিশেষে তথাগত ভগবান বুদ্ধের অপার কৃপায় অঙ্গুলিমাল তার জীবনকে অভাবনীয় পরিবর্তন করে বুদ্ধের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং শাস্তার নিকট চতুরার্য সত্য ও অমৃতময় উপদেশাবলী শ্রবণ করে জীবনের পূর্ণতা সাধন ও অরহত্ব মার্গফলে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। তৎপর বুদ্ধের মহাজ্ঞানী, মহাগুণী শিষ্যগণের মধ্যে অন্যতম বলিয়া স্বীকৃতি লাভ করিলেন।

**৫. মরণাসন্ন কর্ম :** মৃত্যু মুহূর্তে যে চিন্তা ও কর্মনিমিত্ত উৎপন্ন হয়ে জন্মান্তর গ্রহণ করায়। যেমন, সম্রাট অশোক রাজা। তিনি রাজত্বকালে মহাভারতে চুরাশী সহস্র বৌদ্ধ মন্দির তার অর্থায়নে নির্মাণ করে তৎকালীন প্রধান ভিক্ষু মদগলীপুত্র তিষ্য স্থবির প্রমুখ মহান ভিক্ষুসংঘকে দানোৎসর্গ করিয়াছিলেন। আর তার এক পুত্র মহেন্দ্র কুমার ও কন্যা

সংঘমিত্রাকে বুদ্ধশাসনে দান করেন। তারা পরবর্তীতে তৃষ্ণাক্ষয়ে অরহত্ব মার্গফলে উপনীত হন। কিন্তু দুঃখের ব্যাপার হলো, একদিন রাজা অশোক প্রচণ্ড অসুস্থ হলেন। তখন তার একদাসী তাকে ব্যজনী দিয়ে সেবারত ছিলেন, ঠিক ঐ মুহূর্তে দাসী ভুলক্রমে রাজার মাথায় ব্যজনী দ্বারা আঘাত করলো, তখন তার প্রবলভাবে ক্রোধ চিত্ত উৎপন্ন হলো, আর সেই ক্রোধ চিত্তে মৃত্যুবরণ করেছিলেন। তৎকর্মের ফলে সে এক অজগর সর্প হয়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তখন পুত্র মহেন্দ্র রাজা মৃত্যুর সংবাদ শুনে দিব্যদৃষ্টিতে দেখলেন তার পিতা কোথায় জন্ম নিলো। দর্শন করলেন এক অজগর সর্প হয়েছেন। তখন তিনি ভাবলেন অজগর যদি প্রাণী হত্যা করে আহার করেন তিনি জঘন্যতম পাপকর্ম করবেন, যার কারণে দুঃখে পতিত হবেন। তখন মহেন্দ্র অলৌকিকভাবে সেখানে গিয়ে বলিলেন, ‘আমি আপনার পুত্র মহেন্দ্র কাতরস্বরে বলিতেছি, আপনি আহার ত্যাগ করে মৃত্যুবরণ করেন তথাপি প্রাণীহত্যা করিবেন না। আর আহার ত্যাগ করে প্রাণত্যাগ করিলে সুগতি স্বর্গে উৎপত্তি হইতে পারিবেন। মহেন্দ্র পিতাকে এই হিতোপদেশ দিয়া স্বর্গধামে পাঠিয়ে দিলেন।

৬. উপপজ্জ বেদনীয় কর্ম : মাঝে মধ্যে যে কর্ম বিপাক দিয়ে থাকেন, তার নাম উপপজ্জ বেদনীয় কর্ম।

৭. অপরাপরিয় বেদনীয় কর্ম : যে কর্ম ফলদানে নির্দিষ্ট নাই।

৮. উপস্থম্বক কর্ম : যে কোন কর্ম যখন ফল দেয়, তখন এই উপস্থম্বক কর্ম মিলিত হয়ে ঐ কর্ম বিপাক ভোগ করাকে দীর্ঘস্থায়ী করিয়া থাকে।

৯. উপঘাতক কর্ম : কোন কর্ম বিপাক দেওয়ার সময় এই কর্ম বাধা সৃষ্টি করে।

১০. আচিন্ন কর্ম : যে কর্ম সংস্কারে ও অভ্যাসে পরিণত হয়।

১১. কতত্তাবাপন কর্ম : যে কর্ম সুপ্ত ও ঘুমন্ত অবস্থায় থাকে। কিন্তু কোন অনুকূল আলম্বন বা নিমিত্ত উপস্থিতিতে সে জাগ্রত হয় বা সক্রিয় ও সতেজ হইয়া উঠে।

[কর্মতত্ত্ব সমাপ্ত]



### প্রশ্নোত্তরে বুদ্ধের জীবন

১. সিদ্ধার্থ পৃথিবীতে আসার আগে কোথায় ও কি নাম ছিল?

উত্তর : সিদ্ধার্থ এই পৃথিবীতে আবির্ভূত হওয়ার পূর্বে তুষিত স্বর্গে শ্বেতকেতু নামক এক দেবপুত্র ছিলেন।

২. বোধিসত্ত্ব তুষিত দেবলোক থেকে পৃথিবীতে উৎপত্তির আগে দিব্যদৃষ্টিতে কি অবলোকন করেন?

উত্তর : চারিটি বিষয় দেখে থাকেন—ক. কাল (সময়) খ. দ্বীপ গ. দেশ ও ঘ. কুল (বংশ-গৌত্র)

৩. সিদ্ধার্থের মাতা ও পিতার নাম কি ছিল?

উত্তর : মাতার নাম মহামায়া এবং পিতার নাম রাজা শুদ্ধোধন।

৪. সিদ্ধার্থের অপর এক মাতার নাম কি?

উত্তর : অপর এক মাতার নাম রাণী মহাপ্রজাপতি গৌতমী।

৫. রাণী মহাপ্রজাপতি গৌতমীর কোন পুত্র-সন্তান ভূমিষ্ট হয়েছে কিনা?

উত্তর : মহাপ্রজাপতি গৌতমীর ‘নন্দ’ নামক পুত্র ভূমিষ্ট হয়েছে।

৬. সিদ্ধার্থ জন্মের কতদিন পরে মাতাকে হারান এবং শেষে তাকে কে লালন-পালন করিয়া থাকেন?

উত্তর : সিদ্ধার্থ জন্মের সাতদিন পরে প্রকৃত মাতা রাণী মহামায়া মৃত্যুবরণ করে স্বর্গে উৎপন্ন হন এবং শেষে তার

মাসীমা রাণী মহাপ্রজাপতী গৌতমী ভরণ-পোষণ করিয়া থাকেন।

৭. সিদ্ধার্থ কখন ও কোথায় জন্মগ্রহণ করেন এবং জন্মের পর কি বলিয়াছিলেন?

উত্তর : লুম্বিনী উদ্যানে শালবনে জন্মগ্রহণ করেন খ্রিষ্টপূর্ব ৬২৩ অব্দে এবং জন্মের পর ‘পৃথিবীতে আমিই প্রধান; আমিই জ্যেষ্ঠ; আমিই শ্রেষ্ঠ; ইহা আমার শেষ জন্ম এই উক্তি করিয়াছিলেন। সেইদিন ছিল শুভ বৈশাখী পূর্ণিমা তিথি।

৮. সিদ্ধার্থের বাল্যকালে শিক্ষা গুরুর নাম কি ছিল?

উত্তর : সিদ্ধার্থের শিক্ষাগুরু সর্বমিত্র।

৯. সিদ্ধার্থ কত বৎসর বয়সে বিবাহ করেন এবং তিনি কে?

উত্তর : ষোল বৎসর বয়সে বিবাহ করেন সুপ্রবুদ্ধর কন্যা যশোধরাকে (গোপা)।

১০. সিদ্ধার্থ চারিটি কি নিমিত্ত দেখেছিলেন এবং সারথি কে ছিলেন?

উত্তর : চারি নিমিত্ত, বৃদ্ধলোক, ব্যাধিগ্রস্ত লোক, মৃত ব্যক্তি ও সন্ন্যাসী এবং তার গাড়ি চালক নাম ‘ছন্দক’।

১১. সিদ্ধার্থ কত বৎসর বয়সে গৃহত্যাগ করেন?

উত্তর : সিদ্ধার্থ ২৯ বৎসর বয়সে মাতা-পিতা, স্ত্রী-পুত্র, রাজসিংহাসন, ধন, বন্ধু-বান্ধব সকল বিসর্জন দিয়ে এক গভীর রাত্রে সংসারের মায়াবন্ধন ত্যাগ করে গভীর কাননে চলিয়া যায়।

১২. সিদ্ধার্থ সংসার ত্যাগের পর প্রথম কার সাথে দেখা হয়?

উত্তর : প্রথম অনোম নদী থেকে চুল ছেদন করে চলে যাওয়ার পর রাজগৃহে রাজা বিম্বিসারের সাথে সাক্ষাৎ হয়।

১৩. রাজা বিম্বিসার রাজকুমারকে এই অবস্থায় দেখে কি বলিলেন?

উত্তর : রাজা বলিলেন, কুমার সিদ্ধার্থ কেন এই জীবন নির্বাচন করে নিলে? সিদ্ধার্থ বলিলেন : মহারাজ, জ্ঞান লাভ করে সর্বদুঃখ থেকে মুক্ত হয়ে নির্বাণ লাভের তরে আমার এই জীবন।

১৪. সিদ্ধার্থ গৃহত্যাগের পর প্রথম কাহার নিকট সাধনার জন্য গেলেন?

উত্তর : তারা হলেন আরাড় কালাম ও আর একজন রামপুত্র রুদ্রক। কিন্তু তারাও জরা, ব্যাধি ও মৃত্যুকে জয় করার শিক্ষা দিতে পারেন নাই।

১৫. সিদ্ধার্থ পিতার কাছ থেকে গৃহত্যাগের আগে চারিটি বর কি কি প্রার্থনা করলেন?

উত্তর : ক. জরা যেন আমার যৌবন নষ্ট করতে না পারে।

খ. ব্যাধি যেন আমার স্বাস্থ্যবান শরীর নষ্ট না করে,

গ. মৃত্যু না হয়ে যেন আমি অমর হতে পারি,

ঘ. এ ভব সংসারে আর যেন আমার পুনর্জন্ম না হয়।

১৬. সিদ্ধার্থের অপর পাঁচ শিষ্য ও বন্ধু কে কে ছিলেন?

উত্তর : কোণ্ডিণ্য, ভদ্রিয়, অশ্বজিত, বঙ্গ ও মহানাম।

১৭. সিদ্ধার্থ কোন খাদ্য ও কাহার খাদ্য আহারের পর বোধিজ্ঞান লাভ করেন?

উত্তর : সুজাতা নামক যুবতী নারীর পায়সান্ন খাওয়ার পর নৈরঞ্জনা নদী তীরে বোধিবৃক্ষের নিচে উপবেশন করলেন। কঠোর সংকল্পে তৎপর বোধিজ্ঞান বা বুদ্ধত্ব লাভ করলেন। সেইদিন ছিল বৈশাখী পূর্ণিমা পঁয়ত্রিশ বৎসর বয়সে বুদ্ধ হলেন।

১৮. বোধি লাভের সাহায্যকারী সপ্তম চৈত্য কি কি?

উত্তর : ১. বোধিপালংক ২. অনিমেষ চৈত্য ৩. চংক্রমণ চৈত্য (স্বর্ণ সেতু) ৪. রত্নগৃহ ৫. অজপাল ন্যাগ্রোধ বৃক্ষ ৬. মুচলিন্দ ৭. রাজায়তন।

১৯. বুদ্ধ উক্ত সাত সপ্তাহ অতীত করার পর তাহার কাছে কে এসেছিলেন?

উত্তর : বুদ্ধ সপ্তম চৈত্যস্থানে ৪৯ দিন থাকার পর, ব্রহ্মাসহস্পতি এসেছিল বুদ্ধকে ‘ধর্মচক্র প্রবর্তন’ বা ধর্ম প্রচার করার জন্য। ব্রহ্মা বুদ্ধের নিকট প্রার্থনা করলেন এবং বুদ্ধও তাহাই সম্মত হইয়াছিলেন।

২০. মহাব্রহ্মা আসার আগে বুদ্ধ কাহার সঙ্গে মুখোমুখি হয়?

উত্তর : দুইজন প্রতিভাশালী প্রভাবশালী ব্যবসায়ী তারা হলেন, তপসসু ও ভল্লিক। এরাই প্রথম বুদ্ধ ও ধর্মের দ্বি-রত্নের শরণ গ্রহণ করিয়াছিলেন।

২১. মহাব্রহ্মা আসার পূর্বে বুদ্ধ কেন তার আয়ত্বকৃত ধর্ম প্রচার করিতে রাজি নন?

উত্তর : চারি আর্ঘ্যসত্য, প্রতীত্যসমুৎপাদ নীতি ও আর্ঘ্য

অঙ্গাসিক মার্গ অতি গভীর সাধারণের ও মূর্খ, অজ্ঞানী, কামভোগী মানুষের বোধগম্য ও হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে না বলিয়া এহেন ধর্ম বুদ্ধ প্রচার করিতে নারাজ ছিল।

২২. তথাগত বুদ্ধ তার ধর্ম প্রচারে প্রথম কি কি পরিত্যাগ করিতে উপদেশ দিলেন?

উত্তর : দুই বিষয়, যথা—কামসুখ (স্ত্রী-পুরুষের সহবাস বিষয়ক) এবং আত্ম নিগ্রহ (শারীরিক দুঃখ, কষ্ট, নিপীড়ন) এই দুই অন্ত সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করে নির্বাণ সাধনা করতে হয়। সেইদিন ছিল শুভ আষাঢ়ী পূর্ণিমা তিথি।

২৩. বুদ্ধের পঞ্চবর্গীয় শিষ্যদের মধ্যে কে ধর্মজ্ঞান লাভ করেন?

উত্তর : কৌণ্ডিন্য সর্বপ্রথম বুদ্ধের ধর্ম বুঝতে সক্ষম হন।

২৪. বুদ্ধ প্রথমে কোথায় পরিনির্বাণ ঘোষণা করেছিলেন?

উত্তর : বৈশাখী নগরে চাপাল চৈত্য ও কূটাগারশালায় প্রবেশ করে, সমগ্র ভিক্ষুসংঘকে একত্রিত করে বুদ্ধ বলিলেন, হে ভিক্ষুগণ তোমাকে অনেক কিছু শিক্ষা দিয়াছি, আজ থেকে তিন মাস পরে তথাগত বুদ্ধ মহাপরিনির্বাণ লাভ করিবেন।

২৫. বুদ্ধের অগ্রশ্রাবক, অগ্রশ্রাবিকা ও সেবক কারা ছিলেন?

উত্তর : অগ্রশ্রাবক দুইজন, শারিপুত্র ও মোদগলায়ণ। অগ্রশ্রাবিকা দুইজন, ক্ষেমা ও উৎপলবর্ণা এবং সেবক ছিলেন আনন্দ স্থবির।

২৬. বুদ্ধ শেষ আহার কোথায় করেন ও কি খাদ্য আহার

করেন?

উত্তর : চুন্দ নামক এক স্বর্ণকার পুত্রের বাড়িতে শুকর মাংস আহার করার পর আমাশয় রোগে আক্রান্ত হয়। তৎপর কুশীনগরে এক শালবনে গেলেন তথায় দেবগণ দ্বারা সুসজ্জিত এক মনোরম শয্যায় (বিছানা) শায়িত হইলেন এবং রাত্রির শেষ যামে আমাদের তথাগত ভগবান গৌতম বুদ্ধ মহাপরিনির্বাণ লাভ করিলেন।

২৭. তখন বর্ষ ও তিথি কি ছিলো?

উত্তর : খ্রিষ্টপূর্ব ৫৪৩ অব্দে শুভ বৈশাখী পূর্ণিমা তিথিতে কুশীনগরের শালবনে বুদ্ধ আশি বৎসর বয়সে মহাপরিনির্বাণ লাভ করেছিলেন।

২৮. বুদ্ধের আন্তিম বাণী কি ছিল?

উত্তর : হে ভিক্ষুগণ! সকল সংস্কারসমূহ ক্ষয়শীল পরিবর্তনীয় (অনিত্য) অতএব তোমরা অপ্রমত্ত হয়ে নিজ নিজ করণীয় কর্তব্য সম্পাদন কর।

২৯. বুদ্ধের পরিনির্বাণের পর বৌদ্ধ মহাসঙ্গীতি কয়টি হইয়াছিল?

উত্তর : মোট ছয়টি। প্রথম থেকে ষষ্ঠ মহাসঙ্গীতি পর্যন্ত হয়।

৩০. প্রথম বৌদ্ধ মহাসঙ্গীতি কখন ও কোথায় হইয়াছিল?

উত্তর : বুদ্ধ পরিনির্বাণের তিন মাস পরে, রাজগৃহের রাজা অজাতশত্রুর পৃষ্ঠপোষকতায় পাঁচশত অরহত ভিক্ষুর উপস্থিতিতে বৈভার পর্বতের সপ্তপর্ণী গুহায়, অর্হৎ

মহাকাশ্যপ স্থবিরের নেতৃত্বে (সভাপতিত্বে) সাত মাস অবধিকাল চলার পর এই মহাসঙ্গীতির কার্যক্রম সুসমাধা করা হয়। এখানে প্রশ্নকর্তা অর্হৎ মহাকাশ্যপ স্থবির ছিলেন। বিনয় আবৃত্তিকারী অর্হৎ উপালী স্থবির এবং ধর্ম আবৃত্তি করিয়াছিলেন অর্হৎ সেবক আনন্দ স্থবির।

### ৩১. দ্বিতীয় বৌদ্ধ মহাসম্মেলন কখন ও কোথায় হইয়াছিল?

উত্তর : এই সঙ্গীতি বুদ্ধপরিনির্বাণের একশত বৎসর পরে মগধরাজ কালাশোকের পৃষ্ঠপোষকতায় বৈশালীর বালুকারামে সাতশত অর্হৎ ভিক্ষুর অংশগ্রহণে অর্হৎ রেবত স্থবিরের সভাপতিত্বে আট মাস পর্যন্ত বুদ্ধের ধর্ম বিনয় আবৃত্তি বা আলোচনা করার পর এই অধিবেশন সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

### ৩২. তৃতীয় অধিবেশন কখন বা কোথায় অনুষ্ঠিত হয়?

উত্তর : তথাগত বুদ্ধ পরিনির্বাণের দুইশত আটার বৎসর পর পাটলিপুত্র সম্রাট অশোক রাজা উৎপত্তি হন। তৎকালে রাজার পৃষ্ঠপোষকতায় অশোকারামে এক হাজার প্রতिसঙ্ঘিপ্রাপ্ত অর্হৎ ভিক্ষুর উপস্থিতিতে মোদগলিপুত্র তিস্য স্থবিরের সভাপতিত্বে এই বৌদ্ধ মহান অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় ধর্ম ও বিনয় নামে দ্বিবিধ বুদ্ধ বচনকে তিনটি পৃথক পৃথক পিটকে ভাগ করা হয়, যথা : সুত্রপিটক, বিনয়পিটক এবং অভিধর্ম পিটক নামে ত্রিপিটকের উৎপত্তি হয়। তৃতীয় বৌদ্ধ মহাসঙ্গীতি নয়মাস কাল ব্যাপী চলার পর

সমাপ্ত হয়।

### ৩৩. চতুর্থ মহাসঙ্গীতি কোথায় ও কখন অনুষ্ঠিত হয়?

উত্তর : খ্রিষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীতে শ্রীলংকান (সিংহল) রাজা বট্টগামনির আমলে আলোক বিহারে পাঁচশত পণ্ডিত ভিক্ষুর সমন্বয়ে মাননীয় রক্ষিত স্থবিরের সভাপতিত্বে এই মহাসভাব অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় বুদ্ধ বচনসমূহ পরীক্ষা নিরীক্ষা করার পর সমগ্র ত্রিপিটক ও এর অর্থকথাসহ প্রথম তালপত্রে লিপিবদ্ধ করা হয়। এটাই বর্তমান পালি ত্রিপিটক।

### ৩৪. পঞ্চম সঙ্গীতি কখন হয়?

উত্তর : ১৮৭১ খ্রিষ্টাব্দে রাজা মিণ্ডনমিনের আয়োজনে রাজধানী মান্দালয়ে ত্রিপিটক অভিজ্ঞ পাঁচ শতাধিক ভিক্ষু সম্মিলিত হয়ে ত্রিপিটকগ্রন্থ সমূহ সভা অবসানে মার্বেল প্রস্তরে খোদিত করেন।

### ৩৫. ষষ্ঠ বৌদ্ধ সঙ্গীতি কিভাবে অনুষ্ঠিত হয়?

উত্তর : ব্রহ্মদেশের রাজধানী রেঙ্গুনে ১৯৫৪ খ্রিষ্টাব্দে ১৪ই মে মহাপাষাণ গুহায় প্রধানমন্ত্রী থাকিন নু এর পৃষ্ঠপোষকতায় দুই বৎসর চলার পর ১৯৫৬ সনের ২৪ শে মে বুদ্ধের ২৫০০ তম পরিনির্বাণ বার্ষিকীর দিনে এই ষষ্ঠ বৌদ্ধ সঙ্গীতি সমাপ্ত হয়। সে দিন মায়ানমারে ২৫০০ জন যুবক প্রব্রজিত ও ভিক্ষুধর্মে দীক্ষা নেন। এতাই বৌদ্ধ ধর্ম ও সাহিত্যের ইতিহাসে শেষ সঙ্গীতি।



### পূজ্য বনভন্তের সংক্ষিপ্ত জীবনী

১. ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাংলাদেশে সত্য ধর্মের শ্রেষ্ঠ প্রবর্তক হিসাবে কোন স্বনামধন্য অর্হৎ মহামানব উৎপন্ন হইয়াছিলেন?

উত্তর : ষড়ভিজ্জা অর্হৎ সাধনানন্দ মহাস্থবির (বনভন্তে) বাংলাদেশি ও সমগ্র বৌদ্ধ বিশ্বে সত্যধর্মের প্রচারকরূপে বাংলাদেশে আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

২. পূজ্য বনভন্তে কখন ও কোথায় জন্ম হইয়াছিলেন?

উত্তর : ১৯২০ সালে ৮ জানুয়ারি রাঙমাটির ছয় মাইল দক্ষিণে ১১৫নং মগবান মৌজার মোরঘোনা নামক এক গ্রামে, চাকমা বৌদ্ধ পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

৩. পূজ্য বনভন্তের মাতা-পিতা ও গৃহীর নাম এবং তাহারা কত ভাই ছিলেন?

উত্তর : মাতা বীরপুদি চাকমা, পিতা হারুমোহন চাকমা ও পূজ্য ভন্তের গৃহী নাম রথীন্দ্র লাল চাকমা এবং তাহারা ছয় ভাই বোনের মধ্যে রথীন্দ্র লাল সবার বড় ভাই ছিলেন।

৪. রথীন্দ্র লাল কখন শ্রামণ্য ধর্মে দীক্ষা নেন অথবা কোথায়?

উত্তর : ১৯৪৯ সালে ২৯ বৎসর বয়সে শুভ ফাল্গুনী পূর্ণিমা তিথিতে চট্টগ্রাম নন্দনকানন বৌদ্ধ বিহারে তৎকালীন বি.এ. পাস করা শ্রীমৎ দীপংকর শ্রীজ্ঞান মহাস্থবিরের নিকট প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন। নাম রাখা হয় রতীন্দ্র শ্রামণ।

৫. পূজ্য বনভন্তে কত বৎসর জঙ্গলে সাধনা করেন?

উত্তর : ১৯৪৯ সালে শেষের দিকে ১৯৫০ সালের মাঝামাঝি পর্যন্ত ১১ বৎসর ধনপাতার গহিন অরণ্যে একাকী ধ্যান-সাধনা করেন। তথায় বনে-জঙ্গলে সাধনা করে থাকতেন বলে লোকে ‘বনশ্রামণ’ আখ্যা প্রদান করেন।

৬. বনশ্রামণ কখন উপসম্পদা লাভ করে ও সেটা কোন স্থানে?

উত্তর : ২৭ জুন ১৯৬১ সালে ২৫০৫ বুদ্ধবর্ষের জ্যেষ্ঠ পূর্ণিমা তিথিতে মাইনী বোয়ালখালী উদক সীমায় দ্বিতীয় সংঘরাজ ভদন্ত গুণালংকার মহাস্থবিরের উপাধ্যায়ত্বে শুভ উপসম্পদা লাভ করেন।

৭. শ্রদ্ধেয় বনভন্তে রাজবন বিহারে কখন আছেন?

উত্তর : ১৯৭৪ খ্রিষ্টাব্দে চাকমা রাজার আমন্ত্রণে দানোত্তম কঠিন চীবর দানে যোগ দেন এবং ১৯৭৭ সালে লংগদু তিনটিলা থেকে রাঙামাটি রাজবন বিহারে স্বশিষ্য চলে এসে স্থায়ীভাবে বসবাস আরম্ভ করেন।

৮. শ্রদ্ধেয় বনভন্তের জন্মদিন কখন থেকে পালন করা শুরু হয়?

উত্তর : ১৯৯৬ খ্রিষ্টাব্দ থেকে পূজ্য বনভন্তের জন্মদিনকে আনুষ্ঠানিকভাবে পালন করা শুরু হয় এবং ২০০৪ সাল থেকে শ্রদ্ধেয় ভন্তে জন্মদিন উপলক্ষে একটি মনোজ্ঞ স্মরণিকা ‘বনভন্তে জন্মস্মারক’ নামে প্রকাশিত ও

প্রতিপালিত হয়ে আসছে, বর্তমান পর্যন্ত।

৯. শ্রীমৎ সাধনানন্দ মহাস্থবির (বনভন্তে)র চোখ কখন অপারেশন করে দেওয়া হয়?

উত্তর : ২০০৪ সালে ৩০ নভেম্বর ভন্তের চোখে ছানি পড়লে ভারতের মাদ্রাজ থেকে বিশিষ্ট চক্ষুরোগ বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের দ্বারা বনভন্তের বামচক্ষু অপারেশন করা হয়। এবং একই বৎসরে (২০০৪) জুন মাসে রাজবন বিহারে একটি ‘আধুনিক অফসেট প্রেস’ প্রতিষ্ঠা করা হয়।

১০. শ্রদ্ধেয় বনভন্তে কখন ধর্মদেশনা সমাপ্ত করেন?

উত্তর : ১১ জানুয়ারি ২০১২ ভোরে তার শিষ্যসংঘকে প্রতিদিনের মত সেদিনও দেশনা করে তার অমৃতময় নির্বাণরসে ভরপুর ধর্মদেশনা চিরদিনের জন্য অবসান করেন। তৎকাল থেকে আমাদের স্বয়ং তার জীবিত মুখ থেকে অমৃতবাণী শ্রবণ করার ভাগ্য ফিরে আসলো না।

১১. পূজ্য বনভন্তে কখন অসুস্থ হয়ে পড়েন ও শেষে কোথায় নিয়ে যাওয়া হয়?

উত্তর : ২০১২ সালে ১৫/১৬ তারিখে ঠাণ্ডাজনিত কারণে অসুস্থ হয় এবং পরে ২৬ জানুয়ারি ভিক্ষুসংঘ, মেডিকেল বোর্ডের ডাক্তাররা ও রাজা দেবশীষ রায়সহ সর্বসম্মতিক্রমে বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকায় স্কয়ার হাসপাতাল নামক এক চিকিৎসালয়ে ২৭ জানুয়ারিতে দুপুরকালে অ্যান্ডুলেন্স যোগে

নিয়ে যাওয়া হয়।

**১২. শ্রদ্ধেয় বনভন্তে কখন ও কোথায় মহাপরিনির্বাণ লাভ করেন?**

**উত্তর :** উক্ত স্কয়ার হাসপাতালে ৩০ জানুয়ারি ২০১২ ইং ৩:৫৬ মিনিটে পরন্তু বিকেলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় বাংলাদেশ তথা সারাবিশ্বে শত সহস্র লক্ষ কোটি নর-নারী শোক সাগরে ভাসিয়ে এহেন অর্হৎ মহাপুরুষ পরম সুখ নির্বাণে চলিয়া গেলেন।

### বোধিসত্ত্বগণের ৩০টি ধর্মতা

১. বোধিসত্ত্বগণ অন্তিম জন্মে স্মৃতিমান হয়ে মাতৃগর্ভে প্রবেশ।
২. মাতৃগর্ভে বুদ্ধাসনে উপবেশন করে বহির্মুখী হয়ে অবলোকন করে থাকে।
৩. বোধিসত্ত্বের মাতা দাঁড়িয়ে সন্তান প্রসব করে থাকেন।
৪. বোধিসত্ত্বগণের জন্ম অরণ্য (বৃক্ষমূলে) হয়ে থাকে।
৫. সদ্যোজাত বোধিসত্ত্ব উত্তরাভিমুখী হয়ে সপ্তপদ গমন এবং এই পৃথিবীতে আমি অগ্র, আমি জ্যেষ্ঠ, আমি শ্রেষ্ঠ, আমার শেষ জন্ম এ কথা বলিয়া থাকেন।
৬. তিনি বৃদ্ধ, মৃতদেহ, রোগী, সন্ন্যাসী চারি নিমিত্ত দেখে বৈরাগ্য উৎপন্ন হয়ে সংসার ত্যাগ করেন।
৭. তিনি প্রব্রজ্যার কমপক্ষে সপ্তাহ ধরে ধ্যান-সাধনা করে

থাকেন ।

৮. বোধিসত্ত্বগণ বুদ্ধত্ব লাভের দিনে পায়সান্ন ভোজন করে থাকেন ।

৯. তিনি কুশাসনে বসে সর্বজ্ঞতা জ্ঞান লাভ করে থাকেন ।

১০. বোধিসত্ত্বগণ বুদ্ধত্ব লাভের জন্য আনাপান স্মৃতি ভাবনা করেন ।

১১. বোধিসত্ত্বগণ বজ্রাসনেই স্বসৈন্য মার পরাজয় করে থাকেন ।

১২. বোধিমগুপে ত্রিবিদ্যাди অসাধারণ জ্ঞান লাভ করে থাকেন ।

১৩. বোধি লাভের পর বোধিবৃক্ষাদিতে সাত সপ্তাহ যাপন করেন ।

১৪. ধর্ম প্রচারে অনীহা দেখে মহাব্রহ্মা ধর্ম প্রচারে প্রার্থনা করেন ।

১৫. তিনি ঋষিপতন মৃগদায়ে ধর্মচক্র প্রবর্তন করে থাকেন ।

১৬. মাঘী পূর্ণিমায় ভিক্ষুসংঘকে প্রাতিমোক্ষ আবৃত্তি করেন ।

১৭. বুদ্ধ জেতবনে দীর্ঘকাল অবস্থান করিয়া থাকেন ।

১৮. শ্রাবস্তীর নগরদ্বারে বুদ্ধ যমক প্রতিহার্য (ঋদ্ধি) প্রদর্শন করেন ।

১৯. তাঁর মাতাকে সম্মুখে রেখে তাবতিংস স্বর্গে অভিধর্ম দেশনা করেন ।

২০. তৎপর স্বর্গ থেকে দেশনার পর সাংকাশ্য নগরদ্বারে অবতরণ করেন ।

২১. বুদ্ধগণ সতত ফল সমাপত্তি লাভ করে থাকেন।
২২. বুদ্ধগণ সমাপত্তিতে স্থিত থেকে বিনয়ন যোগ্য ব্যক্তিকে দেখে থাকেন।
২৩. বুদ্ধগণ কারণ দর্শন করে ধর্মদেশনা করেন।
২৪. তাঁরা প্রয়োজনবোধে জাতকের কথা উত্থাপন করেন।
২৫. বুদ্ধগণ জ্ঞাতিগণের সমাগমে ‘বুদ্ধবংশ’ দেশনা করেন।
২৬. বুদ্ধগণ আগন্তুক ভিক্ষুগণের সহিত কুশলাদি প্রশ্ন করেন।
২৭. বুদ্ধেরা বর্ষার পর নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদের সহিত কথা বলে অন্যত্র গমন করেন।
২৮. প্রতিদিন সকাল ও বিকাল রাত্রির প্রথম, মধ্যম এবং শেষ যামে বুদ্ধকৃত্য সম্পাদন করেন।
২৯. বুদ্ধগণ পরিনির্বাণের পূর্বে মাংস রস গ্রহণ ও ভোজন করেন।
৩০. বুদ্ধগণ চব্বিশ কোটি লক্ষ সমাপত্তি সমাপন করে নির্বাণ লাভ করেন।

### মহাসমুদ্রতুল্য বুদ্ধের ধর্ম

১. যেমন পহাবাদ, মহাসমুদ্র ক্রমশ ঢালু হয়ে যায়, ক্রমশ দূরে চলে যায়, পাহাড়ের খাড়া দিক সদৃশ কোন খাড়াভাব ছাড়া ক্রমশ একপার্শ্বে পড়ে থাকে, ঠিক তদ্রূপ, এই ধর্ম বিনয়ে আকস্মিকতা বিহীন আনুপূর্বিক শিক্ষা, আনুপূর্বিক অনুশীলন, আনুপূর্বিক প্রতিপদা আছে যেমন অন্তর্দৃষ্টির

উপলব্ধি। পহাবাদ, এটা এই ধর্ম বিনয়ে প্রথম আশ্চর্য, অদ্ভুত বিষয় যা প্রত্যক্ষ করেই ভিক্ষুরা এই ধর্ম বিনয়ে অভিরমিত হয়।

২. মহাসমুদ্র যেমন স্থির, এর সীমা অতিক্রম করে না, ঠিক তদ্রূপ, আমরা কর্তৃক প্রজ্ঞাপিত শিক্ষাপদ আমার শ্রাবকগণ (শিষ্যগণ) জীবনের বিনিময়েও লংঘন করে না। এটা দ্বিতীয় গুণ।

৩. যেমন, পহাবাদ! মহাসমুদ্রে কোন মৃতদেহ থাকতে পারে না, কোন মৃতদেহ পতিত হলে তা শীঘ্রই তীরে স্থলভাগে স্তম্ভীকৃত হয়; তদ্রূপ! দুঃশীল, পাপধর্মী, অশুচি, সন্ধিঞ্চ আচারসম্পন্ন গোপনে (পাপ) কর্ম সম্পাদনকারী, অশ্রমণ হয়ে শ্রমণের দাবীকারী অব্রাহ্মণ হয়ে ব্রাহ্মণের প্রতিজ্ঞাকারী, হাড়ে হাড়ে পচা, কামুক এবং অধম, সংঘ মধ্যে এ ধরনের পুদ্গল (সত্ত্ব) মিলিত হয় না, কিন্তু অতি শীঘ্রই একত্রিত হয়ে তাকে বহিষ্কার করে দেয়। যদিও সে একত্রিত সংঘের মধ্যে উপবিষ্ট থাকে তথাপি সে সংঘ হতে বহু দূরে এবং সংঘ তা হতে বহু দূরে। এটাই এই ধর্মে তৃতীয় গুণ।

৪. যেমন, পহাবাদ, যে সকল মহানদী আছে, যেমন : গঙ্গা, যমুনা, অচিরবতী, সরভূ, মহী তৎ সমুদয় মহাসমুদ্রে পতিত হয়ে পূর্ব নাম, গোত্র হারিয়ে ফেলে এবং শুধুমাত্র মহাসমুদ্র হিসেবেই বিবেচিত হয়; তদ্রূপ এ ধর্মে ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, বৈশ্য, শূদ্র তথাগত প্রবেদিত ধর্ম বিনয়ে আগার হতে অনাগারিক প্রব্রজ্যা লাভ করত তাদের পূর্ব নাম, গোত্র

পরিহার করে শুধুমাত্র শাক্য পুত্রীয় শ্রমণ হিসেবে বিবেচিত হয়। এটা এই ধর্মে চতুর্থ গুণ।

৫. যেমন, পহাবাদ, যদিও জগতের সকল ক্ষুদ্র নদী মহাসমুদ্রে পতিত হয় এবং অন্তরীক্ষে যে বারিধারা বর্ষিত হয় তৎদ্বারা মহাসমুদ্রের শূন্যতা ও পূর্ণতার কোন প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে না; তদ্রূপ, বহু সংখ্যক ভিক্ষু অনুপাদিশেষ নির্বাণ ধাতুতে পরিনির্বাচিত হয়, নির্বাণ ধাতুর শূন্যতা বা পূর্ণতার উপর কোন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে না। ইহা এই ধর্ম বিনয়ে পঞ্চম অদ্ভুত গুণ।

৬. যেমন পহাবাদ! মহাসমুদ্রের এক রস লবণ রস; তদ্রূপ, এই ধর্ম বিনয়ে এক রস বিমুক্তি রস। ইহা ষষ্ঠ অদ্ভুত গুণ।

৭. যেমন পহাবাদ! মহাসমুদ্র নানাবিধ মূল্যবান সম্পদের সঞ্চয়গার, তথায় এসব সম্পদ বিদ্যমান; মুক্তা, মনি উজ্জ্বল নীল বর্ণের প্রস্তর, প্রবাল, রৌপ্য ইত্যাদি, তদ্রূপ, এই ধর্ম বিনয়ে আছে অনেক নানাবিধ রত্ন চার স্মৃতি প্রস্থান, চার সম্যক প্রধান, চার ঋদ্ধিপাদ, পঞ্চ ইন্দ্রিয়, পঞ্চ বল, সপ্ত বোধ্যঙ্গ ও আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ। ইহা সপ্তম আশ্চর্যজনক অদ্ভুত গুণ।

৮. যেমন পহাবাদ! মহাসমুদ্র বিশাল বিশাল প্রাণীদের আবাসস্থল। তথায় বাস করে তিমি, তিমিঙ্গল, অসুর, নাগ, গন্ধর্ব; মহাসমুদ্রে আছে শত যোজন, দ্বিশত যোজন, ত্রিশত, চতুর্শত, পঞ্চশত যোজন দীর্ঘ জীব; তদ্রূপ পহাবাদ! এই ধর্ম বিনয়ে মহৎ সত্ত্বদের আবাস, তথায় আছে এসব ভূত



শ্রোতাপন্ন এবং শ্রোতাপত্তি ফল প্রত্যক্ষ ক্রিয়ায় প্রতিপন্ন; সকৃদাগামী এবং সকৃদাগামী ফল প্রত্যক্ষ ক্রিয়ায় প্রতিপন্ন, অনাগামী এবং অনাগামী ফল প্রত্যক্ষ ক্রিয়ায় প্রতিপন্ন, অরহৎ এবং অর্হত্বে প্রতিপন্ন; পহাবাদ এটাই ধর্ম বিনয়ের অষ্টম আশ্চর্যজনক অদ্ভুত ধর্ম যা প্রত্যক্ষ করে করেই ভিক্ষুগণ এই ধর্ম বিনয়ে অভিরমিত হয়।

### বিশাখার অষ্টবর লাভ

১. আমি ভিক্ষুগণকে আজীবন বর্ষকালীন স্নানবস্ত্র দান দিতে ইচ্ছা করি।
২. ভগবান অতিথি ভিক্ষুগণ ভিক্ষা স্থান জানেন না, পথও চিনেন না, তাঁরা বড় কষ্টে ভিক্ষা অন্বেষণ করেন। যদিও তাঁরা ভিক্ষা স্থান না জানে এবং সুখে ভিক্ষাচরণ করতে না পারেন; ততদিন তাঁদের আমি আহাৰ্য বস্তু দান দিতে ইচ্ছা করি।
৩. কোন ভিক্ষু দূরদেশে গমনের ইচ্ছা করলে, তখন যদি ভিক্ষাচরণ করে খেতে হয়, তবে তার গমনের অনেক অসুবিধা ঘটে এবং ভিক্ষা অন্বেষণেও ক্লান্ত, যথাসময়ে পৌছতে না পারা, দীর্ঘপথ হেঁটে ক্লান্ত হয়ে পড়েন। তাই বলছি, তিনি আমার আহাৰ ভোজন করে যথাসময়ে ও নিরাপদে যাওয়ার জন্য গমনেচ্ছুক ভিক্ষুকে খাদ্যভোজ্য দান দিতে ইচ্ছা করেছি।
৪. ভতে, রুগ্ন ভিক্ষুর উপযুক্ত ঔষধ পথ্যের অভাবে রোগ

বৃদ্ধি পায়, এতে রোগীর মৃত্যুও হতে পারে। অতএব রুগ্ন ভিক্ষুর যাতে রোগও বৃদ্ধি না হয়, মৃত্যুও না ঘটে এ উপকার দেখিয়া রুগ্ন ভিক্ষুকে ঔষধ পথ্যে দানের ইচ্ছা করেছি।

৫. রোগী ভিক্ষুর সেবক প্রয়োজন, সেই সেবক ভিক্ষু পিণ্ডাচরণের জন্য গ্রামে বের হলে রোগীর রোগ সেবা চলবে না এবং যথাসময়ে রোগীর পথ্যও সঙ্গে নেওয়া সম্ভব নাই। এই উপকার দর্শন করিয়াই আমি রোগীর সেবকের আহ্বান দানের ইচ্ছা করেছি।

৬. রুগ্ন ভিক্ষু যথাসময়ে উপযুক্ত ঔষধ পেলে, সহসা আরোগ্য লাভ করবেন। অন্যথায় রোগ বৃদ্ধি পেলে মৃত্যুও হতে পারে। এ উপকার দর্শন করিয়া রুগ্ন ভিক্ষুকে ঔষধ দানের ইচ্ছা করেছি।

৭. ভন্তে, আপনি বলেছেন যাগু পানের দশটি গুণ আছে। ভিক্ষুগণ এই দশ প্রকার উপকার লাভে সুখী হোক, এই ইচ্ছা পোষণ করেই আমি যাবজ্জীবন ভিক্ষুগণকে নিয়মিত যাগু দানের ইচ্ছা করেছি।

৮. ভন্তে, ভিক্ষুগীরা অচিরবতী নদীতে নগ্ন দেহে স্নান করেন। তখন তাদেরকে গণিকারা পরিহাস করেন ও ভিক্ষুগীগণেরও নীরব থাকতে হয়। প্রভো, নারী জাতির নগ্নদেহ বড়ই ঘৃণ্য। এই কারণে যাবজ্জীবন ভিক্ষুগীগণকে স্নান বস্ত্র দানে ইচ্ছা করেছি।

### সপ্ত অপরিহানীয় ধর্ম

১. হে আনন্দ, বজ্জিগণ যতদিন সর্বদা সম্মিলিত হবে, সম্মিলিতবহুল থাকবে ততদিন বজ্জীদের শ্রীবৃদ্ধি অবশ্যম্ভাবী, পরিহানি হবে না।

২. আনন্দ, যতদিন বজ্জিগণ একতাবদ্ধভাবে সম্মিলিত হবে, একমত হয়ে এক সঙ্গে বৈঠক হতে উঠবে, একতাবদ্ধ হয়ে বজ্জিদের কর্তব্য সমূহ সম্পাদন করবে, ততদিন বজ্জিদের শ্রীবৃদ্ধি ছাড়া পরিহানি হবে না।

৩. আনন্দ! যতদিন বজ্জিগণ অপ্রজ্ঞাপ্ত বিধি প্রজ্ঞাপিত করবে না, প্রজ্ঞাপ্ত বিধিসমূহ উচ্ছেদ করবে না, আদি রাজাগণের রাজধর্মানুযায়ী যথা প্রজ্ঞাপ্ত নিয়মে রাজ্য শাসন করবে ততদিন বজ্জিদের শ্রীবৃদ্ধি অবশ্যই হবে পরিহানি হবে না।

৪. আনন্দ, যতদিন বজ্জিগণ বৃদ্ধ বজ্জিদের (জ্ঞাতিগণের) প্রতি সৎকার, গৌরব সম্মান ও পূজা করবে এবং তাদের উপদেশ মেনে চলা উচিত মনে করবে, ততদিন বজ্জিদের শ্রীবৃদ্ধি অবশ্যই হবে, পরিহানি হবে না।

৫. আনন্দ, বজ্জিগণ যতদিন কুলস্ত্রী-কুলকুমারীদিগকে বলপূর্বক ধরে এনে স্থায়ী গৃহে বাস করাবে না ততদিন বজ্জিগণের শ্রীবৃদ্ধি অবশ্যম্ভাবী, কখনও পরিহানি হবে না।

৬. আনন্দ, যতদিন বজ্জিগণ তাদের নগরে ও বহির্নগরে যে সমস্ত চৈত্য (স্মৃতি মন্দির, বুদ্ধমন্দির) আছে তৎ সমুদয়ের সৎকার, গৌরব, সম্মান ও পূজা করবে এবং যে সম্পত্তি উক্ত চৈত্য সমূহের পূজার জন্য দেওয়া হয়েছে, তা পুনরায় হরণ

করবে না এবং পূর্বকৃত ধর্মত পূজার পরিহানি করবে না, ততদিন বজ্জিদের শ্রীবৃদ্ধি নিশ্চিত, পরিহানি হবে না।

৭. হে আনন্দ, বজ্জিগণ যতদিন অর্হৎ বা মহাপুরুষগণের প্রতি ধর্মত সুরক্ষা করে থাকে, সুব্যবস্থা করবে যাতে অনাগত অর্হৎগণ স্বীয় রাজ্যে আগমন করে এবং আগত (বর্তমান) অর্হৎগণ সুখে বাস করতে পারে ততদিন বজ্জিরাজাদের (জাতিদের) শ্রীবৃদ্ধি অবশ্যম্ভাবী, কখনো পরিহানি ঘটবে না।

### সপ্ত পরিহানীয় ধর্ম

ভিক্ষুদর্শন শূন্য হলে, সদ্ধর্ম শ্রবণে,  
পঞ্চশীল নাহি পালে যেবা কদাসনে,  
ভিক্ষুর প্রতি অপ্রসন্ন হয় যেই জন,  
বিক্ষিপ্ত চিত্তেতে শুনে ধর্ম সমুদয়,  
অন্য দোষ অশ্বেষণ করে যেই জন,  
বুদ্ধশাসন বাহিরে দানপাত্র করে অশ্বেষণ।  
এই সপ্ত কারণে মানব পরিহানি হয়,  
জানিবে বুদ্ধের বাণী ইহা সুনিশ্চয়।

### ৩৭ প্রকার বোধিপক্ষীয় ধর্ম

১. চারি স্মৃতি প্রস্থান : কায়ানুদর্শন, বেদনানুদর্শন, চিন্তানুদর্শন, ধর্মানুদর্শন।

ক. কায়ানুদর্শন ১৪ প্রকার :

ক. আনাপান স্মৃতি খ. ঈর্ষাপথ স্মৃতি গ. সম্প্রজ্ঞান স্মৃতি ঘ.

প্রতিকূল মনসিকার ঙ. ধাতু মনসিকার চ. নবসিবথিকা (মৃতদেহের নয়টি অবস্থা)

খ. বেদনানুদর্শন ৯ প্রকার :

ক. সুখ বেদনা খ. দুঃখ বেদনা গ. উপেক্ষা বেদনা ঘ. আমিষ সুখ বেদনা ঙ. আমিষ দুঃখ বেদনা চ. আমিষ উপেক্ষা বেদনা ছ. নিরামিষ সুখ বেদনা জ. নিরামিষ দুঃখ বেদনা ঝ. নিরামিষ উপেক্ষা বেদনা ।

গ. চিত্তানুদর্শন ১৫ প্রকার :

ক. সরাগ চিত্ত খ. বীতরাগ চিত্ত গ. সৎসেচ চিত্ত ঘ. বীতৎসেচ চিত্ত ঙ. সমোহ চিত্ত চ. বীতমোহ চিত্ত ছ. সংক্ষিপ্ত চিত্ত জ. বিক্ষিপ্ত চিত্ত ঝ. মহগত চিত্ত ঞ. অমহদগত চিত্ত ট. সউত্তর চিত্ত ঠ. অনুত্তর চিত্ত ড. সমাহিত চিত্ত ঢ. অসমাহিত চিত্ত ণ. বিমুক্ত চিত্ত ন. অবিমুক্ত চিত্ত ।

ঘ. ধর্মানুদর্শন ৫ প্রকার :

ক. পঞ্চ নীবরণ খ. পঞ্চ স্কন্ধ গ. দ্বাদশ আয়তন ঘ. সপ্ত বোধঙ্গ ঙ. চারি আর্যসত্য ।

ক. পঞ্চ নীবরণ : কামচ্ছন্দ, ব্যাপাদ, স্ত্যানমিদ্ধ, ঔদ্ধত্য, কৌকৃত্য ।

খ. পঞ্চ স্কন্ধ : রূপস্কন্ধ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান স্কন্ধ ।

গ. দ্বাদশ আয়তন : বাহ্যিক—রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস, স্পর্শ ও ধর্মায়তন । এবং আভ্যন্তরীণ—চক্ষু, শ্রোত্র, ঘ্রাণ, জিহ্বা, কায়

ও মনায়তন ।

ঘ. সপ্ত বোধ্যঙ্গ : স্মৃতি, ধর্মবিচয়, বীর্য, প্রীতি, প্রশান্তি, সমাধি ও উপেক্ষা ।

ঙ. চারি আৰ্যসত্য : দুঃখসত্য, সমুদয়, নিরোধ ও মার্গসত্য ।

ক. দুঃখ সত্য : জন্ম দুঃখ, জরা, ব্যাধি, মৃত্যু, শোক, পরিদেবন, দুঃখ, দৌর্মনস্য, নিরাশা, প্রিয়বিয়োগ, অপ্ৰিয় সংযোগ, সংক্ষেপে পঞ্চস্কন্ধই দুঃখ ।

খ. সমুদয় সত্য : যে তৃষ্ণা পুনর্জন্মের কারণ, যাহার সহিত আসক্তি থাকে তাহা ত্রিবিধ—কামতৃষ্ণা, ভবতৃষ্ণা, বিভব তৃষ্ণা ।

গ. নিরোধ সত্য : যাহা সেই তৃষ্ণার অশেষ নিরাগ নিরোধ, ত্যাগ, নিবৃত্তি, মুক্তি ও অনাসক্তি তাহাই দুঃখ নিরোধ ।

ঘ. মার্গ সত্য : সম্যকদৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক আজীব, সম্যক ব্যায়াম, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি ।

ক. সম্যক দৃষ্টি : দুঃখ জ্ঞান, দুঃখ সমুদয় জ্ঞান, দুঃখ নিরোধ জ্ঞান ও দুঃখ নিরোধের উপায় বিষয়ক জ্ঞান ।

খ. সম্যক সংকল্প : নৈক্রম্য, অব্যাপাদ, অবিহিংসা সংকল্প ।

গ. সম্যক বাক্য : মিথ্যা, পিণ্ডন, কর্কশ বাক্য ও বৃথা বাক্য ।

ঘ. সম্যক কর্ম : প্রাণীহত্যা বিরত, চুরি বিরত, বৃথা কামাচার বিরত ।

ঙ. সম্যক জীবিকা : আর্য়শ্রাবক মিথ্যাজীবিকা পরিহার করিয়া

সম্যক জীবিকা দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করেন। গৃহীদের জন্য পঞ্চ বাণিজ্য ত্যাগ অথবা প্রাণী, মাছ বা মাংস, বিষ, অস্ত্র ও মাদকদ্রব্য এগুলো ক্রয়-বিক্রয় না করে বিরত থাকা।

চ. সম্যক ব্যায়াম : অনুৎপন্ন অকুশলের অনুৎপাদনে চেষ্টা, উৎপন্ন অকুশল ক্ষয় সাধনের চেষ্টা, অনুৎপন্ন কুশলের উৎপাদনের চেষ্টা, উৎপন্ন কুশলের সংরক্ষণ ও বৃদ্ধির চেষ্টা।

ছ. সম্যক স্মৃতি : কায় বিষয়ে কায়ানুদর্শী, বেদনা বিষয়ে বেদনানুদর্শী, চিন্তানু বিষয়ে চিন্তানুদর্শী ও ধর্ম বিষয়ে ধর্মানুদর্শী হইয়া অবস্থান করা। তিনি উদ্যমশীল স্মৃতিমান হইয়া লোভ জয় করেন।

জ. সম্যক সমাধি : হে ভিক্ষুগণ! এখানে ভিক্ষু কামনা ও অসৎ প্রবৃত্তি সমূহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া, প্রথম ধ্যান, দ্বিতীয় ধ্যান, তৃতীয় ধ্যান এবং চতুর্থ ধ্যান লাভ করিয়া অবস্থান করেন।

২. চতুর্বিধ সম্যক প্রধান : উৎপন্ন পাপ চিত্ত বর্জন করে থাকার চেষ্টা, অনুৎপন্ন পাপচিত্ত উৎপন্ন না করার চেষ্টা, অনুৎপন্ন কুশলচিত্ত উৎপাদনের চেষ্টা ও উৎপন্ন কুশলচিত্ত সংরক্ষণ করা।

৩. চতুর্বিধ ঋদ্ধিপাদ : ছন্দ, বীর্য, চিত্ত ও মীমাংসা। এ চারি ঋদ্ধিপাদ।

৪. পঞ্চ ইন্দ্রিয় : শ্রদ্ধা, বীর্য, স্মৃতি, সমাধি ও প্রজ্ঞা ইন্দ্রিয়।

৫. পঞ্চ বল : শ্রদ্ধা, বীর্য, স্মৃতি, সমাধি ও প্রজ্ঞা বল।

৬. সপ্ত বোধ্যঙ্গ : স্মৃতি, ধর্মবিচয়, বীর্য, প্রীতি, প্রশঙ্খি,

সমাধি ও উপেক্ষা বোধ্যঙ্গ ।

৭. আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ : সম্যকদৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক ব্যায়াম, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি ।

### ত্রিপিটক পরিচিতি

ত্রিপিটক : সূত্রপিটক, বিনয় পিটক, অভিধর্ম পিটক ।

ক. সূত্র পিটক— ১. দীর্ঘ নিকায় ২. মধ্যম নিকায় ৩. সংযুক্ত নিকায় ৪. অঙ্গুত্তর নিকা এবং ৫. খুদ্দক নিকায় । এই খুদ্দক নিকায় আবার ১৫টি গ্রন্থ বিদ্যমান, যথা : ১. খুদ্দক পাঠ ২. ধর্মপদ ৩. উদান ৪. ইতিবৃত্তক ৫. সুত্তনিপাত ৬. বিমানবথু ৭. প্রেতবথু ৮. থের গাথা ৯. থেরী গাথা ১০. জাতক ১১. নিদ্দেশ ১২. প্রতিসম্বিদামার্গ ১৩. অপদান ১৪. বুদ্ধ বংস ১৫. চরিয়াপিটক ।

খ. বিনয় পিটক— ১. চুল্লবর্গ ২. মহাবর্গ ৩. পারাজিকা ৪. পাচিভিয় ৫. পরিবার পাঠ ।

গ. অভিধর্ম পিটক— ১. ধর্মসঙ্গনী ২. বিভঙ্গ ৩. ধাতুকথা ৪. পুদ্গল পঞ্ণত্তি ৫. কথাবথু ৬. যমক ৭. পট্টান ।

### ষোড়শ প্রকারে স্মৃতি উৎপন্ন হয় :

১. অভিজ্ঞানের দ্বারা, ২. কার্য দ্বারা (কার্যত), ৩. স্থূল বিজ্ঞানে, ৪. হিত বিজ্ঞানে, ৫. অহিত বিজ্ঞানে, ৬. সাদৃশ্য



নিমিত্তে, ৭. বৈসাদৃশ্য নিমিত্তে, ৮. কথা বিজ্ঞানে, ৯. লক্ষণের দ্বারা, ১০. স্মরণের দ্বারা, ১১. মুদ্রাতে, ১২. গণনার দ্বারা, ১৩. ধারণের দ্বারা, ১৪. ভাবনার মাধ্যমে, ১৫. পুস্তক নিবন্ধনে, ১৬. উপনিক্ষেপে ও অনুভূতি। এগুলোর দ্বারা স্মৃতি উৎপন্ন হয়।

### উপাসকের দশটি গুণ

১. এই বুদ্ধশাসনে সংঘের সুখে সুখী ও দুঃখে দুঃখী হতে হইবে।
২. ধর্মকে অধিপতিরূপে গ্রহণ করিতে হইবে।
৩. যথাশক্তি ভাগ-বন্টন করিয়া খাইবে।
৪. মিথ্যা দৃষ্টি ত্যাগ করিয়া সম্যকদৃষ্টি হইতে হইবে।
৫. ধর্মের পরিহানি দেখিলে সেরকম আচরণ ত্যাগ করিয়া মঙ্গল সাধিত করিবেন।
৬. জীবনের বিনিময়ে হউক, তথাপি অন্য অধার্মিক শাস্তা (গুরু) অনুসরণ করিবেন না।
৭. কায়-মনো-বাক্য সংযত থাকিতে হইবে।
৮. একতা গুণে রমিত হইবে, পাপ বিষয় পোষণ করিবে না।
৯. বুদ্ধশাসনে প্রতারণামূলক কার্য না করিয়া চলিবে।
১০. বুদ্ধ-ধর্ম-সংঘ এই ত্রিরত্নের শরণাগত হইতে হইবে।

### বুদ্ধি পরিপক্বতার আট কারণ

১. বয়োবৃদ্ধ দ্বারা বুদ্ধিপাকা হয়, ২. যশঃ বৃদ্ধি হইলে, ৩. পুনঃ পুনঃ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা দ্বারা, ৪. গুরুর নিকট বসবাস করিলে, ৫. প্রকৃত মনোনিবেশ দ্বারা, ৬. আলোচনা দ্বারা, ৭. স্নেহপূর্বক আচরণ দ্বারা ও ৮. অনুরূপ দেশে বাস করিলে।  
বুদ্ধি পাকা হয়।

### চৌদ্দ প্রকার বুদ্ধ জ্ঞান

১. দুঃখ জ্ঞান ২. দুঃখ সমুদয় জ্ঞান ৩. দুঃখ নিরোধ জ্ঞান, ৪. দুঃখ নিরোধে উপায় জ্ঞান, ৫. অর্থ প্রতিসম্বিদা জ্ঞান, ৬. ধর্ম প্রতিসম্বিদা জ্ঞান, ৭. নিরুক্তি প্রতিসম্বিদা জ্ঞান, ৮. প্রতিভাণ প্রতিসম্বিদা জ্ঞান, ৯. সপ্ত অনুশয়ে জ্ঞান, ১০. সত্ত্বগণের ইন্দ্রিয় বিষয়ে জ্ঞান, ১১. মহাকরণা সমাপত্তি জ্ঞান, ১২. যমক প্রতিহার্য জ্ঞান, ১৩. সর্বজ্ঞতা জ্ঞান ও ১৪. অনাবরণ জ্ঞান।

### দশবল বুদ্ধ

১. কারণ-অকারণ জ্ঞান, ২. ত্রৈকালিক কর্ম-বিপাক জ্ঞান বল, ৩. সর্বত্র গামিনীপ্রতিপদা বা আচরণে জ্ঞান, ৪. সত্ত্বগণের চিত্তাচারে জ্ঞান, ৫. সত্ত্বগণের অভিপ্রায়ে জ্ঞান, ৬. ধ্যানের হীনতা ও উৎকৃষ্টতা জ্ঞান, ৭. পূর্ব নিবাসানুস্মৃতি জ্ঞান, ৮. দিব্যচক্ষু জ্ঞান, ৯. বিবিধ ঋদ্ধি জ্ঞান ও ১০. আসবক্ষয় জ্ঞান।

## একত্রিশ লোকভূমি

### ষোল রূপ ব্রহ্মলোক

১. অকনিষ্ঠ ২. ব্রহ্মপরিসজ্জ ৩. ব্রহ্ম পুরোহিত ৪. মহাব্রহ্মা
৫. পরিভ্রাত ৬. অশ্লমাণাভ ৭. আভস্সর ৮. পরিভুসুভ ৯.
- অশ্লমাণসুভ ১০. সুভাকিণ্হ ১১. বেহপ্ফল ১২.
- অসঞ্ঞসত্ত ১৩. অবিহ ১৪. আতপ্প ১৫. সুদস্স ১৬.
- সুদস্সী ।

### সাত কাম সুগতি ভূমি

১. পরনির্মিত বশবত্তী স্বর্গ ২. নির্মাণরতি স্বর্গ ৩. তুষিত স্বর্গ
৪. যাম স্বর্গ ৫. ত্রয়ত্রিংশ স্বর্গ ৬. চাতুর্মহারাজিক স্বর্গ ও ৭.
- মনুষ্যলোক ।

### চারি অরূপ ব্রহ্মলোক

১. আকাশানন্তায়তন ২. বিজ্ঞানানন্তায়তন
৩. আকিঞ্চনানন্তায়তন ও ৪. নৈবসংজ্জা-নাসংজ্জায়তন ।

### চারি অপায় ভূমি

১. নরক ২. তির্যক ৩. প্রেত ৪. অসুর ।

**\*\* বিবিধ প্রসঙ্গ সমাপ্ত \*\***

“জগতের সকল প্রাণী সুখি হোক!”

♣ সমাপ্ত ♣